মাসিক

আত-তাহরীক

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের সাথে থাকবেন' *(মুসলিম হা/৭৯৮)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০১৮

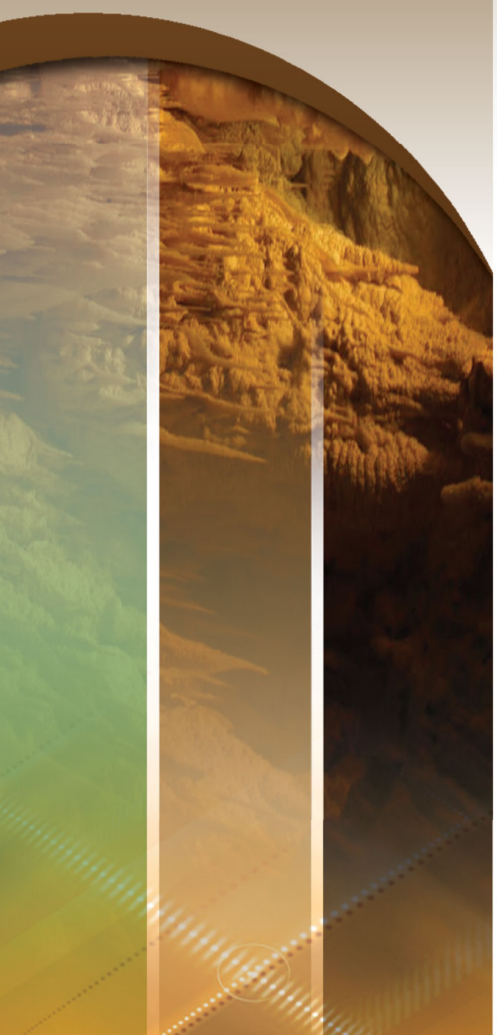

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ	১ম সংখ্যা
যিলহজ্জ-মুহাররম	১৪৪০ হিঃ
আশ্বিন-কার্তিক	১৪২৫ বাং
অক্টোবর	২০১৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ দো'আর আদব বা শিষ্টাচার সমূহ ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ হজ্জের সফর (১৪৩৯ হি./২০১৮ খৃ.) ১০
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

♦ আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(৮ম কিস্তি)* ১৫
-অনুবাদ : মীযানুর রহমান

♦ ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ ২০
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

♦ যে সকল কর্ম লা'নত ডেকে আনে ২৭
-আহমাদুল্লাহ

♦ অতি ধনীর সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে কেন? *-আলী রিয়ায* ৩১

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**

♦ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির খড়্গ : আসামের এনআরসি এবং বাংলাদেশ *-জামালুদ্দীন বারী* ৩৩

◈ **চিকিৎসা জগৎ :**

♦ কালোজিরার উপকারিতা ৩৬

◈ **ক্ষেত-খামার :**

♦ কালোজিরা চাষ পদ্ধতি ৩৮

◈ **কবিতা :**

♦ ভিক্ষুক ♦ গরীবের হক ৩৯
♦ স্বাধীনতা

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪০

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৩

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৭

◈ **বর্ষসূচী** ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

নদীর ভাঙ্গনে দেশের মানচিত্র বদলে যাচ্ছে

বড় বড় নদীগুলির ভাঙ্গনের তীব্রতা এবারে সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশের ভিতরে গ্রাম, মহল্লা, ইউনিয়ন এমনকি উপযেলার মানচিত্র পাল্টে যাচ্ছে। দু'বছর আগের বসতভিটার এখন অস্তিত্ব নেই। জন্মস্থান গ্রামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে চলে গেছে নদীর অভ্যন্তরে দু'তিন মাইল দূরে। অন্যদিকে সীমান্ত নদীগুলিতে বাংলাদেশ এলাকার ভূমি ভারতীয় এলাকায় জেগে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সেগুলি দখলে নিচ্ছে। এমনি করে বিভিন্ন সীমান্তে বাংলাদেশের মানচিত্র ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। ভারতের পানি আগ্রাসনের শিকার হয়ে বাংলাদেশের ভৌগলিক মানচিত্র এখন হুমকির মুখে। নদী ভাঙ্গনে প্রতি বছর গড়ে লক্ষাধিক মানুষ গৃহহারা হচ্ছে ও ১০ লক্ষাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ তথ্য সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (সিইজিআইএস)-এর।

বিগত তিন দশকে আঁকাবাঁকা গতিপথে প্রবাহিত হ'লেও চলতি বছর সরল হওয়ায় ভাঙ্গনের তীব্রতা বেড়েছে। ১৯৬৭ থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত গত ৫১ বছরে কেবল পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে ৬৬ হাযার হেক্টরের (২৫৬ বর্গমাইল) বেশী পরিমাণ জমি বিলীন হয়ে গেছে। নদী ভাঙ্গনের এ হিসাব জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশবিষয়ক সংস্থা 'নাসা'। নাসার প্রতিবেদন বলছে, গত তিন দশকে সরু ও সরল গতিপথের জায়গায় পদ্মা নদী তুলনামূলকভাবে স্ফীত এবং আঁকাবাঁকা গতিপথে প্রবাহিত হয়েছে। চলতি বছর তা আবার সরল হয়ে উঠছে। এতে করে ভাঙ্গনের তীব্রতা বেড়েছে।

এদেশের বড় বড় নদীগুলির ভাঙ্গন স্বাভাবিক ঘটনা। এটি এমন এক ধরনের দুর্যোগ যা মূলতঃ আস্তে আস্তে ঘটে। কিন্তু তা পরিণামে ডেকে আনে মহা দুর্যোগ। বিশেষজ্ঞদের মতে, '৭০ ও ৮০-এর দশক থেকে এদেশে নদী ভাঙ্গনের তীব্রতা যেমন বেড়েছে, তেমনি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেড়েছে অনেক। ভারতের ফারাক্কা বাঁধই যে এর প্রধান কারণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অধিকাংশের পক্ষে টাকার অভাবে ঘর-বাড়ী তৈরী করা সম্ভব হয় না। তারা পরিণত হয় গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষে। এ ধরনের মানুষেরা সাধারণত বাঁধ, রাস্তা, পরিত্যক্ত রেল সড়ক, খাস চর, খাস জমিতে ভাসমান জীবনযাপন করে। অনেকেই কাজের খোঁজে শহরে চলে আসে। নদী ভাঙ্গনের কারণে তাই বেড়ে যাচ্ছে বেকারত্ব এবং নানা রকমের সামাজিক ও পারিবারিক সঙ্কট।

বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহিত। এর মধ্যে প্রধান নদীগুলি হ'ল ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা। এ চারটি নদীই সবচেয়ে বেশী ভাঙ্গনের শিকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, নদীরপাড় গঠনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সবচেয়ে বেশী ভাঙ্গনপ্রবণ হ'ল যমুনা নদী। এছাড়া মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা, ধরলা, আত্রাই, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, কুশিয়ারা, খোয়াই, সুরমা, মনু, জুরী, সাঙ্গু, ধলাই, গোমতী, মাতামুহুরি, মধুমতি, সন্ধ্যা, বিশখালী প্রভৃতি নদীও যথেষ্ট ভাঙ্গনপ্রবণ। দেশের এসব নদীর প্রায় ১৩০টি স্থানে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্যভাবে নদী ভাঙ্গনের ঘটনা ঘটছে।

সিইজিআইএসের সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা গেছে ১৯৭৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত যমুনার ভাঙ্গনের শিকার হয়েছে দেশের ৯০ হাযার ৩৬৭ হেক্টর এলাকা। এভাবে প্রতিবছর পদ্মা নদীর ভাঙ্গনের শিকার হচ্ছে চাঁপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজবাড়ী যেলা। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এ নদীর গর্ভে বিলীন হয়েছে ২৯ হাযার ৮৪১ হেক্টর এলাকা। তবে পদ্মার ভাঙ্গনের সবচেয়ে বড় শিকার হ'ল কুষ্টিয়া যেলা।

সিইজিআইএস ২০০৪ সাল থেকে প্রতিবছর নদীর তীর ভাঙ্গনের রিপোর্ট প্রকাশ করছে। উপগ্রহের ছবি, জিআইএস প্রযুক্তি এবং নদী ভাঙ্গনের ইতিহাস গবেষণা করে তারা এই রিপোর্ট তৈরী করে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নদী ভাঙ্গনের এই পূর্বাভাস ধরে ব্যবস্থা নেয়া গেলে প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনের ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে।

২০১৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী সারাদেশে বর্ষা মৌসুমের আগেই নদ-নদী খনন ও ড্রেজিং করার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এজন্য কোন্ কোন্ নদীর কোথায় কোথায় খনন বা ড্রেজিং করা প্রয়োজন- তার পথ-নকশা প্রস্তুত করার কথাও তিনি বলেছিলেন। সরকারের শীর্ষ ১০ মন্ত্রীও একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু তারপরেও এযাবৎ কোন কাজই হয়নি।

মূলতঃ প্রতিবছর নদীতে পলি জমে দেশের নদ-নদীর এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে অনেক নদীর বিভিন্ন স্থানে জেগে উঠেছে অসংখ্য ডুবোচর। এ অবস্থায় প্রতিবছরই বর্ষাকালে নদীতে পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় নতুন নতুন এলাকায় নদীর দুই তীরে ব্যাপক ভাঙ্গনের সৃষ্টি হচ্ছে। শতকরা ৬০ ভাগ পলি আসে ভারতের গঙ্গা দিয়ে এবং ৪০ ভাগ আসে অন্যান্য নদী দিয়ে। নদী প্রবাহ স্বাভাবিক থাকলে শতকরা ৮০ ভাগ পলি চলে যেতো সমুদ্রে। কিন্তু ভারতের পানি আগ্রাসী নীতির কারণে শতকরা ৮০ ভাগ পলি দেশের অভ্যন্তরভাগে জমা হয়ে নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। মাত্র ২০ ভাগ পলি সমুদ্রে যায়। আমাদের জমি, নদী-নালা, খাল-বিল নিরাপদ করতে হ'লে পলি অপসারণ স্বাভাবিক রাখতে হবে। পলি নিয়ে যেতে হবে সমুদ্রে। নদীভাঙ্গনের ভয়াবহতা ঠেকাতে হ'লে বড় প্রয়োজন নদীর ড্রেজিং। কিন্তু ড্রেজিংয়ের নামে আমাদের দেশে হয় শুধু লুটপাট। পাশাপাশি অপরিকল্পিতভাবে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বালু উত্তোলনও নদীভাঙ্গনের অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনেক নদী দেশের সীমান্ত নির্ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রে সীমান্তিক নদীগুলি ভাঙ্গছে বাংলাদেশে। আর গড়ছে ভারতের তীরে বিশাল বিশাল চর। এসব চরের মালিকানা পর্যন্ত বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোগ করতে পারে না ভারতীয়দের কারণে। তাই প্রতিনিয়ত এপার ভেঙ্গে ওপারে গড়ে উঠা চরের ভূমি অবাধে ব্যবহার করছে সীমান্তের ওপারের নাগরিকরা। এতে দিন দিন নদীসীমান্ত এলাকা ছোট হয়ে আসছে। ভারতীয় সীমানা ছুঁই ছুঁই করছে পদ্মার পানি। আর পদ্মার পানি যদি ভারতীয় সীমানা ছুঁয়ে ফেলে তাহ'লে আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী পদ্মা নদীর একক মালিকানা হারাবে বাংলাদেশ। ভারত এতে ভাগ বসাবে। রাজশাহী সীমান্তে পদ্মার ভাঙ্গনে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ভারতের দখলে চলে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অনেকে। খোদ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশও (বিজিবি) এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন।

[বাকী অংশ ১৪ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

দো'আর আদব বা শিষ্টাচার সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মহান আল্লাহ মানুষের জন্য যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন। তাই আল্লাহ্‌র কাছেই মানুষকে চাইতে হবে। জুতার ফিতার প্রয়োজন হ'লেও রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে বলেছেন। আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি খুশী হন এবং তিনি বান্দার দো'আ বা প্রার্থনা কবুল করেন। তিনি বলেন, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব' *(গাফির/মুমিন ৪০/৬০)*।

ইসলামে দো'আর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আই ইবাদত'।[১] অন্যত্র তিনি বলেন, أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ 'উত্তম ইবাদত হচ্ছে দো'আ'।[২] দো'আ কবুল হওয়ার জন্য কতিপয় আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। সেগুলি পালন করা না হ'লে দো'আ কবুল হয় না। নিম্নে দো'আর আদব সমূহ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. দো'আকারীকে তাওহীদপন্থী হ'তে হবে :

প্রার্থনাকারীকে আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত ও আসমা ওয়াছ ছিফাতের প্রতি একত্ববাদী হ'তে হবে। সেই সাথে বান্দাকে আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিয়ে নেক কাজ করতে হবে এবং গোনাহ পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّيْ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ- 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

২. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা :

যে কোন ইবাদত খালেছভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করা না হ'লে তা আল্লাহ কবুল করেন না। তিনি বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*। তাই ইখলাছের সাথে দো'আ করতে হবে। অন্যথা তা কবুল হবে না।

১. তিরমিযী হা/৩৩৭২; আবূদাউদ হা/১৪৭৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৮, হাদীছ ছহীহ।
২. ছহীহুল জামে' হা/১১২২; ছহীহাহ হা/১৫৭৯।

৩. আল্লাহ্‌র সুন্দর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে দো'আ করা :

আল্লাহ্‌র অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। সেগুলির মাধ্যমে দো'আ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- 'আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সুন্দর নাম সমূহ। সে নামেই তোমরা তাঁকে ডাক এবং তাঁর নাম সমূহে যারা বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ কর' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*।

৪. দো'আ করার পূর্বে আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করা :

দো'আর অন্যতম আদব হচ্ছে দো'আর পূর্বে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা। ফাযালা বিন ওবায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدْ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ-

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে ছালাত আদায় করল। এরপর দো'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও, তুমি আমাকে দয়া কর। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে মুছল্লী! তুমি বেশ তাড়াহুড়া করে ফেললে। তুমি ছালাত আদায় করে যখন বসবে তখন আগে আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে, আমার ওপর দরূদ পড়বে। এরপর আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করবে'।[৩] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ- 'যখন তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করবে (শেষ করবে) তখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও স্তুতি দিয়ে শুরু করবে। এরপর নবী করীম (ছাঃ)-এর ওপর দরূদ পড়বে। অতঃপর যা ইচ্ছা দো'আ করবে'। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর অপর এক লোক ছালাত আদায় করল। সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল, নবী করীম (ছাঃ)-এর ওপর দরূদ পড়ল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'হে মুছল্লী! দো'আ কর, আল্লাহ তোমার দো'আ কবুল করবেন'।[৪]

৩. তিরমিযী হা/৩৪৭৬; নাসাঈ হা/১২৮৪, সনদ ছহীহ।
৪. তিরমিযী হা/৩৪৭৭, ছহীহ তিরমিযী হা/২৭৬৫, ২৭৬৭।

Contents

৫. নবী করীম (ছাঃ)-এর ওপর দরূদ পড়া :

দো'আর আরেকটি আদব হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করা। তিনি বলেন, كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর দরূদ না পড়া পর্যন্ত প্রত্যেক দো'আ আটকে থাকে'।[৫] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 'দো'আ আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তোমার নবীর প্রতি যতক্ষণ তুমি দরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ তার কিছুই উপরে উঠে না'।[৬]

৬. ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ করা :

দো'আ করার সময় ক্বিবলামুখী হয়ে তথা বায়তুল্লাহ্র দিকে ফিরে দো'আ করা উত্তম। ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের দিকে তাকালেন; তাদের সংখ্যা ছিল এক হাযার। আর তাঁর সাথীবর্গের সংখ্যা ছিল তিনশত উনিশ। তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে হাত প্রসারিত করলেন, তারপর তাঁর রবকে ডাকতে শুরু করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন সেটা বাস্তবায়ন করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি যদি মুসলমানদের এ দলটিকে ধ্বংস করে দেন তাহ'লে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত হবে না'। এভাবে দুই হাত প্রসারিত করে ক্বিবলামুখী হয়ে তাঁর রবকে ডাকতে থাকলেন। এমনকি এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদরটি পড়ে গেল...।[৭]

ইমাম নববী (রহঃ) 'শারহু মুসলিম' গ্রন্থে বলেন, এ হাদীছে দো'আ কালে ক্বিবলামুখী হওয়া ও দুই হাত তুলে দো'আ করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে।

৭. দুই হাত উত্তোলন করা :

দু'হাত উত্তোলন করে দো'আ করা উত্তম। সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا– 'নিশ্চয়ই তোমাদের সুমহান রব হচ্ছেন লজ্জাশীল ও মহান দাতা। বান্দা যখন তাঁর কাছে দু'হাত তোলে তখন তিনি সে হাতদ্বয় শূন্য ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন'।[৮]

এ সময় হাতের তালু থাকবে আকাশের দিকে। যেভাবে একজন নতজানু দরিদ্র সাহায্যপ্রার্থী কিছু পাওয়ার আশায় হাত পাতে। মালেক বিন ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُوْرِهَا– 'যখন তোমরা আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু চাইবে তখন হাতের তালু দিয়ে চাইবে; হাতের পিঠ দিয়ে নয়'।[৯]

হাত তোলার সময় দুই হাত কিভাবে থাকবে এ সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, হাত দু'টি মিলিয়ে রাখবে। তিনি আরো বলেন, 'দুই হাতের মাঝখানে ফাঁক রাখা ও এক হাত থেকে অন্য হাত দূরে রাখা সম্পর্কে আমি কোন দলীল পাইনি। না হাদীছে আর না আলেমগণের বাণীতে'।[১০]

৮. দো'আ কবুলের ব্যাপারে আল্লাহ্র প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা :

এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ দো'আ কবুল করবেন এবং মনোযোগ সহকারে দো'আ করা। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, وَلْيَعْزِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ– 'দো'আ কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে সে যেন দো'আ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা অবহেলাকারী ও অমনোযোগী অন্তরের দো'আ কবুল করেন না'।[১১]

৯. বারবার প্রার্থনা করা :

বান্দা আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকর যা ইচ্ছা তা চাইবে, কাকুতি-মিনতি করবে। তবে দো'আর ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া করবে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الاِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِى فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ.

'বান্দার দো'আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন পাপ নিয়ে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দো'আ করে। বান্দার দো'আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া করে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাড়াহুড়া বলতে কী বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন, বান্দা বলে যে, আমি দো'আ করেছি, আমি দো'আ করেছি। কিন্তু আমার দো'আ কবুল হ'তে দেখিনি। তখন সে ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং দো'আ করা ছেড়ে দেয়'।[১২]

---

৫. তরাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত ১/২২০; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৯৯; ছহীহাহ হা/২০৩৫।
৬. তিরমিযী হা/৪৮৬; ছহীহাহ হা/২০৫৩।
৭. মুসলিম হা/১৭৬৩।
৮. আবূদাউদ হা/১৪৮৮; ছহীহ আবূদাউদ হা/১৩২০।
৯. আবূদাউদ হা/১৪৮৬; ছহীহ আবূদাউদ হা/১৩১৮।
১০. আশ-শারহুল মুমতি' ৪/২৫।
১১. আবূদাউদ হা/১৪৮৫; তিরমিযী হা/৩৪৭৯; ছহীহ তিরমিযী হা/২৭৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৪, হাদীছ হাসান।
১২. বুখারী হা/৬৩৪০; মুসলিম হা/২৭৩৫।

১০. দৃঢ়তার সাথে দো'আ করা :

দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে হবে। অর্থাৎ আমি দো'আ করলাম, আল্লাহ চাইলে কবুল করবেন, নচেৎ নয়। এরূপ মনে করে দো'আ করা যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ– 'তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে দয়া করুন। বরং সে যেন দৃঢ়ভাবে চায়। কেননা আল্লাহ্র ওপর জবরদস্তি করার কেউ নেই'।[১৩]

১১. অনুনয়-বিনয়, আশা ও ভয় সহকারে দো'আ করা :

দো'আ কুবলের আশা নিয়ে এবং কবুল না হওয়ার ভয় নিয়ে বিনীতভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করতে হবে। তিনি বলেন, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً– 'তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ– 'তারা (পিতা-পুত্র) সর্বদা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত। তারা আশা ও ভীতির সাথে আমাদের ডাকত। আর তারা ছিল আমাদের প্রতি বিনয়াবনত' *(আম্বিয়া ২১/৯০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ– 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চৈঃস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*।

১২. তিনবার করে দো'আ করা :

দো'আর বিষয়টি তিনবার উল্লেখ করা উচিত। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার রাসূল (ছাঃ) বায়তুল্লাহ্র কাছে ছালাত আদায় করছিলেন। সেখানে আবু জাহল ও তার সঙ্গীরা বসা ছিল। পূর্বের দিন উট যবেহ করা হয়েছিল। এমন সময় আবু জাহল বলে উঠল, তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উটনীর নাড়িভুঁড়ি এনে মুহাম্মাদ যখন সিজদা করবে তখন তার পিঠের উপর রাখতে পারবে? তখন কওমের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকটি দ্রুত গিয়ে উটনীর নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এল এবং রাসূল (ছাঃ) যখন সিজদায় গেলেন তখন সেগুলো তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা নিজেরা হাসতে থাকল। হাসতে হাসতে একে অন্যের ওপর হেলে পড়ল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। হায়! আমার যদি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকত তাহ'লে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিঠ থেকে এগুলো ফেলে দিতাম। রাসূল (ছাঃ) সিজদায় পড়ে থাকলেন। মাথা উঠালেন না। এক পর্যায়ে এক লোক গিয়ে ফাতেমা (রাঃ)-কে খবর দিল। খবর শুনে তিনি ছুটে এলেন। সে সময় ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন ছোট বালিকা। তিনি এসে উটের নাড়িভুঁড়ি তাঁর পিঠ থেকে ফেলে দিলেন। এরপর লোকদের দিকে মুখ করে তাদেরকে গালমন্দ করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যখন তাঁর ছালাত শেষ করলেন, তখন তিনি কণ্ঠস্বর উঁচু করলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করলেন। তিনি যখন দো'আ করতেন তখন তিনবার করতেন এবং যখন প্রার্থনা করতেন তখন তিনবার করতেন। এরপর বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি কুরাইশকে ধ্বংস করুন। এভাবে তিনবার বললেন। তারা যখন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তাদের হাসি মিলিয়ে গেল এবং তারা তাঁর বদ দো'আকে ভয় পেল। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আবু জাহল ইবনে হিশাম, ওতবা ইবনে রাবী'আ, শায়বা ইবনে রবী'আ, ওয়ালীদ ইবনে উকবা, উমাইয়্যা ইবনে খালাফ ও উকবা ইবনে আবু মু'আইতকে ধ্বংস করুন। (রাবী বলেন, তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও বলেছিলেন কিন্তু আমি স্মরণ রাখতে পারিনি)। সেই সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, রাসূল (ছাঃ) যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, আমি বদর যুদ্ধের দিন তাদেরকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। পরবর্তীতে তাদেরকে টেনেহিঁচড়ে বদরের কূপের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়'।[১৪]

১৩. জীবিকা হালাল হওয়া :

দো'আর অন্যতম আদব হচ্ছে জীবিকা হালাল হওয়া। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেননা। তিনি রাসূলদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন একই নির্দেশ মুমিনদের প্রতিও জারী করেছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ– 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, সব বিষয়ে আমি অবগত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। তিনি আরও বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে ধুলিমলিন অবস্থায় দুই হাত আকাশের দিকে তুলে দো'আ করে, ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, সে পরিপুষ্ট হয়েছে হারাম খেয়ে, তাহ'লে তার দো'আ কিভাবে কবুল হবে?'[১৫]

১৩. *বুখারী হা/৬৩৩৯; মুসলিম হা/২৬৭৯।*

১৪. *বুখারী হা/২৪০; মুসলিম হা/১৭৯৪।*
১৫. *মুসলিম হা/১০১৫।*

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, فأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب، 'হালাল খাওয়া, হালাল পান করা, হালাল পরিধান করা ও হালাল খেয়ে পরিপুষ্ট হওয়া দো'আ কবুল হওয়ার শর্ত'।[১৬]

১৪. নীরবে-নিভৃতে দো'আ করা :

নির্জনে ও নিভৃতে দো'আ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ادْعوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً– 'তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، 'যখন তিনি তার রবকে ডেকেছিলেন নিভৃতে' *(মারিয়াম ১৯/৩)*।

দো'আ কবুলের স্থান ও সময়সমূহ

দো'আ কবুলের অনেক সময় ও স্থান রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-

(১) লায়লাতুল ক্বদর : ক্বদরের রাত্রিতে দো'আ কবুল হয়। আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي، 'যখন আমি জানব যে, লায়লাতুল ক্বদর কোন্‌টি তখন আমি কি বলব? তিনি বললেন, তুমি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। ক্ষমাকে ভালবাস। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৭]

(২) মধ্যরাতে দো'আ : রাত্রির শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা ৭ম আসমানে অবতরণ করেন। তিনি এসময় বান্দাকে আহ্বান জানান এবং তাদের প্রয়োজন সমূহ পূরণ করেন। আর তিনি তাদের দুঃখ-কষ্টগুলি দূর করেন। তিনি বলেন, مَنْ يَدْعُونِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ– 'কে আছে আমাকে আহ্বান করবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে তা দিব। আমার কাছে কে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব'।[১৮]

(৩) প্রত্যেক ছালাতের শেষে : প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষে দো'আ কবুল হয়। তবে এখানে হাদীছে বর্ণিত দো'আগুলি পাঠ করতে হবে, যেভাবে রাসূল (ছাঃ) শিখিয়েছেন। আবূ উমামাহ (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ 'কোন সময়ের দো'আ অধিক শ্রুত হয়? তিনি বললেন, রাতের শেষার্ধে এবং প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষে'।[১৯] উল্লেখ্য যে, ফরয ছালাতের পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার প্রচলিত নিয়মটি বিদ'আত।

'দুবুরুছ ছালাত' সম্পর্কে মতভেদ : এ মর্মে মতানৈক্য রয়েছে যে, সেটি সালামের পূর্বে নাকি পরে? শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া এবং ইবনুল ক্বাইয়েম (রহঃ) একে সালামের পূর্বে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, دبر كل شيء منه كدبر الحيوان 'প্রত্যেক বস্তুর দুবুর তারই অন্তর্গত। যেমন পশুর দুবুর তথা পশ্চাৎ'।[২০]

শায়েখ উছায়মীন (রহঃ) বলেছেন, ما ورد من الدعاء مقيداً بدبر الصلاة فهو قبل السلام وما ورد من الذكر مقيداً بدبر الصلاة، فهو بعد الصلاة؛ لقوله تعالى : فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، 'যেসকল নির্দিষ্ট দো'আ দুবুরুছ ছালাতের সাথে শর্তযুক্ত সেগুলি সালামের পূর্বে পাঠ করতে হয়। আর যে সকল যিকির দুবুরুছ ছালাতের সাথে নির্দিষ্ট সেগুলি ছালাতের পর পাঠ করতে হয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'অতঃপর যখন তোমরা (ভীতির) ছালাত শেষ করবে, তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ কর' *(নিসা ৪/১০৩)*।

(৪) আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে : আযান ও ইক্বামতের মাঝে দো'আ করলে কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ– 'আযান ও ইক্বামতরে মধ্যবর্তী সময়ের দো'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না'।[২১] তিনি আরো বলেন, إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ– 'যখন মুওয়াযযিন আযান দেয়, তখন আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং দো'আ কবুল করা হয়'।[২২]

(৫) যুদ্ধক্ষেত্রে কাতার সোজা করার সময় : যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সারি ঠিক করার সময় দো'আ করলে তা কবুল হয়। সাহল বিন সা'দ (রাঃ) মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন যে, ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا– 'দু'টি সময়ে দো'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না অথবা বলেছেন কমই ফিরিয়ে দেওয়া

---

১৬. *ইবনু রজব আল-হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ২৯৩।*
১৭. *তিরমিযী হা/৩৫১৩, হাদীছ ছহীহ।*
১৮. *বুখারী হা/১১৪৫।*
১৯. *তিরমিযী হা/৩৪৯৯, হাদীছ হাসান।*
২০. *যাদুল মা'আদ ১/৩০৫।*
২১. *আবূদাঊদ হা/৫২১; তিরমিযী হা/২১২; ছহীহুল জামে হা/২৪০৮।*
২২. *ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লায়লা হা/৯৮; ছহীহুল জামে হা/৮০৩; ছহীহাহ হা/১৪১৩।*

হয়। ১. আযানের সময়ে ও ২. যুদ্ধক্ষেত্রে, যখন তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায়'।[২৩]

তিনি অন্যত্র বলেন, اطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الـدُّعَاءِ عِنْـدَ الْتِقَـاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَنُزُولِ الْغَيْـثِ، 'তোমরা দো'আ কবুল হওয়ার জন্য সৈন্যবাহিনী পরস্পর মুখোমুখী হওয়া, ছালাত দণ্ডায়মান হওয়া এবং বৃষ্টি বর্ষণের সময় তালাশ কর'।[২৪]

(৬) বৃষ্টি বর্ষণের সময় : বৃষ্টি বর্ষণের সময় দো'আ কবুল হয়। সাহল বিন সা'দ মারফূ রূপে বর্ণনা করেছেন যে, ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَتَحْـتَ الْمَطَـرِ 'দু'টি সময়ে দো'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। ১. আযানের সময়। ২. বৃষ্টি বর্ষণের সময়'।[২৫]

(৭) রাতের একটি বিশেষ মুহূর্তে : রাতে এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, যখন বান্দা কোন দো'আ করলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ فِى اللَّيْـلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَـةٍ- 'নিশ্চয়ই রাতের মধ্যে একটি মুহূর্ত রয়েছে, সে সময় মুসলিম বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতের এমন কোন বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলেই তিনি তাকে তা দিবেন। আর এটা (এই মুহূর্তটি) প্রতি রাতেই এসে থাকে'।[২৬] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيبَ لَـهُ مَـنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ-

'প্রত্যহ আল্লাহ রব্বুল আলামীন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কে আমার নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে, আমি তার দো'আ কবুল করব, যে কেউ আমার নিকট কিছু যাচঞা করবে, আমি তা তাকে প্রদান করব এবং যে আমার নিকট গোনাহ মাফের জন্য দো'আ করবে, আমি তার গোনাহ মাফ করব'।[২৭]

(৮) জুম'আর দিনে : জুম'আর দিনে বিশেষ একটা সময় আছে, যখন দো'আ কবুল হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَـالَ فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَـسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আ দিবসের উল্লেখ করে বললেন, এই দিবসে এমন একটি সময় রয়েছে, যখন কোন মুসলিম বান্দা ছালাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় সেই মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করে তখন যদি সে আল্লাহ তা'আলার নিকটে কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাকে সেই বস্তু প্রদান করবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করলেন সেই সময়টির স্বল্পতা বুঝাবার জন্য'।[২৮]

(৯) সিজদাকালে : ছালাত আদায় কালে সিজদায় দো'আ করলে তা কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَـأَكْثِرُوا الـدُّعَاءَ 'সিজদারত অবস্থায় বান্দা তার রবের সবচাইতে অধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা (সিজদায়) বেশী বেশী দো'আ করবে'।[২৯]

(১০) মোরগ ডাকার সময় : মোরগ ডাকার সময় দো'আ কবুল হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا- 'যখন মোরগ ডাকে তখন তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা সে ফেরেশতাকে দেখতে পায়'।[৩০]

(১১) দো'আ ইউনুস পাঠ করার সময় : দো'আ ইউনুস পাঠ করে দো'আ করলে তা কবুল হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا بِهَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَدْعُوَ بِهَـا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ-

'ইউনুসের দো'আ যখন তিনি মাছের পেটে থেকে বলেছিলেন যে, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাক ইন্নী কুনুত মিনায যালিমীন। কোন মুসলিম কখনো এটা পাঠ করে দো'আ করলে তার দো'আ কবুল করা হবে'।[৩১]

(১২) বিপদে পতিত হয়ে ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন বললে : উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيبَتِى وَأَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا. إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ

---

২৩. আবূদাঊদ হা/; ছহীহুল জামে হা/৩০৭৯।
২৪. বায়হাকী, মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/৭২৩৬; ছহীহুল জামে' হা/১০২৬; ছহীহাহ হা/১৪৬৯।
২৫. আবূদাঊদ হা/২৫৪০; ছহীহুল জামে' হা/৩০৭৮।
২৬. মুসলিম হা/৭৫৭।
২৭. আবূদাঊদ হা/১৩১৫; ছহীহুল জামে' হা/৩২৪৩।
২৮. বুখারী হা/৯৩৫।
২৯. মুসলিম হা/৪৮২।
৩০. বুখারী হা/২৩০৪; মুসলিম হা/২৭২৯।
৩১. তিরমিযী হা/৩৫০৫, হাদীছ ছহীহ।

خَيْرًا مِنْهَا– ‘যখন কোন মুসলিম বিপদে পতিত হবে তখন বলবে, *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফ্‌লী খায়রাম মিনহা*’।

অর্থ : আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদ হতে রক্ষা কর এবং এর চাইতে ভাল অবস্থানে আসীন কর’।[৩২]

(১৩) মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির রূহ কবযের সময়ে : এ সময় দো‘আ করলে আল্লাহ কবুল করেন। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন,

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِى سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ. فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ–

‘রাসূল (ছাঃ) আবূ সালামার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার চোখ দু’টি খোলা ছিল। তখন তিনি তার চোখ দু’টি বন্ধ করে দিয়ে বললেন, রূহ যখন কবয করা হয় তখন চক্ষু তা দেখতে থাকে। তার পরিবারের একজন চিৎকার করে বলল, তোমরা তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুর জন্য দো‘আ করো না। কেননা ফেরেশতাগণ তোমরা যা বল তার উপর ভিত্তি করে আমীন বলে থাকেন’।[৩৩]

(১৪) রোগীর নিকটে দো‘আ করা : রোগীর নিকটে উপস্থিত হয়ে দো‘আ করলে তা কবুল হয়। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ‘যখন তোমরা রোগীদের নিকটে অথবা মৃতব্যক্তির নিকটে হাযির থাকবে তখন ভাল ভাল কথা বলবে। কেননা সেসময় তোমরা যা বলবে, তাতেই ফেরেশতাগণ আমীন বলতে থাকেন’। তিনি (উম্মে সালামাহ বললেন), যখন আবূ সালামাহ মারা গেলেন তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আবূ সালামাহ মারা গিয়েছেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘বল, হে আল্লাহ! আমাকে ও তাকে ক্ষমা করো। আর আমাকে উত্তম পরিণতি দান কর। তখন আমি বললাম, এরপর আল্লাহ আমাকে তার চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে দান করলেন। আর তিনি হ’লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)’।[৩৪]

(১৫) মাযলূমের দো‘আ : মাযলূম বা অত্যাচারিত ব্যক্তি দো‘আ করলে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়ে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ‘মাযলূমের দো‘আ হ’তে বেঁচে থাক। কারণ তার ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা নেই’।[৩৫] নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেছেন, دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ‘মাযলূমের দো‘আ কবুল করা হয়ে থাকে, যদিও সে পাপী হয়। তার পাপ তার নিজের উপরে বর্তাবে’।[৩৬]

(১৬) সন্তানের জন্য পিতার নেক দো‘আ, ছায়েমের ও মুসাফিরের দো‘আ : সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দো‘আ এবং ছায়েম ও মুসাফিরের দো‘আ প্রত্যাখ্যাত হয় না। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ– ‘তিন ব্যক্তির দো‘আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ১. সন্তানের জন্য পিতার দো‘আ। ২. ছায়েমের দো‘আ ও ৩. মুসাফিরের দো‘আ’।[৩৭]

(১৭) সন্তানের বিরুদ্ধে পিতার বদ দো‘আ : সন্তানের বিরুদ্ধে পিতার বদদো‘আ কবুল হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، ‘তিন ব্যক্তির দো‘আ কবুল করা হয়ে থাকে। ১. মাযলূমের দো‘আ। ২. মুসাফিরের দো‘আ ও ৩. সন্তানের বিরুদ্ধে পিতার বদ দো‘আ’।[৩৮]

(১৮) মা-বাবার জন্য সৎ সন্তানের দো‘আ : পিতামাতার জন্য সন্তানের দো‘আ কবুল হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ‘যখন কোন ব্যক্তি মারা যায়, তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সবই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বা প্রবাহমান দান। ২. অথবা এমন ইলম যা উপকার প্রদান করে। ৩. অথবা সৎ সন্তান যে তার জন্য দো‘আ করে’।[৩৯]

(১৯) যোহরের পূর্বে সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর : যোহরের পূর্বে সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর দো‘আ করলে তা কবুল করা হয়। আব্দুল্লাহ বিন সায়েব হ’তে বর্ণিত। তিনি বলেন, كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ– ‘যোহরের পূর্বে রাসূল (ছাঃ) সূর্য

৩২. *মুসলিম হা/৯১৪।*
৩৩. *মুসলিম হা/৯২০।*
৩৪. *মুসলিম হা/৯১৯।*
৩৫. *বুখারী হা/১৪৯৬; আবূদাঊদ হা/১৫৮৪।*
৩৬. *তাবারানী, আদ-দো‘আ হা/১৩১৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৩৮২।*
৩৭. *বায়হাকী হা/৬৩৯২; ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৩২।*
৩৮. *তিরমিযী হা/৩৪৪৮।*
৩৯. *মুসলিম হা/৪৩১০; তিরমিযী হা/১৩৭৬; নাসাঈ হা/৩৬৫১।*

পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। এটা এমন সময় যখন আকাশের দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয়। আর আমি চাই আমার নেক আমলগুলি এ সময়ে ঊর্ধ্বাকাশে উত্থিত হোক'।[৪০]

(২০) রাতে ঘুম হ'তে জাগ্রত হওয়ার সময়ে : রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দো'আ করলে তা কবুল হয়ে থাকে। ওবাদা ইবনুছ ছামিত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَنْ تَعَارَّ (أي : استيقظ) مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ-

'যে ব্যক্তি রাতে জেগে উঠে এ দো'আ পড়ে, *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আলহাম্দুলিল্লা-হি ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ*। 'এক আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, আল্লাহ ব্যতীত সত্য ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহ্র তাওফীক ব্যতীত। তারপর বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। বা (অন্য কোন) দো'আ করে, তাঁর দো'আ কবুল করা হয়'।[৪১]

দো'আ করার ফযীলত : দো'আর ফযীলত অত্যধিক। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاث: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عنهُ من السُّوءِ مثلَها قَالُوا: إِذنْ نُكثرُ قَالَ: الله أكثر-

'কোন মুসলিম দো'আ করার সময় কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দো'আ না করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে এ তিনটির একটি দান করেন। (১) হয়তো তাকে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় দুনিয়ায় দান করেন, (২) অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন (৩) অথবা তার মতো কোন অকল্যাণ বা বিপদাপদকে তার থেকে দূরে করে দেন। ছাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক বেশী লাভবান হব। তিনি বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশী দেন'।[৪২]

পরিশেষে বলব, আল্লাহ্র কাছে বিনীতভাবে ও ইখলাছ সহকারে প্রার্থনা করলে তিনি সে প্রার্থনা কবুল করেন এবং বান্দার প্রার্থিত বস্তু দান করেন। তাই আমাদেরকে উপরোক্ত আদব সমূহ প্রতিপালনের মাধ্যমে যথাযথভাবে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে দো'আ করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৪০. তিরমিযী হা/৪৭৮, হাদীছ ছহীহ।

৪১. বুখারী হা/১১৫৪।

৪২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১০, হাদীছ হাসান।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- **ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।**
- **হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।**
- **মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।**
- **দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।**

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে

Contents

হজ্জ সফর

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

১.

৭ই আগস্ট ২০১৮ইং (১৪৩৯হিঃ)। ভোরের আভা কেবল ফুটছে। ৫.১৫ মিনিটে বাংলাদেশ বিমানের চাকা আলতোভাবে মদীনার পবিত্রভূমি ছুঁয়ে গেল। এ যেন প্রিয়জনের সাথে কোন দূরাগত মুসাফিরের আবেগময় মিলনস্পর্শ। আনমনে দরূদ পড়ি *আছ-ছালাতু ওয়াস-সালামু 'আলাইকা ইয়া আইউহান্নাবিউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু...*। শেষাবধি পৌঁছলাম সেই চিরপ্রতীক্ষিত মদীনাতুন্নবীর পবিত্র ভূখণ্ডে! আলহামদুলিল্লাহ। ইমিগ্রেশনে এসে অপেক্ষার প্রহর আর শেষ হয় না। চঞ্চলমতি তরুণ অফিসারদের দিয়ে এ কাজ করানো হচ্ছে। যে কাজ ৫ মিনিটে শেষ হয়, সে কাজ ২০-৩০ মিনিট লেগে যাচ্ছে। তবুও তাদের মাঝে কোন তাড়া নেই। কেবলই একে অপরের সাথে গল্প ও হাসাহাসি। দীর্ঘ প্রায় ২ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর নিস্তার মেলে। এখানেই শেষ হয় না, কাস্টমসে এসে আরও একবার বাঁধা। সাথে থাকা বই এবং এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ নিয়ে ঝামেলা বাধায় অফিসার। একজন ডাক্তার এসে প্রতিটি ঔষধের নাম চেক করে। এভাবে আরও আধাঘন্টার বেশী সময় গেল। শেষ পর্যন্ত যখন মুক্তি পেলাম, তখন সকাল ৮টা বেজে গেছে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মীযানুর রহমান (গোবিন্দগঞ্জ), গোলাম কিবরিয়া (নওগাঁ), রূহুল আমীন (বগুড়া) এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এসেছিল। আরও উপস্থিত ছিলেন আমাদের সফর ব্যবস্থাপক 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব কাযী হারূনুর রশীদ। সবাই একসাথে প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয বিমানবন্দর বের হয়ে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সেখান থেকে প্রায় ২৫ কি.মি. গমনের পর মসজিদে নববীর ১৭নং গেইট সন্নিহিত 'দারুল ঈমান ইন্টারকন্টিনেন্টাল' হোটেলে এসে পৌঁছলাম। এভাবেই শুরু হল আমাদের পবিত্র হজ্জ সফর।

৩০শে জুন ২০১৬ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা থেকে অবসর নেওয়ার পর আব্বা নিয়ত করেছিলেন যে সপরিবারে হজ্জে যাবেন। ২০১৮ সালের জন্য সিরিয়াল নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও অল্পের জন্য পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তা সম্ভব হয় আলহামদুলিল্লাহ। ইতিপূর্বে ১৯৯৩ ও ২০০০ সালে আব্বা হজ্জব্রত পালন করলেও আমাদের বাকী সদস্যদের জন্য এটি প্রথম হজ্জ সফর। ঢাকা থেকে ৬ই আগষ্ট সোমবার দিবাগত রাত ১-৪০ মিনিটে আব্বা, ছোট ফুফু আম্মা এবং আমরা তিন ভাই (আমি, নাজীব ও শাকির) বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটযোগে রওয়ানা হই। সফরের পূর্বে ২ ও ৩ আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও যেলা সভাপতিদের নিয়মিত মাসিক বৈঠক ছিল (আমাদের সফর উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহ এগিয়ে আনা হয়)। ফলে দেশের প্রায় সকল সাংগঠনিক যেলার প্রতিনিধিদের কাছে বিদায় নেয়ার সুযোগ হয়। বিশেষ করে রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব ডাঃ মুহাম্মাদ শাহজাহান (৬৫) অসুস্থতা সত্ত্বেও শুধু হজ্জপূর্ব সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেই প্রাইভেট কার চালিয়ে যেলা সভাপতি অধ্যাপক (অবঃ) হেলালুদীন (৬৫)-কে সাথে নিয়ে মারকাযে আসেন। আল্লাহ তাঁদের মঙ্গল করুন। পরে ঢাকা আশকোনা হজ্জ ক্যাম্প থেকে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাযীপুর যেলার দায়িত্বশীল ও শুভাকাঙ্খীগণ আমাদেরকে বিদায় জানান।

২.

দারুল ঈমানের ৬২১ ও ৬৩৯ নং রুম দুটি বুক করা ছিল। সেখানে পৌঁছে সকালের নাশতা ও বিশ্রাম সেরে নেই। অতঃপর যোহরের ছালাতে প্রথম হাযিরা দেই মসজিদে নববীতে। লাখো মুছল্লীর জামা'আত। ভেতরে জায়গা নেই। বাইরে মসজিদের তপ্ত আঙ্গিনায় ছালাত আদায় করলাম। শেষ রাকা'আতে তাশাহ্হুদ ও দরূদ পাঠের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সালাম পেশ করার অনুভূতি এত জীবন্ত হ'ল, যার সাথে কখনও পরিচয় ঘটেনি ইতিপূর্বে। এরপর থেকে প্রতিবার যখন দরূদ পাঠ করেছি, মনে হয়েছে এই তো রাসূল (ছাঃ) সন্নিকটেই। যেন সরাসরি তাঁর প্রতি সালাম পেশ করছি, সুবহানাল্লাহ।

সেদিন বিকেলেই বাবুস সালাম গেইট দিয়ে ঢুকে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দুই প্রিয়তম ছাহাবী ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই মানব হযরত আবূবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর প্রতি সালাম পেশ করার সৌভাগ্য হ'ল। *ফালিল্লাহিল হামদ।* তারপর থেকে সুযোগ পেলেই বাবুস সালাম গেট দিয়ে ঢুকেছি আর আবেগের ঢেউয়ে ভেসে বহু মানুষের সাথে হাত উঁচু করে তাঁর কবরে সালাম পেশ করেছি। বিমুগ্ধচিত্তে উপলব্ধি করেছি মানুষের হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার তড়প আর তাদের চোখে-মুখে কম্পমান আকুল অভিব্যক্তি। *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম...।* আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের প্রতি মুসলিম উম্মাহ্র এই ভালবাসাকে কবুল করে নিন এবং এর বিনিময়ে আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন!

পুরো মসজিদটি এদিন বিকেলে ঘুরে দেখলাম আমরা। ১.৭ মিলিয়ন বর্গফুট আয়তনের এই মসজিদে বর্তমানে একসাথে ৬-১০ লক্ষ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন। অবশ্য নতুনভাবে সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলছে। পূর্বপার্শ্বে নতুন মসজিদ ভবনের মূল কাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। পূর্বপার্শ্ব শেষ হলে পশ্চিমপার্শ্বেও সম্প্রসারণ করা হবে। এই সম্প্রসারণের পর মসজিদে প্রায় ১৬ লক্ষ মুছল্লীর সংকুলান হওয়ার কথা। মসজিদের উন্মুক্ত চত্বরের শোভাবর্ধন এবং মুছল্লীদের রৌদ্র ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য চারিদিকে স্থাপন করা হয়েছে ২৫০টি বিশেষ ছাতাসদৃশ হাইটেক

চাঁদোয়া। মসজিদের ভেতর ছাদেও মোট ২৭টি চলন্ত গম্বুজ রয়েছে যেগুলো দিনের বেলা খুলে দেয়া হয়। এছাড়া পুরো মসজিদের অভ্যন্তরভাগ শ্বেতপাথর এবং দৃষ্টিনন্দন জমকালো রঙ্গিন মোটিফে মোড়া, যেন দূর অতীতের স্পেনের আল-হামরা প্রাসাদের প্রতিচ্ছবি। রয়েছে চারিদিকে অনেকগুলো গুরুভার সদর দরজা। পশ্চিমে ১ নং গেইট বাবুস সালাম থেকে শুরু করে বিপরীতদিকে পূর্ব পার্শ্বে ৪১নং বাক্বী গেইটে এসে দরজাগুলি শেষ হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে কয়েকটি যাদুঘর যেমন আল-কুরআন মিউজিয়াম, মদীনা মিউজিয়াম, আসমাউল হুসনা গ্যালারী প্রভৃতি। তবে কোনটাই খোলা না পাওয়ায় ভেতরে পরিদর্শনের সুযোগ হয়নি।

৩.

পরদিন ৮ই আগস্ট বাদ ফজর রাসূল (ছাঃ) ও শায়খাইনের কবর যিয়ারত করার পর ৩৭ নং মক্কা গেইট দিয়ে বেরিয়ে বাক্বী‘ গারক্বাদ কবরস্থান যিয়ারতে গেলাম। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি মদীনাবাসীদের কবরস্থান হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পূর্বে গারক্বাদ বৃক্ষ দ্বারা আবৃত ছিল বলে স্থানটি এই নামে প্রসিদ্ধ। তবে অনেকেই এই কবরস্থানকে ‘জান্নাতুল বাক্বী’ বলে থাকেন, যা ভিত্তিহীন। এখানে প্রায় দশ হাযার ছাহাবীর কবর রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। যাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ওছমান (রাঃ), ফাতিমা (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), হাসান (রাঃ) প্রমুখ। এই স্থানটিকে রাসূল (ছাঃ) কবরস্থান হিসাবে নির্ধারণ করার পর সর্বপ্রথম দাফন করা হয়েছিল প্রখ্যাত আনছারী ছাহাবী আস‘আদ ইবনু যুরারাহ (রাঃ)-কে। যদিও কোন কবরই বিশেষভাবে চিহ্নিত নেই। পূর্বে অনেক ছাহাবীর কবরের ওপর গম্বুজ নির্মিত হয়েছিল, যা সঊদী সরকার মিটিয়ে দিয়েছে। কেবল ওছমান (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)-এর কবর কিছুটা চিহ্নিত করা রয়েছে লক্ষ্য করা যায়। অনেক মানুষ সেখানে ভিড় করছেন। বিশেষ করে ফাতিমা (রাঃ)-এর কল্পিত কবরটি ঘিরে শীআ‘দের তৎপরতা চোখে পড়ে। তবে সেখানে সরকার নিযুক্ত দাঈগণ সর্বক্ষণ দর্শনার্থীদের কবরপূজাসহ কোন প্রকার বিদআ‘তী কর্ম থেকে সতর্ক করে যাচ্ছেন। কবরস্থানের বিভিন্ন জায়গায় বিলবোর্ড স্থাপন করে কয়েকটি ভাষায় সরকারীভাবে লেখা কবর যিয়ারতের দো‘আ ও সতর্কবাণীসমূহ রয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ভাষার বিলবোর্ডটি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রাক্তন ছাত্র এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘ-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক সহপাঠী ভাই আব্দুল আলীমের লিখিত। এতে অঙ্কিত ‘ছাল্লাল্লাহু...’-এর নকশাটি ছোট ভাই নাজীবের করা। এটি তাদের জন্য স্থায়ী ছওয়াবের কর্ম হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এদিন বেলা ১০টার দিকে আমরা মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলাম। মীযানুর রহমান এবং গোলাম কিবরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেইট থেকে আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে গেল। ছুটির কারণে ক্যাম্পাস ছাত্রশূন্য। প্রথমে আমরা লাজনাতুল কুবুল তথা ভর্তিসংক্রান্ত অফিসে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল ছোটভাই শাকিরকে মৌখিক পরীক্ষায় (মুক্বাবালা শাখছিয়াহ) অংশগ্রহণ করানো। এই বিভাগের ডীন ডঃ আব্দুল্লাহ বিন ওছমান আল-ইয়াতীমী (সহযোগী অধ্যাপক, আরবী ভাষা বিভাগ)-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তখন উপস্থিত ছিলেন। ড. ইয়াতীমীর অফিসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হল। আব্বার পরিচয় পেয়ে উনারা খুশী হলেন। নওদাপাড়া মাদরাসা সম্পর্কে আব্বা তাদেরকে জানালেন এবং সেখানে ইতিপূর্বে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক আরবী ভাষা কোর্স উপলক্ষ্যে গমন করেছিলেন, তাদের কথা উল্লেখ করলেন। তাঁরাও বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা তথ্য নিলেন। সব মিলিয়ে খুব সুন্দর আন্তরিকতাপূর্ণ বৈঠক হল। বিদায়ের সময় ড. ইয়াতীমী আব্বাকে একটি ‘ক্রেস্ট’ উপহার দিলেন।

অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে দেখলাম। সাজানো-গোছানো সুপরিকল্পিত ক্যাম্পাস। তবুও কেমন যেন অস্বস্তি হয়। সবুজের চিহ্ন প্রায় বিরল। ধুসর, রুক্ষ, পাথুরে ক্যাম্পাস। আমাদের সবুজে অভ্যস্ত চোখ সেখানে এক টুকরো সবুজের জন্য হাহাকার করতে থাকে। ছুটির কারণে আরও খা খা করছে ক্যাম্পাস। এই সেই দরসগাহ যেটি বর্তমান বিশ্বে সালাফী আক্বীদা ও মানহাজের প্রচার ও প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতি বছর এখান থেকে বের হচ্ছে অসংখ্য দাঈ ইলাল্লাহ। যারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

এদিন সন্ধ্যায় আমরা মসজিদে ক্বোবায় গিয়ে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে ওযূ করে বের হয়ে এই মসজিদে এসে দুই রাকা‘আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য একটি ওমরার নেকী লেখা হবে *(ছহীহাহ হা/৩৪৪৬)*। ক্বোবার পথে গাড়ীতে বসেই মাসজিদুল জুম‘আহ অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) মদীনায় এসে সর্বপ্রথম যেখানে জুম‘আর ছালাত আদায় করেছিলেন সেই মসজিদটি এবং মুনাফিকদের নির্মিত ‘মসজিদে যেরার’-এর ধ্বংসস্থলটি দেখলাম।

মাগরিবের ছালাত আদায় করে বের হয়ে মসজিদ চত্বরে দাঁড়ালাম। একদল শিশু সেখানে খেলাধূলায় রত। তাদের মধ্য থেকে একজন একটা আতর নিয়ে এল এবং হাতে সেটি গছিয়ে দিয়ে ৫ রিয়ালের আবদার করল। জিজ্ঞেস করলে জানালো সে সিরিয়ার অভিবাসী। বুঝতে পারলাম যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এরা উদ্বাস্তু হিসাবে এ দেশে এসেছে। আরও বেশকিছু সিরীয় মহিলা ও শিশুদের মসজিদের সিঁড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে বসে থাকতে দেখলাম। চেহারায় আভিজাত্যের ঝলক থাকলেও বেশ-ভূষা মলিন। এদেরকে উদ্বাস্তু ভাবতে বড় কষ্ট হয়। কি মর্মান্তিক! একদিন যাদের সব ছিল, তারা আজ সর্বহারা। রোহিঙ্গাদের মতই করুণ অবস্থা এদের।

মসজিদে ক্বোবা থেকে বেরিয়ে গাড়ী নিয়ে আমরা মাসজিদুল ক্বিবলাতাইনে এলাম এশার ছালাত পড়ার জন্য। এই মসজিদে জামা‘আত চলা অবস্থায় সূরা বাক্বারাহ ১৪৪ আয়াত

নাযিল হয় এবং উত্তরে বায়তুল আক্বছার বদলে দক্ষিণে কা'বার দিকে ফিরে বাকী ছালাত আদায় করা হয়। এজন্য এর নাম 'দুই ক্বিবলার মসজিদ'। মসজিদের এক তলার উপরে উত্তর দিকে জায়নামাযের ছবি দিয়ে সেই স্মৃতিই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। ছালাত শেষে একজন সঊদী বক্তা নছীহত করলেন। ভাল লাগল। বক্তব্য শেষ হলে আব্বা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং জানতে চাইলেন মদীনার তথ্যাবলী সম্বলিত কোন সরকারী প্রকাশনা আছে কি-না। উনি মীযানকে একটি বইয়ের নাম ও প্রাপ্তিস্থান জানালেন। পরদিন মীযান বইটি সংগ্রহ করে দিল যেটি এক বছর আগে ১৪৩৮ হিজরীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।

ক্বিবলাতাইন মসজিদ থেকে হোটেলে ফেরার পথে খন্দক যুদ্ধের স্থান দেখলাম। দীর্ঘ তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঐতিহাসিক স্থানগুলো পূজারীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সঊদী সরকারের এমন প্রচেষ্টা সর্বত্র নযরে পড়ে। এখানে সালা' পাহাড়ের পাদদেশে আল-ফাতহ নামে একটি বড় মসজিদ তৈরী হয়েছে, যেখানে রাসূল (ছাঃ) খন্দক যুদ্ধের সময় ছালাত আদায় করেছিলেন। এছাড়া পাশাপাশি আরও ৬টি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। সবগুলো মসজিদকে একসাথে মসজিদ সাব'আহ বা সাত মসজিদ বলা হয়।

ফেরার পথে গাড়ীর ড্রাইভার ছিলেন একজন সঊদী। কমবয়সী এই ড্রাইভার জানান সঊদী আরবের নাযুক অর্থনৈতিক অবস্থার মন্দ ফল তারা এখন ভোগ করছেন। তার বর্ণনামতে অবিশ্বাস্য শোনালেও, এটা সত্য যে স্বয়ং সঊদীদের মধ্যে এমন বহু অভাবী লোক রয়েছে, যারা দিন আনে দিন খায়। ধনী-গরীবের বিরাট বৈষম্য নাকি এদেশেও বর্তমান, যেখানে ধনীরা গরীবের রক্ত শোষণ করছে। আমরা তার স্পষ্ট উচ্চারণে বেশ অবাক হলাম। কোন সঊদী আজনবীদের কাছে সঊদী সমাজব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে, এটি বেশ কৌতূহলপ্রদই। যদিও এই দুরবস্থার জন্য তিনি আমেরিকাকেই দায়ী করলেন।

৪.

৯ই আগস্ট সকালে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মোশাররফ চাচা এলেন। ওনাকে সাথে নিয়ে আমরা ওহোদ যুদ্ধস্থলে গেলাম। ওহোদ পাহাড়ের নীচে কাঁচের দেয়ালে ঘেরা একটি বিস্তৃত সমতল এলাকা। এখানে কবর দেয়া হয়েছিল হামযাহ (রাঃ)-সহ ওহোদ যুদ্ধের ৭০ জন শহীদকে। তবে কোন কবরের চিহ্ন নেই। এখানে একটি স্থানে দাঁড়িয়ে বিদ'আতীদের দল বেঁধে জোরে জোরে দো'আ পড়তে দেখলাম।

সেখান থেকে পাহাড়ের মধ্যস্থলের সেই উন্মুক্ত এলাকায় এলাম যেখানে তিরন্দাজদেরকে মোতায়েন করা হয়েছিল এবং তাদের ভুলের সুযোগে বিরোধী সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ পেছন থেকে হামলা করে মুসলিম বাহিনীর সাক্ষাৎ বিজয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেন। স্মৃতির জানালায় সেসব ঘটনা বার বার উঁকি দিয়ে গেল।

সেখান থেকে ফিরে বাঙ্গালী মার্কেটে এসে হোটেল এশিয়াতে সকালের নাশতা সারলাম। মালিক চট্টগ্রামের। তন্দুর রুটি আর লাউয়ের সবজিসহ ডিমভাজি ও গোশত। অতিরিক্ত ঝাল ও মসলাদার। তবুও পাঁচ তারকা হোটেলের হরেক প্রকারের বিচিত্র নাশতার তুলনায় সুস্বাদু। আব্বার পরিচয় পেয়ে হোটেল মালিক বেশ সমাদর করলেন এবং মূল্য কম রাখলেন। এই এলাকাটি 'সূক্ব বাঙ্গাল' বা বাঙ্গালী মার্কেট নামে পরিচিত। বাঙ্গালী হাজীগণ সাধারণত এই এলাকাতেই থাকেন। খাওয়ার হোটেল প্রায় সবই বাঙ্গালীদের। সাইনবোর্ডও বাংলা ভাষায় লেখা। হোটেল এশিয়া, শেরাটন, সোনারগাঁও ইত্যাদি বাহারী নাম।

হোটেলে ফেরার জন্য ট্যাক্সি ডাকা হল। কিন্তু বাঙালী ট্যাক্সিওয়ালা আব্বাকে দেখার পর ভাড়া বলতে চাইল না। সব অনুরোধ ব্যর্থ হল। গাড়ীতে উঠার পর বলল, স্যার আপনি কবে রিটায়ার করলেন? আপনার জন্মস্থান সাতক্ষীরা নয়? আব্বা হতবাক। বলল, স্যার আজ ১৩ বছর এখানে আছি। ইউটিউবে আপনার লেকচার নিয়মিত শুনি। নামার সময় বারবার দো'আ চাইল এবং কার্ড দিল। দেখলাম উনি 'দৈনিক আমার সময়'-এর Special Correspondent নাম মাকছূদুর রহমান শামীম। বরিশালে বাড়ী। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন। আমীন!

মাগরিবের ছালাতের পর মসজিদে নববীর দ্বিতীয় তলায় লাইব্রেরী পরিদর্শনে গেলাম। সুবৃহৎ লাইব্রেরী। বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বইয়ের সমাহার। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাধারণত এখানে পড়াশোনা করে। বিদেশী ভাষা বিভাগে গিয়ে আর-রাহীকুল মাখতূমের বঙ্গানুবাদসহ কিছু বাংলা বই পেলাম যার মধ্যে আব্বার অনূদিত ও সঊদী সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব' বইটি দেখলাম। পরে লাইব্রেরীর একজন দায়িত্বশীলের সাথে কথা বলে আব্বার অন্যান্য কিছু বই হাদিয়া দিতে চাইলাম। তিনি রাযী হলেন। সেই মোতাবেক কয়েকদিন পর আব্বার লিখিত তাফসীর, নবীদের কাহিনী ১, ২, ৩, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বাংলা ও ইংরেজী, হজ্জ-ওমরাহ এবং থিসিস বইগুলি মীযান নিয়ে গিয়েছিল এবং লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছিল।

এশার ছালাতের পর রাত সাড়ে ১০-টায় 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী এলেন আল-ক্বাছীম থেকে গাড়ি চালিয়ে। সঙ্গে নিয়ে এলেন রাইস কুকার সহ বাসায় রান্না করা গরম ভাত, করল্লা ভাজি, চিংড়ী, উট ও মুরগীর গোশত। সেই সাথে বারহী তাযা খেজুর, সুক্কারী খেজুর ও সুমিষ্ট আঙ্গুর। সঙ্গী হিসাবে এলেন কক্সবাজারের অধিবাসী তাঁর একজন সাথী আব্দুল্লাহ ভাই। দেশী রান্না খেয়ে আমরা সবাই তৃপ্ত হলাম। এদিন মেহমান হিসাবে আমাদের সাথে আরও শরীক হলেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. আফসার ছিদ্দীক্বী ও তাঁর প্রবাসী কয়েকজন আত্মীয়। খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল।

ঐ খাবার পরদিন শুক্রবার সকালে, দুপুরে এমনকি শনিবার সকালেও পান্তা ভাতের সাথে আমরা খেলাম হোটেলের

বিলাসী খানা বাদ দিয়ে।

৫.

১০ই আগস্ট শুক্রবার। ফজরের ছালাত পড়ালেন শায়খ হুযায়ফী। দু'রাক'আতে সূরা দোখান পড়লেন, যদিও প্রত্যাশা ছিল সূরা সাজদাহ ও দাহর পড়বেন। শায়খ হুযাইফী (৭১) তাঁর সাহসিকতা এবং স্পষ্টভাষিতার জন্য বিখ্যাত। ১৯৭৯ সালে ইরানী বিপ্লবের পর প্রথমবারের মত সঊদী আরবে আগত ইরানী প্রেসিডেন্ট হাশেমী রাফসানজানী ১৯৯৮ সনে মদীনায় এসে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারত করার পরিকল্পনা করলেন। এ কথা জেনে শায়খ হুযায়ফী স্বয়ং তার উপস্থিতিতে ঐদিন শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদার উপর কড়া খুৎবা দেন। শোনা যায় যে এই খুৎবার কারণে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর সেই তেজোদ্দীপ্ত খুৎবার ক্যাসেট আমরা ইতিপূর্বে শুনেছি। বহু বছর পর আজ ফজরের ছালাতে তাঁর কণ্ঠের ক্বিরা'আত সরাসরি শুনে প্রাণটা ভরে গেল। পরে তাঁর জুমআর খুৎবাও শুনতে পারব ভেবেছিলাম। তবে অন্য একজন খুৎবা দিলেন এবং চমৎকার খুৎবা হল। খত্বীবের নাম অবশ্য জানা হল না।

বিকালে মোশাররফ চাচা ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম (ত্রিশাল) এলেন। শফীক ভাই জনাব এহসানুল্লাহ ছাহেবের কাফেলায় সহযোগী হিসাবে গত তিন মৌসুম হজ্জে এসেছেন। বাদ মাগরিব মোশাররফ চাচা পুনরায় এলেন আরেকজনকে নিয়ে। নাম বশীর। বাড্ডা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। বয়স ৬৫। হজ্জের পর আর রাজনীতি করবেন না। এখন স্রেফ দ্বীনদারী নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চান। তিনি ফ্রী বিতরণের জন্য ১০০০ কপি ছালাতুর রাসূল ও হজ্জ-ওমরাহ বই সহ আব্বার সব বই এক সেট নিবেন বলে জানালেন এবং আগামী তাবলীগী ইজতেমায় রাজশাহী যাবেন বলে ওয়াদা করলেন।

এশার ছালাতের পর শায়খ হাফেয আখতার মাদানী সঊদী আরবের জনপ্রিয় ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট চেইন 'আল-বাইক'-এর চিকেন ব্রোস্ট কিনে আনলেন। খাবারগুলো সুস্বাদু এবং তুলনামূলক সুলভ মূল্যের হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি ঈর্ষণীয় গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এর যে কোন শাখায় রাত-দিন সব সময় ভিড় লেগেই থাকে। ডা. আফসার আলী ছিদ্দীকী এবং মোশাররফ চাচা আমাদের সাথে রাতের খাবারে অংশগ্রহণ করলেন। সেরাতেই হাফেয আখতার মাদানী আল-ক্বাছীমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন!

৬.

পরদিন শনিবার মদীনায় কাটিয়ে রবিবার ১২ই আগস্ট সকালে মক্কায় রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। বেলা ১২টায় একটি জিএমসি গাড়িতে রওয়ানা হলাম হোটেল থেকে। পথে যুলহুলায়ফা এসে ইহরাম বেঁধে নিলাম। এখানে বিরাট একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং ইহরাম পরিধান ও গোসলের সুব্যবস্থা রয়েছে। ইহরাম পরার অভিজ্ঞতা আমার জন্য প্রথম। লাব্বাইকা উমরাতান.. পাঠ করে তালবিয়া পড়া শুরু করলাম আমরা। কথা ছিল মক্কা যাওয়ার পুরোনো রোড তথা বদর প্রান্তর হয়ে আমরা মক্কা যাব। কিন্তু পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো পুলিশ। আমরা বারকোড ভিসাধারী হওয়ায় আলাদা 'তাছরীহ' বা হজ্জের অনুমোদনপত্রের প্রয়োজন নেই জানিয়েছিল বাংলাদেশ হজ্জ মিশন। কিন্তু অনভিজ্ঞ পুলিশ তা মানতে নারায। ফলে বেশ হয়রানির মধ্যে পড়ে আমাদের আবার মদীনা ফিরে আসতে হল। পরে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের সহযোগিতায় সরকারী বাস সাপ্টকোতে চড়ে রওয়ানা হতে সন্ধ্যা ৭টা বাজল। বাসের যাত্রী বলতে আমরা পাঁচজন সহ আর কয়েকজন। পথে মোট ৬ বার চেকপোস্ট পড়ল এবং পুলিশ ২ বার আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করল। তবে বারকোড ভিসা লক্ষ্য করে এবার বিশেষ কিছু বলল না। অথচ পূর্ববর্তী চেকপোস্টে স্রেফ পুলিশের অজ্ঞতার কারণে আমাদের এতটা হয়নারীর শিকার হতে হ'ল। প্রায় ৫ ঘন্টা পর রাত ১২টার দিকে আমরা মক্কায় পৌঁছলাম। আমাদের হজ্জ ব্যবস্থাপক জনাব কাযী হারূণ এবং রূহুল আমীন ছাহেব বাসস্টান্ডে রিসিভ করলেন। সেখান থেকে আমরা মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী মিসফালাহ এলাকায় অবস্থিত হোটেল ফাহাদে পৌঁছলাম। অতঃপর রাতের খাবার সেরে ওমরাহ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। রাত তখন ২টা বাজে।

৭.

প্রচলিত আছে যে মক্কা-মদীনায় রাত নামে না। রাস্তায় নেমে সে কথাই মনে পড়ল। আমাদের মত শত শত ওমরাহ পালনকারী হেঁটে চলেছে হারামের পথে। দোকানদাররা সমানে খরিদদারদের আকর্ষণ করে যাচ্ছে। অথচ তখন ঘড়ির হিসাবে গভীর রাত। কবুতর চত্বর দিয়ে হারামে প্রবেশ করলাম। কিং আব্দুল আযীয গেইটের সামনে এসে ভীড়ের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে সামনে তাকাই। দূরে কালো পোশাকে অর্ধাবৃত কা'বাঘর নযরে আসে। একরাশ মগ্নতায় ভরা তোলপাড় অনুভূত হয় অন্তরাত্মা জুড়ে। এই তো আল্লাহ্র ঘর! পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান যেখানে আসার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে, সেখানে আজ মহান প্রভূ সত্যিই আমাদের ডেকে নিলেন! যুয়ূফুর রহমান হওয়ার এই গৌরব, এই অনপনেয় সৌভাগ্য আবেগের জোয়ার হয়ে হৃদয়সমুদ্রের কুলে কুলে আছড়ে পড়তে থাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যাই চক্রাকারে ঘোরা ভক্তপ্রাণদের মিছিলে যোগ দিতে। হাজারে আসওয়াদ বরাবর সবুজ বাতি থেকে শুরু হয় তাওয়াফ। ফুফুকে শক্ত হাতে ধরে এগুতে থাকি। কা'বাকে বাম হাতে রেখে, পিপাসার্ত চোখে এক নিরিখে কা'বার ওপর দৃষ্টি রেখে একবার, দু'বার, তিনবার... সাতবারের চক্র সম্পন্ন করি। ঘন্টাখানেক লাগে তাওয়াফ শেষ হতে। আমি শত-সহস্র মানুষের আবেগ-অনুভূতি দেখি আর শিহরিত হই। হাতীমের সাথে শরীর ঠেকিয়ে, মুলতাযামে গা মিশিয়ে, হাজারে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার অক্লান্ত প্রতিযোগিতা করে, কাবার দেওয়ালে সশ্রদ্ধ চুম্বন করে কত মানুষ যে আজীবন লালিত স্বপ্ন পূরণের আবেগ মেটাচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। ভীষণ

Contents

রকম ভাল লাগা কাজ করে এই সুখী দৃশ্যগুলো দেখতে।

আব্বাকে নিয়ে সালমান ফারেসী ভাই একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন বলে আমাদের বেশ আগেই আব্বার তাওয়াফ সমাপ্ত হয়। ফলে আমাদের না পেয়ে তিনি দ্বিতীয় তলায় সাঈ করেন। আমরাও আব্বাকে না পেয়ে নীচ তলায় সাঈ শুরু করলাম। মাতাফের তুলনায় ভীড় কম হওয়ায় অনেকটা সহজ হয়ে গেল। ছাফা থেকে শুরু করে মারওয়া পর্যন্ত মোট সাতবার সাঈ করতে হয়। নীচ তলা থেকে ছাফা-মারওয়া পাহাড়ের মূল অংশ নযরে এলেও ওপর তলাগুলো থেকে দেখা যায় না। এসির তাপমাত্রা ওপর তলাগুলোতে এত নিম্নে থাকে যে, ইহরাম পরা অবস্থায় অসহনীয় রকম ঠাণ্ডায় কাবু হতে হয়। সাঈ শেষ করতেও প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। মোট দুই ঘন্টায় ওমরাহ্র কার্যক্রম শেষ করতেই ফজরের আযান দিল। আমরা ছালাত শেষে হারাম থেকে বের হয়ে মাথার চুল কাটিয়ে নেই। অতঃপর হোটেলে এসে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাই। এভাবেই সমাপ্ত হ'ল ওমরাহ।

পরদিন ১৪ই আগস্ট বিকালে হোটেল রুমে এলেন মরহূম আব্দুল মতীন সালাফী চাচার ছেলে মতীঊর রহমান ভাই। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র মতি ভাই তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিচালিত কিষাণগঞ্জের মাদ্রাসা ও মারকাযসমূহ দেখাশোনা করছেন। খুবই চৌকস মানুষ। ইতিমধ্যে সঊদীআরবের বিভিন্ন মহলে বিশেষ পরিচিতি তৈরী করে ফেলেছেন। আমার সাথে ইতিপূর্বে ফোনে কথা হলেও এই প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ। হজ্জে এসেছেন সরকারী আমন্ত্রণে। আমরা এসেছি জানতে পেরে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। তাঁর সাথে দীর্ঘ আলাপ ও খোশ-গল্প হ'ল। *[চলবে]*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

সীমান্তের নদীগুলোর ভাঙ্গন রোধে কালক্ষেপণ করা হ'লে অচিরেই সিলেটের জকিগঞ্জসহ বিভিন্ন সীমান্তের বহু দ্বীপ (চর) ভারতের দখলে চলে যাবে। এসব দ্বীপগুলোর পরিচিতি নিয়ে দেখা দিবে নানা সমস্যা। ইতিমধ্যে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীতে বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে জেগে ওঠা বহুল আলোচিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ ভারতীয়রা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে গায়েব করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। তাই হাযার হাযার সীমান্তিক এলাকার নদীভাঙ্গন রোধে অনতিবিলম্বে পরিকল্পিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইতিমধ্যেই পদ্মা-তিস্তা শুকিয়ে উত্তরবঙ্গে মরুকরণ শুরু হয়ে গেছে। ফারাক্কার বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য আজ মারাত্মক হুমকির মুখে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাংলাদেশের সেফগার্ড পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের লোনা পানি দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করলে নদীর পানি সেই লোনা পানিকে ঠেলে সমুদ্রে ফেরত পাঠায়। কিন্তু ফারাক্কার কারণে নদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়ছে পুরো পদ্মা অববাহিকা অঞ্চলে। এই লবণাক্ততার ফলে দেশের বিরাট অংশের ক্ষেতখামার, শিল্পকারখানা আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিলুপ্ত হওয়ার পথে। পদ্মার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন পেশার লাখ লাখ মানুষ আজ জীবিকাহারা। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই শুধু নয়, বাংলাদেশের ওপর আর্থ-সামাজিক একটি বড় বিপর্যয় ধেয়ে আসছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে ১৯৯৮ সালে তিস্তা নদীর উপরে ভারতের দেওয়া গজলডোবা বাঁধ। যার কারণে বাংলাদেশের তিস্তা অববাহিকায় চলছে মরুকরণ প্রক্রিয়া। দেশের ছোট-বড় মোট ৪০৫টি নদীর মধ্যে কয়েকটি বাদে প্রায় সবগুলিই এখন মৃত বা আধা মৃত। এমনকি বৃহত্তম নদী পদ্মা-যমুনা-তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের বুকে এখন কোন কোন স্থানে গরুর গাড়ী চলছে। তারা বন্যার সময় আমাদের ডুবিয়ে মারে ও শুকনার সময় পানি আটকিয়ে আমাদের শুকিয়ে মারে। তাই যদি আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে পানি আগ্রাসনের অভিযোগ যথার্থভাবে তুলে ধরা যায়, তাহ'লে আশা করি আমরা সুবিচার পাব। যেমন ২০১২ সালে আমরা মিয়ানমার ও ভারতের নিকট থেকে বঙ্গোপসাগরের নির্দিষ্ট এলাকার উপর সার্বভৌম অধিকার লাভে সক্ষম হয়েছি।

নদীভাঙ্গনের ফলে একজন মানুষ যেমন হারায় তার সহায়-সম্বল। তেমনি সমাজ হারায় তার সন্তান ও সম্পদকে। ভাঙ্গন কবলিত মানুষেরা সব হারিয়ে প্রথমেই আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয় চরাঞ্চলকে। ভাঙ্গন বিড়ম্বনার শিকার হয়েও তারা নাড়ির টানে নদীকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। দেশে ভূমিহীনের সংখ্যা এ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৮ লাখে। নদী ভাঙ্গনের শিকার এসব অসহায় মানুষ বাধ্য হয়ে রাস্তা-ঘাট, বাঁধ, পরিত্যক্ত ভবন, বিভিন্ন স্টেশন ও উন্মুক্ত স্থানে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে বাজেটে বিরাট অঙ্কের বরাদ্দ থাকলেও প্রতিবছর যদি নতুন করে লাখ লাখ মানুষ ভূমিহীন হ'তে থাকে, তাহ'লে ১০০ বছরেও দেশের দারিদ্র্য বিমোচন হবে না। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া যায়, কিন্তু নদীভাঙ্গা পরিবারকে প্রাথমিকভাবে চাল-ডাল সাহায্য দিলেও জমি ও বাসস্থানের স্থায়ী ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার নয়। কেননা বাসস্থান তৈরী করতে হ'লে ভূমির প্রয়োজন। অথচ লাখ লাখ মানুষকে প্রতিবছর সরকারী খাস জমি থেকে বাড়ী তৈরীর জন্য ভূমি বরাদ্দ দেয়া সম্ভব নয়। এত জমি সরকারের হাতে নেই। অতএব নদীভাঙ্গন রোধ করাই লাখ লাখ লোকের নতুন করে দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়। তাই পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)-কে আধুনিকায়ন করে নদী ভাঙ্গন রোধে আধুনিক কারিগরি পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যদিও পানি বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দেশের নদীগুলোর প্রধান ক্ষতির কারণ পানি উন্নয়ন বোর্ড। তাদের কোনো গবেষণা নেই। নেই কোনো অনুসন্ধান। এমনকি তারা যখন যে এলাকায় কাজ করে সেখানকার স্থানীয় জনগণের সঙ্গেও কথা বলে না। এজন্য নদী সংরক্ষণে এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা, তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা'। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রতিবছর নদীপথে সাগর অভিমুখে যে ২৫০ কোটি টন পলি ভেসে আসে, তার অধিকাংশ ওই ভাঙ্গনের মাটিই। মূলতঃ এগুলো যদি যথাযথভাবে ড্রেজিং করা হ'ত, তাহ'লে গ্রীষ্মকালেও নাব্যতা বজায় থাকতো। আর বর্ষাকালেও নদীগুলি ভাঙ্গনের শিকার হ'ত না। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

(এই সাথে পাঠ করুন : 'ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প চালু' সম্পাদকীয় জুন'১৬)।

Contents

আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
*অনুবাদ : মীযানুর রহমান**

(৮ম কিস্তি)

তাক্বলীদকে মাযহাব ও দ্বীনরূপে গ্রহণ করা

তাক্বলীদের স্বরূপ ও তা থেকে সতর্কীকরণ :

অভিধানে 'তাক্বলীদ' শব্দটি আরবী 'ক্বিলাদাতুন' (قِلاَدَةٌ) হ'তে গৃহীত, যা মানুষ অন্যের গলায় পরিয়ে দেয়। এখান থেকেই تَقْلِيْدُ الْهَدْى অর্থাৎ কুরবানীর পশুর গলায় কণ্ঠহার বা রশি ঝুলানো। মুক্বাল্লিদ যে বিষয়ে মুজতাহিদের তাক্বলীদ করেছে সে যেন সে বিষয়ে তার গলায় তার আনুগত্যের রশি বেঁধে নিয়েছে। পারিভাষিক অর্থে তাক্বলীদ হল, هُوَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ 'দলীল ব্যতীত অন্যের কথা অনুযায়ী আমল করা'।

এর মাধ্যমে আল্লাহ্র রাসূলের কথা অনুযায়ী আমল, ইজমার উপর আমল, সাধারণ ব্যক্তির মুফতীর এবং বিচারকের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যের শরণাপন্ন হওয়ার মত বিষয়গুলি (তাক্বলীদের আওতাভুক্ত হওয়া থেকে) বাদ পড়ে যায়। কেননা এসব বিষয়ে দলীল রয়েছে।[১]

এই উছূলী নছ থেকে আমরা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা লাভ করেছি।

এক : তাক্বলীদ কোন উপকারী ইলম নয়।

দুই : এটি সাধারণ ও অজ্ঞ মানুষের কাজ।

এ দু'টি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে এর স্বরূপ বর্ণনা করা এবং এর প্রত্যেকটিতে ইমামগণের উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করতঃ কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে এ বিষয়ে আলোকপাত করা যরূরী। অতঃপর আমরা ইমামদের অনুসরণকারী দাবীদারদের অবস্থা ও তাদের উক্তি অনুযায়ী তাদের অনুসরণ করার দাবীর যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করব।

১. তাক্বলীদ কোন ইলম নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে তাক্বলীদের নিন্দা করেছেন। এজন্যই পূর্বের ইমামগণ পর্যায়ক্রমে তাদের বক্তব্য দ্বারা তাক্বলীদের ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। আন্দালুসের ইমাম খ্যাত ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র তাঁর প্রসিদ্ধ 'জামিঊ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী' গ্রন্থে (২/১০৯-১১৪) এর বিশ্লেষণে বিশেষ একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

তাক্বলীদের অপকারিতা, এর নিষিদ্ধতা এবং তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মাঝে পার্থক্য :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের একাধিক জায়গায় তাক্বলীদের নিন্দা করেছেন। যেমন- তিনি বলেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদেরকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে' *(তওবা ৯/৩১)*।

হুযায়ফা প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, 'তারা বলেন, ইহুদীরা আল্লাহ ব্যতীত তাদের ইবাদত করেনি। কিন্তু তারা তাদের জন্য যা কিছু হালাল করেছে এবং তাদের ওপর যা হারাম করেছে এ বিষয়ে তারা তাদের অনুসরণ করেছে। আদী বিন হাতিম বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম তখন আমার গলায় ক্রশ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদী তোমার গলা থেকে এই মূর্তিটিকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমি যখন তাঁর কাছাকাছি গেলাম তখন তিনি সূরা তওবার এই আয়াতটি পড়ছিলেন, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে' *(তওবা ৯/৩১)*। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তো তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করিনি। তখন তিনি বললেন, কেন; তোমাদের ওপর যা হারাম করা হয়েছে তারা কি তা তোমাদের জন্য হালাল করে না? আর তোমরাও সেটাকে হালাল করে নাও। আর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন সেটাকে তারা হারাম করে। আর তোমরাও সেটাকে হারাম মনে কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে এটাই তো তাদের ইবাদত করা হ'ল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ-

'এমনিভাবে তোমার পূর্বে যখনই আমরা কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি এক রীতির উপর এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করি। সে (মুহাম্মাদ) বলল, আমি যদি তোমাদের নিকট তার চেয়ে উত্তম পথ নির্দেশ নিয়ে আসি, যার উপরে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছ? তারা বলে, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা ওসব প্রত্যাখ্যান করি' *(যুখরুফ ৪৩/২৩-২৪)*।

এভাবে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ তাদেরকে হেদায়াত কবুল

* *লিসান্স, এম.এ. (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. *ইরশাদুল ফুহূল পৃঃ ২৩৪। আমি বলেছি, একটি বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত তা হ'ল সাধারণ লোকের মুফতীর শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়টিকে তাক্বলীদের হুকুম থেকে বের করাটা কেবল পারিভাষিক অর্থে। কিন্তু শাব্দিক অর্থে সেটিও তাক্বলীদ হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে না। সুতরাং সাবধান!*

করতে বাধা দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُوْنَ ‘তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা ওসব প্রত্যাখ্যান করি’ *(যুখরুফ ৪৩/২৪)*। আল্লাহ তা‘আলা কাফির সম্প্রদায়ের নিন্দা ও তিরস্কার করে বলেন, مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ– ‘এই মূর্তিগুলি কী, যাদের পূজায় তোমরা রত আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজারী হিসাবে পেয়েছি’ *(আম্বিয়া ২১/৫২-৫৩)*।

এভাবে পূর্বপুরুষ ও নেতাদের তাক্বলীদ করার নিন্দা কুরআনের অনেক জায়গায় রয়েছে। আলেমগণ এই আয়াতগুলি দ্বারা তাক্বলীদ বাতিলের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাদের (যাদের কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে) কাফের হওয়ার ব্যাপারে উক্ত আয়াতগুলি থেকে দলীল গ্রহণে বাধা দেয়নি। কেননা এখানে উভয়ের মধ্যেকার সাদৃশ্য একজনের কুফরী ও অপরজনের ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়নি। বরং উভয় প্রকার তাক্বলীদে মুক্বাল্লিদ দলীল ছাড়াই ইত্তেবা করার দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্য রাখে। যেমন কেউ কোন লোকের তাক্বলীদ করে কুফরী করল। আবার অন্য কেউ তাক্বলীদ করে পাপ করল। আবার আরেকজন কোন মাসআলায় কারো তাক্বলীদ করতে গিয়ে ভুল করল। এভাবে তারা সবাই দলীলবিহীন তাক্বলীদের কারণে নিন্দিত হবে। কেননা সবগুলিই তাক্বলীদ, যার একটির সাথে অপরটির সাদৃশ্য রয়েছে, যদিও তাতে পাপের ভিন্নতা রয়েছে’।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলতেন, اُغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ‘আলেম অথবা ছাত্র হও। এতদুভয়ের মাঝে (অর্থাৎ এছাড়া) মুক্বাল্লিদ হয়ো না’।[২]

অন্য সনদে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, كُنَّا نَدْعُو الْإِمَّعَةَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِيْ يُدْعَى إِلَى الطَّعَامِ فَيَذْهَبُ مَعَهُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ فِيْكُمُ الْيَوْمَ الحقب دينه الرِّجَال يعني المقلد– ‘আমরা জাহেলী যুগে ইম্মা‘আহ ঐ ব্যক্তিকে বলতাম যাকে খাদ্য খাওয়ার জন্য ডাকা হ’লে সে অন্যকেও সাথে নিয়ে যেত। বর্তমানে তোমাদের মধ্যে ইম্মা‘আ ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় দ্বীনের উপর অন্য লোকদেরকে সওয়ারী বানায়’। অর্থাৎ মুক্বাল্লিদ’।[৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَيْلٌ لِلْأَتْبَاعِ مِنْ عَثَرَاتِ الْعَالِمِ، قِيلَ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَقُولُ الْعَالِمُ شَيْئًا بِرَأْيِهِ ثُمَّ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَيَتْرُكُ قَوْلَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَمْضِي الْأَتْبَاعُ–

‘সর্বনাশ তাদের জন্য যারা আলেমের ভুলের অনুসরণ করে। বলা হ’ল এটা কিভাবে? তিনি বললেন, আলেম নিজস্ব রায় দিয়ে কিছু বলে। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি জানে এমন কাউকে পেলে তার ঐ কথাকে পরিহার করে সে তার অনুসারী বনে যায়’।[৪]

অতঃপর ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত তিনি বলেন, ‘আলেমগণ চলে যাবে। তারপর লোকজন মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হ’লে তারা ইলম ছাড়াই ফৎওয়া দিবে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে’।[৫] এগুলি দ্বারা বুদ্ধিমান ও হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাক্বলীদ বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। তাক্বলীদ বাতিলের ব্যাপারে বিশ্ববরেণ্য ইমামগণের মাঝেও কোন মতভেদ নেই। সুতরাং এটাই অধিকাংশের পক্ষ থেকে যথেষ্ট’।[৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. ‘তাক্বলীদ করে ফৎওয়া দেওয়া জায়েয নেই। কেননা তা কোন ইলম নয়। আর ইলমবিহীন ফৎওয়া প্রদান হারাম। লোকদের মাঝে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, তাক্বলীদ কোন ইলম নয় এবং মুক্বাল্লিদেদেরকে আলেম বলা হয় না’।[৭]

অনুরূপভাবে সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন,

إن المقلد لا يسمى عالما كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه وجزم به الشوكاني في "إرشاد الفحول" ص ٢٣٦، فقال: إن التقليد جهل وليس بعلم–

‘মুক্বাল্লিদকে আলেম বলা হয় না। এমনটিই উল্লেখ করেছেন আবুল হাসান সিন্ধী হানাফী তাঁর ইবনু মাজাহর হাশিয়ার শুরুতেই। শাওকানী এ বিষয়ে জোরালোভাবে বলেছেন, ‘তাক্বলীদ অজ্ঞতা, তা কোন ইলম নয়’।[৮]

বিষয়টি হানাফীদের পুস্তকগুলিতে যা পাওয়া যায় তার সাথে মিলে যায়। তা হ’ল কোন জাহেলকে বিচারকার্য পরিচালনার

---

২. *বায়হাকী, আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা হা/৩৭৮।*

৩. *তাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৮৭৬৬। ইবনুল আছীর (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের তাক্বলীদ করে তাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন প্রকার দলীল, প্রমাণ ও চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই নিজের দ্বীনকে অন্য কারো অনুসারী বানায়। الحقب শব্দটি الارداف على الحقيبة থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সওয়ারীর তার পিছনে রাখা থলের উপর আরোহী হওয়া।*

৪. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম হা/১৮৭৭।*

৫. *বুখারী হা/৭৩০৭; মুসলিম আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি আমার কিতাব ‘আর-রওযুন নাযীর ৫৪৯ নং-এ তাখরীজকৃত।*

৬. *ই‘লাম ২/২৯৪-২৯৮।*

৭. *ঐ, ১/৫১।*

৮. *ইরশাদুল ফুহূল, পৃঃ ২৩৬।*

দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। আল্লামা ইবনুল হুমাম 'জাহেল'-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'মুক্বাল্লিদ'।

তাক্বলীদের ব্যাপারে ইমামগণের নিষেধাজ্ঞা :

মুজতাহিদ ইমামগণের অসংখ্য উক্তি এসেছে যাতে তাঁরা তাদের ও অন্যদের তাক্বলীদ করতে জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন।

১. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন,

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ- وفي رواية : حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِيْ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِيْ فَإِنَّنَا بَشَرٌ نَقُوْلُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا-

'কোন ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন কথাকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না যে পর্যন্ত সে কথা আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি তা অবগত না হবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার দলীল সম্পর্কে জানে না, তার জন্য আমার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া হারাম। কেননা আমরা মানুষ। আজ কোন কথা বলি, আগামীকাল তা থেকে ফিরে আসি'।[৯]

২. ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِيْ رَأْيِيْ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ- 'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, সঠিকও বলি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলি তোমরা যাচাই কর। যেগুলি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পাও, সেগুলি গ্রহণ কর, যেগুলি না পাও, সেগুলি পরিত্যাগ কর'।[১০]

৩. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ- 'মুসলিমগণ এ মর্মে ইজমা করেছেন যে, যে ব্যক্তির নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত স্পষ্ট হয়ে যাবে সে ব্যক্তির জন্য অন্য কোন ব্যক্তির কথার (মতের) কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে ত্যাগ করা বৈধ নয়'।[১১]

তিনি আরো বলেন, كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيْهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلَافِ مَا قُلْتُ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِيْ حَيَاتِيْ وَبَعْدَ مَوْتِيْ- 'যে কোন বিষয়ে আমি যা কিছু বলেছি তার বিপরীতে যদি মুহাদ্দিছীনের নিকট রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয় তাহ'লে আমি আমার জীবদ্দশায় এবং আমার মৃত্যুর পরে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করছি'।[১২]

তিনি আরো বলেন, كُلُّ مَا قُلْتُ فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحُّ فَحَدِيْثُ النَّبِيِّ أَوْلَى فَلَا تُقَلِّدُوْنِيْ- 'আমি যা কিছু বলেছি নবী (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সেগুলির বিপরীতে যদি ছহীহ হাদীছ প্রমাণিত হয় তাহ'লে নবীর হাদীছই উত্তম। সুতরাং তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না'।[১৩]

৪. ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, لَا تُقَلِّدْنِيْ وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا- 'তুমি আমার তাক্বলীদ করো না। তাক্বলীদ করো না মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও ছাওরীর। বরং তুমিও সেখান থেকেই বিধান গ্রহণ করো যেখান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন'।[১৪]

তাদের সবার বহুল প্রসিদ্ধ কথা হ'ল, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ- 'যখন কোন হাদীছ ছহীহ পাবে জেনো সেটিই আমার মাযহাব'। তাদের আরোও অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কিছু সুন্দর উক্তি আমি আমার 'ছিফাতু ছালাতিন নাবী' বইয়ের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছি।[১৫] এখানে যতটুকু উল্লেখ করেছি তা যথেষ্ট হবে।

ইলম হ'ল স্রেফ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী :

আলেমগণের দৃষ্টিতে তাক্বলীদের অবস্থান যদি এই হয় তাহ'লে আহলে ইলমের মধ্যে যারা দলীল সহ হক জানতে সক্ষম তাদের জন্য কিতাব ও সুন্নাতে যা আছে তা ব্যতীত ফিক্বহ বিষয়ে কথা বলা জায়েয নয়। কেননা সত্যিকারের ইলম এ দু'য়ের মাঝেই রয়েছে; লোকদের রায়ের মধ্যে নেই। এজন্যই ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَالِمِيْنَ أَنْ لَا يَقُوْلُوْا إِلَّا مِنْ حَيْثُ عَلِمُوْا وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي الْعِلْمِ مَنْ لَوْ أَمْسَكَ عَنْ بَعْضِ مَا تَكَلَّمَ فِيْهِ مِنْهُ لَكَانَ الْإِمْسَاكُ أَوْلَى بِهِ وَأَقْرَبُ مِنَ السَّلَامَةِ لَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ-

'আলেমগণের ওপর ওয়াজিব যে উৎস থেকে তারা জেনেছেন তা ব্যতীত কথা না বলা। ইলমের বিষয়ে অনেকেই এমন কিছু কথা বলেছেন যেগুলি না বলে তারা যদি চুপ থাকতেন তাহলে সেটাই উত্তম হ'ত এবং আল্লাহ চাহে তো ভুল হওয়া থেকে নিরাপদ থাকার ক্ষেত্রে তাদের জন্য ভাল হ'ত'।[১৬]

তিনি অন্যত্র বলেন, لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَّقُوْلَ فِيْ شَيْءٍ حِلٌّ وَلَا حَرَامٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ أَوِ

---

৯. ঈকায়ু হিমাম ১/৫৩।
১০. ইবনু আব্দিল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলম হা/১৪৩৫।
১১. ঈকায়ু হিমাম, পৃঃ ৫৮।
১২. হারবী, যাম্মুল কালাম হা/৩৮৯।
১৩. ঈকায়ু হিমাম, পৃঃ ৫০।
১৪. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১৩৯।
১৫. ছিফাতুছ ছালাত, পৃঃ ২৩-৪৩।
১৬. আর-রিসালাহ, পৃঃ ৪১, নং ১৩১-১৩২।

السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ- ‘ইলম ব্যতীত হালাল ও হারামের কোন বিষয়ে কোন কথা বলা কারো জন্য কখনই জায়েয নয়। আর ইলমের উৎস হ’ল কিতাব অথবা সুন্নাতে বর্ণিত খবর অথবা ইজমা অথবা ক্বিয়াস’।[১৭]

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি অকাট্য অবগতি এবং ক্বিয়াস ব্যতীত কথা বলে সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে পাপের বেশি কাছাকাছি যে ব্যক্তি না জেনেই কথা বলে। পূর্বে উল্লেখিত ইলমের উৎসগুলির আলোকে ইলম ছাড়া (শারঈ বিষয়ে) আল্লাহ্র রাসূলের পরে কথা বলার অনুমতি আল্লাহ তা‘আলা আর কাউকেই দেননি। আর কিতাব ও সুন্নাতের পরে ইলমের উৎস হ’ল ইজমা, আছার এবং এগুলির আলোকে বর্ণিত ক্বিয়াস’।[১৮]

সাধারণ মুসলিম ছাড়াও বিশেষ শ্রেণীর মুসলমানদের উপর চেপে বসা সবচেয়ে বড় মুছীবতের বিষয় হল বর্তমানে এবং কয়েক শতাব্দীকাল থেকেই তাদের অধিকাংশই তাক্বলীদের নিন্দা বিষয়ে কিতাব, সুন্নাত, ছাহাবীগণের আছার ও ইমামগণের উক্তিতে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। তাক্বলীদ যে কোন ইলম নয় তা তারা ঘূর্ণাক্ষরেও জানে না। ইলম বলতে বুঝায় যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন। সেজন্য তাদের অন্তরে এটা জাগ্রতই হয় না যে, কিতাব ও সুন্নাতে প্রশংসনীয় ইলম বলতে এদু’য়ের মাঝে বিদ্যমান আক্বীদা ও আহকাম বিষয়ক ইলমকে বুঝানো হয়েছে। যে সকল আলেম প্রশংসিত হয়েছেন তারাও মূলতঃ এই দুই ইলমে পারদর্শী। ইমামগণের উক্তি ও তাদের ইজতিহাদী মতামতে পারদর্শী ব্যক্তিগণ নন। সেজন্য আপনি ওদেরকে (তাক্বলীদপন্থীদের) ইমামদের উক্তি ও ইজতিহাদের বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখতে পাবেন; কোনটি কিতাব ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর কোনটি এ দু’য়ের বিরোধী তা ওরা জানে না। যখন তারা ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত হাদীছটি পড়ে يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيْهَا الْجَهْلُ ‘সে সময় ইলম উঠে যাবে এবং মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে’,[১৯] তখন তাদের মনে একটুও ধাক্কা দেয় না যে, মুক্বাল্লিদদের ইলমও এ হাদীছের হুকুমের আওতাভুক্ত, যা মূলত মূর্খতা। কেননা তার নিকট কোন ইলম থাকে না যেমন ইমামগণ বলেছেন। অনুরূপ তারা যখন নবীর নিম্নোক্ত হাদীছ পড়ে, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءِ بِقَبْضِ الْعِلْمَ يَقْبِضُ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ইলমকে মানুষের নিকট থেকে একেবারে ছিনিয়ে নিবেন না। তবে আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন’,[২০] তখন তারা মোটেও সতর্ক হয় না যে, এখানে ‘ওলামা’ বলতে কেবল কিতাব ও সুন্নাতের আলেম-ওলামাকে বুঝানো হয়েছে। বরং আমরা বহুবার তাদের অনেককেই এ হাদীছটিকে তাক্বলীদপন্থী কোন শায়খের মৃত্যুতে উল্লেখ করতে শুনেছি। হাদীছের বাকী অংশ হ’ল,

حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ- ولفظ البخاري بِرَأْيِهِمْ "فضلوا وأضلوا"

‘এমনকি যখন একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষেরা অজ্ঞ লোকদেরকে তাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হ’লে তারা ইলম ছাড়াই ফৎওয়া দিবে’।[২১] বুখারীর বর্ণনায় এসেছে ‘তারা তাদের নিজস্ব রায় দিয়ে ফৎওয়া দিবে’।[২২] ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে’।

তারা মনে করে এখানে সাধারণ লোকজন উদ্দেশ্য, যারা তাক্বলীদী ফিক্বহের জ্ঞান রাখে না এবং মাযহাবগুলি সম্পর্কেও জানে না। বরং হাদীছে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের আওতাভুক্ত হবে ঐ সমস্ত মুক্বাল্লিদ, যারা শুধু ইমামগণের ইজতিহাদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাকেই যথেষ্ট মনে করে এবং এ বিষয়ে না জেনেই তাদের তাক্বলীদ করে। যেমন এমন অর্থের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ)-এর বক্তব্যে। আমরা যা উল্লেখ করেছি এটাকে আরোও শক্তিশালী করে এই হাদীছ দ্বারা আলেমগণের দলীল গ্রহণ পদ্ধতি। তা হ’ল কোন যুগ মুজতাহিদ শূন্য হ’তে পারে, যা ফাৎহুল বারী *(১৩/২৪৪)*-এ বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। তারা সেখানে স্পষ্টভাবে ইংগিত করেছেন যে, ‘ওলামা’ দ্বারা এখানে ‘মুজতাহিদগণ’ আর ‘নেতারা’ বলতে ‘মূর্খ মুক্বাল্লিদদের’ বুঝানো হয়েছে।

তাদের এমন নিরেট অজ্ঞতার মূল কারণ হ’ল সত্যিকারের ইলম এবং আলেম কে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা। যার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহ প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ‘যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?’ *(যুমার ৩৯/৯)*।

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন’ *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُم ‘আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা তেমন, আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণ লোকের ওপর যেমন’।[২৩]

তিনি আরো বলেন, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه

---

১৭. *ঐ, পৃঃ ৩৯, নং ১২০।*
১৮. *ঐ, পৃঃ ৫০৮, নং ১৪৬৭-১৪৬৮।*
১৯. *বুখারী হা/৭০৬৪।*
২০. *বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩।*
২১. *মুসলিম হা/২৬৭৩।*
২২. *বুখারী হা/১০০।*
২৩. *তিরমিযী হা/২৬৮৫, সনদ ছহীহ।*

'যখন আদম সন্তান মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হ'য়ে যায়। কেবল তিনটি ব্যতীত। ছাদাক্বা জারিয়া বা চলমান ছাদাক্বা অথবা উপকারী বিদ্যা অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[২৪]

তিনি আরো বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ 'যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমের হক সম্পর্কে জানে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২৫]

ইলম ও আলেম-ওলামার ফযীলত সম্পর্কিত আরোও অনেক আয়াত ও হাদীছ রয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র তাঁর 'জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী' নামক গ্রন্থে (২/২৩) এই বাস্তব সত্যটি তুলে ধরে একটি সুনির্দিষ্ট অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি নাম দিয়েছেন 'ইলম-এর উছূল ও এর স্বরূপ জানা এবং ফিক্বহ ও ইলম বলতে যা বুঝানো হয়' অধ্যায়। তাঁকে অনুসরণ করেছেন আল্লামা ফাল্লানী তাঁর 'ইকাযুল হিমামি উলিল আবছার' নামক গ্রন্থের ২৩-২৬ পৃষ্ঠায়। অতঃপর তাঁরা উভয়েই এ বিষয়ে বেশ কিছু হাদীছ ও আছার উল্লেখ করেছেন। ফাল্লানী (রহঃ) শেষে বলেছেন,

قلت فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع أو ما قيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى لا على ما لهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما دون في كتب الرأي المذهبية مع مصادفة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية.

'আমি বলেছি, এই সমস্ত হাদীছ ও আছার স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ইলম বলতে বুঝায় যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হাদীছ, ইজমা এবং দলীলের অনুপস্থিতিতে এই দলীলগুলির ওপর যা ক্বিয়াস করা হয় তার মধ্যে রয়েছে। এটা তাদের নিকট যারা এগুলিকে সমর্থন করে। তাদের মতে নয় যারা তাক্বলীদপন্থী ও গোঁড়া, যারা ইলম বলতে কেবল যা কিছু মাযহাবী রায়ের কিতাবগুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তাকেই বুঝায়; যদিও (সে কিতাবগুলিতে যা লিপিবদ্ধ আছে) তার কিছু অংশ নবীর হাদীছের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়'।[২৬]

মোদ্দাকথা তাক্বলীদ নিন্দনীয় বিষয়। কেননা তাক্বলীদ অজ্ঞতা; কোন ইলম নয়। কেননা প্রকৃত ইলম বলতে কিতাব ও সুন্নাতের ইলম এবং এ দু'টি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করাকে বুঝায়।

[চলবে]

---

২৪. মুসলিম হা/১৬৩১; তিরমিযী হা/১৩৭৬, ছহীহ।
২৫. হাকেম হা/৪২১; তারগীব হা/১০১ সনদ হাসান।
২৬. ঈকায়ু হিমাম পৃঃ ২৬।

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনেরা!

মাসিক **আত-তাহরীক** সূচনালগ্ন থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনে হক প্রচারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিত প্রকাশনার ২১ বছর পেরিয়ে আপনাদের প্রিয় পত্রিকা **আত-তাহরীক** অক্টোবর'১৮-তে ২২তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।* এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। কিন্তু দুঃখজনক যে, চলতি বছরে কাগজের মূল্য ৩ দফা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাক খরচও বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। আনুসঙ্গিক খরচও বেড়েছে কয়েকগুণ। সেকারণ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকা সরবরাহ দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাই চলতি সংখ্যা (অক্টোবর'১৮) থেকে **'আত-তাহরীক'**-এর মূল্য ২০/- টাকার পরিবর্তে ২৫/- টাকা নির্ধারণ করা হ'ল। আত-তাহরীকে খিদমতের তুলনায় এ নতুন মূল্য বৃদ্ধি পাঠকদের কষ্টের কারণ হবে না বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্টদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং পূর্বের ন্যায় একইভাবে এই দাওয়াতী খিদমত আঞ্জাম অব্যাহত রাখবেন বলে আশা রাখছি। *-সম্পাদক।*

আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	৪০০/= (ষাণ্মাসিক ২০০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	২১০০/=	৮৬০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	২৪৫০/=	১২০০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	২৭৫০/=	১৫০০/=
আমেরিকা মহাদেশ	৩১০০/=	১৮৬০/=

টাকা পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর

মাসিক **আত-তাহরীক**, ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।
ফোন : ৮৮-০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)।

ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস ধ্বংস হওয়ার পূর্বে সেটি দুর্বল হওয়ার আলামতগুলো প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে ধ্বংস করার পূর্বে কিছু আলামত প্রকাশ করবেন। যাতে পৃথিবীতে বসবাসরত মানুষগুলো সতর্ক হয় এবং পরকালের স্থায়ী জীবনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তিনি এর মাধ্যমে সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমরা এ পৃথিবীতে এসেছি। আবার তাঁর ইচ্ছাতেই এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। একদল আসছে, অন্য দল প্রস্থান করছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যেদিন পৃথিবীতে বসবাসরত সকল মানুষ একসাথে নিঃশেষ হয়ে যাবে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সূর্যকে আলোহীন করা হবে। নক্ষত্র রাজি খসে পড়বে। পাহাড়সমূহ উড়তে থাকবে। সমুদ্রগুলিকে অগ্নিময় করা হবে। আকাশকে আবরণমুক্ত করা হবে। সাগরের ঢেউ থেমে যাবে। নদ-নদীর পানি শুকিয়ে যাবে। সেদিন সকলকে নতুন এক জগতে ফিরে যেতে হবে। সেখানে মানুষের পার্থিব কাজের হিসাব নেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা সেদিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুফারিশ কবুল করা হবে না। কারো কাছ থেকে বিনিময় নেয়া হবে না এবং কেউ কোনরূপ সাহায্য পাবে না' *(বাক্বারাহ ২/৪৮)*। তিনি আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বেই, যেদিন নেই কোন মালের বিনিময়, নেই কোন বন্ধুত্ব, নেই কোন সুফারিশ। আর কাফেররাই হ'ল যালেম' *(বাক্বারাহ ২/২৫৪)*। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যাবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, হে মুহাম্মাদ! যতদিন খুশী জীবন যাপন কর। কিন্তু মনে রেখ তুমি মৃত্যুবরণ করবে। যার সাথে খুশী বন্ধুত্ব কর। কিন্তু মনে রেখ তুমি তাকে ছেড়ে যাবে। যা খুশী আমল কর। কিন্তু মনে রেখ তুমি তার ফলাফল পাবে। জেনে রেখ, মুমিনের মর্যাদা হ'ল ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করায় এবং তার সম্মান হ'ল মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে'।[১]

অন্যদিকে আল্লাহ সরাসরি স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 'নিশ্চয়ই তুমি মরবে এবং তারাও মরবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*।

বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে আল্লাহ নিজে এবং জিব্রীলকে পাঠিয়ে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অতএব পরকালের কথা স্মরণ করা ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দু'টিই মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আলোচ্য নিবন্ধে ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

কিয়ামত দু'ভাগে বিভক্ত। ব্যক্তির মৃত্যুই তার জন্য ক্বিয়ামত। আরেকটি ক্বিয়ামত যখন ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন তখন পুরো বিশ্ব একই সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ক্বিয়ামতের আলামত অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা :

এই দিনকে কুরআনে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও আখেরাত দিবস, কোথাও বিচার দিবস, কোথাও মহান দিবস, কোথাও ক্বিয়ামত দিবস, আবার কোথাও মহাপ্রলয় ইত্যাদি। ক্বিয়ামত দিবস এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি এবং আখেরাতের শাস্তি কিংবা নে'মতের উপর বিশ্বাসই মানুষকে সকল প্রকার কল্যাণের পথে নিয়ে যায় এবং সকল অন্যায় পথ হ'তে বিরত রাখে। এজন্যই পবিত্র কুরআনে বারবার ক্বিয়ামত দিবসের কথা আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের চরিত্র সংশোধনের জন্যে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে পরকালের প্রতি ঈমানের যে প্রভাব রয়েছে, মানব রচিত কোন বিধানেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এজন্যেই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তি উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

১. ক্বিয়ামতের আলামতের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের পরিচয় :

ক্বিয়ামতের আলামতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আখেরাতের উপর ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আবশ্যক। কারণ কোন ঘটনার পূর্বে তার সময়কাল জানা গেলে সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়। অধিক নেক আমল করার মাধ্যমে নিজেকে জান্নাতের জন্য প্রস্তুত করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা নেক আমলের প্রতিযোগিতা কর, (তাহ'ল) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া অথবা ধোঁয়া অথবা দাজ্জাল কিংবা দাব্বাতুল আরয, মানুষরূপী পশু অথবা তোমাদের কারো খাছ বিষয় (অর্থাৎ মৃত্যু) ও আম (ব্যাপক) বিষয় অর্থাৎ ক্বিয়ামত'।[২]

২. দ্বীনের উপরে সুদৃঢ় থাকার উপায় : ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অন্ধকার রাতের মত ফিৎনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হ'লে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হ'লে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে'।[৩]

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *হাকেম হা/৭৯২১; মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪২৭৮; ছহীহাহ হা/৮৩১; ছহীহুত তারগীব হা/৬২৭, ৮২৪।*

২. *মুসলিম হা/২৯৪৭; মিশকাত হা/৫৪৬৫।*

৩. *মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৩৮৩।*

৩. আল্লাহ্র ইবাদত ও নেক আমলে উদ্বুদ্ধ করে : ক্বিয়ামতের আলামত ইবাদত পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি যখন অবস্থা করুণ হবে ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলবে তখনও সৎ লোকেরা ইবাদত পালনে লিপ্ত থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ফিতনা-দুর্যোগের সময় ইবাদত করা আমার নিকট হিজরত করার সমতুল্য।[৪]

এছাড়া ক্বিয়ামতের আলামতের জ্ঞান মানুষকে নেক আমল করতে উৎসাহিত করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম বা শেষ দশ আয়াত পাঠ করবে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা পাবে'।[৫] যখন কোন ব্যক্তি জানবে ক্বিয়ামত নিকটে এবং দাজ্জালের আগমন সন্নিকটে তখন সে এই আয়াতগুলো পাঠ করবে এবং অর্থ অনুধাবন করবে। সে ফিৎনা থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'শীঘ্রই ফিতনার রাশি আসতে থাকবে। ঐ সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম (নিরাপদ), দাঁড়ানো ব্যক্তি পদাচারী ব্যক্তি হ'তে অধিক রক্ষিত আর পদাচারী ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিপদমুক্ত। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিতনা তাকে গ্রাস করবে। তখন যদি কোন ব্যক্তি তার দ্বীন রক্ষার জন্য কোন ঠিকানা অথবা নিরাপদ আশ্রয় পায়, তবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত হবে।[৬]

৪. মানুষের সীমিত জ্ঞানের প্রমাণ : ক্বিয়ামতের আলামত শিক্ষা দেয় যে, মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ক্বিয়ামত কখন ঘটবে কেউ বলতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে ক্বিয়ামত কখন হবে? বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তার নির্ধারিত সময় কেবল তিনিই প্রকাশ করে দিবেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে সেটি হবে একটি ভয়ংকর বিষয়। যা তোমাদের নিকটে আসবে আকস্মিকভাবে' *(আ'রাফ ৭/১৮৭)*।

৫. ঈমান বৃদ্ধির কারণ : ক্বিয়ামতের আলামত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাওয়া মুমিনের ঈমানকে বৃদ্ধি করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এটা তো তাই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আর এটি তাদের ঈমান ও আনুগত্যকে আরও বৃদ্ধি করল' *(আহযাব ৩৩/২২)*। ক্বিয়ামতের আলামত লোকদের হালাল উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ রাসূল (ছাঃ) এব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, ক্বিয়ামতের পূর্বে ব্যাপক হারে সূদ প্রকাশ পাবে।[৭] তিনি আরো বলেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ অবশ্যই আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে কিভাবে সে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল উপায়ে না হারাম উপায়ে।[৮]

৬. নির্লোভ হওয়ার ও অল্পে তুষ্ট থাকার শিক্ষা : ক্বিয়ামতের আলামত মানুষকে লোভ ত্যাগ করতে ও অল্পে তুষ্ট থাকতে শিখায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফুরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পাহাড় বের করে দেয়। লোকেরা এ নিয়ে যুদ্ধ করবে এবং একশতের মধ্যে নিরানব্বই জন মৃত্যুবরণ করবে। তাদের সকলেই বলবে, আমার মনে হয় আমি জীবন্ত থাকব।[৯]

হারিছ ইবনু নওফল (রহঃ) বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে মানুষ পার্থিব সম্পদ উপার্জনের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই ফোরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পাহাড় বের করে দিবে। একথা শুনামাত্রই লোকজন সেদিকে চলতে আরম্ভ করবে। সেখানকার লোকেরা বলবে, আমরা যদি লোকদেরকে ছেড়ে দেই তবে তারা সবই নিয়ে চলে যাবে। এ নিয়ে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে একশতের মধ্যে নিরানব্বই জন লোকই নিহত হবে। বর্ণনাকারী আবু কামেল (রহঃ) তার হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, আমি ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হাসসানের কিল্লার ছায়ায় দাঁড়ানো ছিলাম।[১০]

৭. বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বন থেকে বিরত থাকা : ক্বিয়ামতের আলামত আমাদের ইহুদী-খৃষ্টানদের সাদৃশ্য পোষণ থেকে দূরে রাখে এবং স্বতন্ত্র ইসলামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হ'তে সহায়তা করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামত ক্বায়েম হবে না যে পর্যন্ত না আমার উম্মত পূর্বযুগের লোকেদের নীতি পদ্ধতিকে আচার-অভ্যাসকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ না করবে। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পারসিক ও রোমকদের মত কি? তিনি বললেন, এরা ছাড়া মানুষের মধ্যে অন্য আর কারা?[১১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণ করবে।[১২]

৮. বড়দের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করা : ক্বিয়ামতের আলামত আমাদের বড়দের থেকে জ্ঞান অর্জন করতে নির্দেশনা দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল 'লোকেরা জ্ঞান অন্বেষণ করবে তুচ্ছ লোকদের থেকে'।[১৩] ফলে সমাজ অজ্ঞতায় ভরে যাবে। অল্প বিদ্যায় পারদর্শীরা বিদ'আত ও শিরক দ্বারা সমাজকে কলুষিত করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'শেষ যামানায় এমন মিথ্যুক দাজ্জাল লোক হবে, যারা তোমাদের কাছে এমন সব (মনগড়া) হাদীছ নিয়ে উপস্থিত হবে যা তোমরা শুননি,

৪. *মুসলিম হা/২৯৪৮; মিশকাত হা/৫৩৯১।*
৫. *মুসলিম হা/৮০৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৭২।*
৬. *বুখারী হা/৩৬০১; মুসলিম হা/২৮৮৬; মিশকাত হা/৫৩৮৪।*
৭. *ছহীহুত তারগীব হা/১৮৬১; ছহীহাহ হা/৩৪১৫।*
৮. *বুখারী হা/২০৮৩; মিশকাত হা/২৭৬১।*
৯. *মুসলিম হা/২৮৯৪; মিশকাত হা/৫৪৪৩।*
১০. *মুসলিম হা/২৮৯৫।*
১১. *বুখারী হা/৭৩১৯।*
১২. *মুসলিম হা/২৮৯৪।*
১৩. *ছহীহাহ হা/৬৯৫; ছহীহুল জামে' হা/২২০৭।*

তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেননি। অতএব সাবধান! তাদের থেকে দূরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদেরকে গুমরাহ করতে বা বিপদে ফেলতে না পারে'।[১৪]

৯. ওলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া : ক্বিয়ামতের আলামত লোকদের ভয়ংকর বিপদের সময় আলেমগণের শরণাপন্ন হ'তে সহায়তা করে। একবার কূফা নগরীতে লাল ঝঞ্ঝা বিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হ'ল। এমন সময় জনৈক লোক কূফায় এসে বলল যে, হে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ! সতর্ক হও, ক্বিয়ামত এসে গেছে। ইবনু মাসঊদ হেলান দিয়ে ছিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ অবণ্টিত থাকবে... '।[১৫]

১০. সবার সাথে উত্তম আচরণ করতে শিক্ষা দেয় : ক্বিয়ামতের আলামত আমাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে, সুন্দর প্রতিবেশী হ'তে ও সালামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার করতে শিক্ষা দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে লোক বিশেষকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়ার প্রচলন হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। ফলে স্বামীর ব্যবসায়ে স্ত্রীও সহযোগিতা করবে। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করা হবে।[১৬]

১১. মানুষকে আমানতদার হ'তে শিক্ষা দেয় : ক্বিয়ামতের পূর্বে আমানতদারী উঠে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমানত কিভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, যখন কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হবে, তখনই ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে'।[১৭]

১২. পরিবারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার শিক্ষা : ক্বিয়ামতের আলামত আমাদের পরিবারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে শেখায় এবং স্ত্রী ও সন্তানদের পর্দার ব্যাপারে সতর্ক হ'তে শেখায়। কারণ নারীদের পর্দা ব্যবস্থা পরিহার করা ক্বিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই শেষ যামানায় আমার উম্মতের এমন কিছু লোক আগমন করবে যাদের নারীরা কাপড় পরবে অথচ উলঙ্গ থাকবে এবং তারা পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের খোঁপা বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ দূর-দূরান্ত হ'তে পাওয়া যাবে'।[১৮]

১২. ফিৎনা-ফাসাদ থেকে দূরে থাকতে শেখায় : ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, যেখানে সেখানে ফিৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে। হত্যাকারী জানবে না কেন সে হত্যা করল। আবার নিহত ব্যক্তিও জানবে না কেন তাকে হত্যা করা হ'ল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি অপরাধে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কি অপরাধে সে নিহত হয়েছে'।[১৯]

১৩. দুনিয়ার চাকচিক্যে মেতে উঠতে বাধা দেয় : ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যে, লোকেরা বড় বড় দালান-কোঠা নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে। রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের আলামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে'।[২০]

ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ

ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে কিছু রয়েছে যা ঘটে গেছে। আবার এমন কিছু আলামত রয়েছে যা প্রকাশ পেয়েছে এবং দিন দিন এর পরিমাণ বাড়ছে। কিছু আলামত রয়েছে, যা এখনও ঘটেনি। সেগুলো ক্বিয়ামতের বড় আলামত হিসাবে প্রকাশিত হবে।

ক্বিয়ামতের ছোট আলামত যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে :

১। শেষ নবীর আগমন : নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পৃথিবীতে আগমন ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ. وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى-

সাহল ইবনু সা'দ-সাঈদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি প্রেরিত হয়েছি এমন সময় যে, আমি ও ক্বিয়ামত এই দু'টি আঙ্গুলের মত কাছাকাছি। এটা বলে তিনি শাহাদত ও মধ্যমা দু'টি আঙ্গুল মিলিয়ে দেখালেন'।[২১] ইমাম কুরতুবী বলেন, ক্বিয়ামতের প্রথম আলামত নবী করীম (ছাঃ)-এর আগমন। কারণ তিনি শেষ যামানার নবী। আর তিনি চলে এসেছেন। তাঁর মাঝে ও ক্বিয়ামতের মাঝে কোন নবী নেই'।[২২]

২। শেষ নবী (ছাঃ)-এর মৃত্যু : শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করাও ক্বিয়ামতের একটি আলামত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتِي، ثُمَّ

১৪. *মুসলিম হা/৬; মিশকাত হা/১৫৪।*
১৫. *মুসলিম হা/২৮৯৯; আহমাদ হা৩৬৪৩।*
১৬. *আহমাদ হা/৩৮৭০; হাকেম হা/৮৩৭৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৪৯; ছহীহাহ হা/৬৪৭।*
১৭. *বুখারী হা/৬৪৯৬; মিশকাত হা/৫৪৩৯।*
১৮. *মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪ ছহীহাহ হা/২৬৮৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৪৩।*
১৯. *মুসলিম হা/২৯০৮; মিশকাত হা/৫৩৯০; ছহীহুল জামে' হা/৭০৭।*
২০. *বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/০৭।*
২১. *বুখারী হা/৪৯৩৬, ৬৫০৪; মুসলিম হা/৮৬৭; ইবনু মাজাহ হা/৪৫; তিরমিযী হা/২২১৪; মিশকাত হা/১৪০৭।*
২২. *আত-তাযকিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়াল আখিরাহ ১/১২১৯।*

فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةٍ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ الفًا-

আওফ ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের আগের ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখ। আমার মৃত্যু, অতঃপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়, অতঃপর তোমাদের মধ্যে মহামারী ঘটবে, বকরীর পালের মহামারীর মত, সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশ' দীনার দেয়ার পরেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর এমন এক ফিৎনা আসবে যা আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি, যা তোমাদের ও বানী আসফার বা রোমকদের মধ্যে সম্পাদিত হবে। অতঃপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উড়িয়ে তোমাদের বিপক্ষে আসবে; প্রত্যেক পতাকার নীচে থাকবে বার হাযার সৈন্য'।[২৩]

৩। বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় : মুসলমান কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস তথা জেরুযালেম বিজয় হওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত, যা ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর যুগে ঘটেছিল। যেমন হাদীছে এসেছে,

عن عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ خِبَاءٍ مِنْ أَدَمٍ فَجَلَسْتُ بِفِنَاءِ الْخِبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ادْخُلْ يَا عَوْفُ. فَقُلْتُ بِكُلِّي يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: بِكُلِّكَ. ثُمَّ قَالَ: يَا عَوْفُ احْفَظْ خِلاَلاً سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ إِحْدَاهُنَّ مَوْتِي. قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيدَةً. فَقَالَ: قُلْ إِحْدَى ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ دَاءٌ يَظْهَرُ فِيكُمْ يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ ذَرَارِيَّكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَيُزَكِّي بِهِ أَمْوَالَكُمْ... -

আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধকালে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর ভিতরে ছিলেন। আমি তাঁবুর আঙ্গিনায় বসে পড়লাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আওফ! ভেতরে এসো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি সম্পূর্ণ প্রবেশ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে এসো। অতঃপর তিনি বললেন, হে আওফ! ক্বিয়ামতের পূর্বেকার ছয়টি আলামত স্মরণ রাখবে। সেগুলো একটি হচ্ছে আমার মৃত্যু। আওফ (রাঃ) বলেন, আমি একথায় অত্যন্ত মর্মাহত হ'লাম। তিনি বললেন, তুমি বল, প্রথমটি। অতঃপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এক মহামারী ছড়িয়ে পড়বে, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের বংশধরকে ও তোমাদেরকে শাহাদত নছীব করবেন এবং তোমাদের আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করবে...।[২৪]

১৬ হিজরীতে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর আমলে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় হয়। তিনি নিজে সেখানে গমন করেন এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। তিনি সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন যে দরজা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) মে'রাজের রাতে উক্ত মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সৈন্যদের নিয়ে জামা'আতে ফজরের ছালাত আদায় করেন।[২৫]

৪। মহামারী : বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগ-ব্যাধি ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়াও ক্বিয়ামতের আলামত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، منها : مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ-

আওফ বিন মালেক হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলছেন, ক্বিয়ামতের আগের ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখ। .....অতঃপর তোমাদের মধ্যে মহামারী ঘটবে, বকরীর পালের মহামারীর মত'।[২৬] এই আলামতও ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর আমলে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় হওয়ার দু'বছর পরে ঘটেছে। এই ঘটনাটি ১৮ হিজরীতে ঘটে। পরে সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এই মহামারীতে বহু ছাহাবী ও অন্যান্য লোক মারা যান। বলা হয়, এতে প্রায় পঁচিশ হাযার মুসলমান মৃত্যুবরণ করেন। যার মধ্যে আবু ওবায়দাহ বিন আমের বিন জাররাহ অন্যতম ছিলেন। আওফ বিন মালেক (রাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে ক্বিয়ামতের ছয়টি আলামত গণনা করতে বলেন, এর মধ্যে তিনটি ঘটেছে। তন্মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় এবং মহামারী। আর বাকী তিনটির জন্য অপেক্ষা করছি'।[২৭]

৫। মু'আবিয়া ও আলী (রাঃ)-এর মধ্যে যুদ্ধ : ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী বিন আবী তালিব ও রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম শ্যালক মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। দু'টিই ইসলামী দল। দু'টি দলেরই দাবী তারা হকের উপরে বিদ্যমান। রাসূল (ছাঃ) এরূপ দু'টি ইসলামী দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াকে ক্বিয়ামতের আলামত বলে উল্লেখ করেছেন। ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিচার নিয়ে

২৩. *বুখারী হা/৩১৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৪২; মিশকাত হা/৫৪২০।*

২৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪০৪২; মিশকাত হা/৫৪২০; আহমাদ হা/২৪০১৭; ছহীহুল জামে' হা/১০৪৫।*
২৫. *আল-বিদায়াহ ৭/৫৫।*
২৬. *বুখারী হা/৩১৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৪২; মিশকাত হা/৫৪২০।*
২৭. *হাকেম হা/৮৩০৩; ফাৎহুলবারী ৬/২৭৮-২৭৯।*

ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধেই আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) আলীর পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেন। যার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আম্মার! সুখবর গ্রহণ কর, বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা করবে'।[২৮] তিনি আরো বলেন, 'আম্মারের জন্য বড় দুঃখ হয়, বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। আম্মার (রাঃ) তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করবে এবং তারা আম্মারকে জাহান্নামের পথে ডাকবে'।[২৯] এতে এক লাখ বিশ হাযার ইরাকী সৈন্য যোগদান করে। তার মধ্যে চল্লিশ হাযার শাহাদত বরণ করেন। অপরদিকে ষাট হাযার শামবাসী যোগদান করে যাদের বিশ হাযার শাহাদত বরণ করেন।[৩০] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামত ঐ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না দু'টি বড় দল পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে। অথচ তাদের উভয়ের দাবী হবে একই'।[৩১]

হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, দু'টি বড় দল দ্বারা উদ্দেশ্য আলী ও তার সৈন্যরা এবং মু'আবিয়া ও তার সৈন্যরা।[৩২]

৬। হিজায থেকে ভয়ঙ্কর আগুন বের হওয়া : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল মদীনার পার্শবর্তী হিজায থেকে আগুনের আবির্ভাব। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبِلِ بِبُصْرَى-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না হিজাযের যমীন থেকে এমন আগুন বের হবে, যা বছরার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করে দিবে'।[৩৩] এই আগুন হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, আমাদের যুগে ৬৫৪ হিজরীতে এই আগুনের আবির্ভাব ঘটে। এটি ভয়ংকার আগুন ছিল। যা মদীনার পূর্ব ও হাররার পিছনে দেখা গিয়েছিল। এব্যাপারে সকল সিরিয়াবাসী ও শহরবাসীর নিকট নিরঙ্কুষ সংবাদ পৌঁছেছে এবং মদীনার প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে সংবাদ দিয়েছে।[৩৪]

ইমাম কুরতুবী বলেন, মদীনার পার্শ্ববর্তী হিজায থেকে আগুন বের হয়। এর সূচনা হয়েছিল মারাত্মক একটি ভূমিকম্পের মাধ্যমে। যা ৬৫৪ হিজরীর জুমাদাল আখিরাহ মাসের তৃতীয় দিন বুধবার রাতে এশার পরে ঘটেছিল। এটি শুক্রবার দিপ্রহর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তা হাররার পার্শ্ববর্তী কুরায়যা থেকে বের হয়। যখন তা বের হয় তখন মনে হয়েছিল যেন এটি একটি বড় শহর। যাকে বেষ্টন করে আছে প্রাচীর এবং যার মধ্যে রয়েছে বড় বড় প্রাসাদ, দুর্গ ও মিনার। আর কিছু একে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যখনই কোন পাহাড় অতিক্রম করছিল তা ভেঙ্গে চুরমার করে সমতল করে দিচ্ছিল। তার মাঝ থেকে বের হচ্ছিল লাল ও নীল অগ্নিশিখা। সাথে ছিল বজ্রের মত গর্জন। সামনে পড়ে থাকা পাথরগুলো উড়িয়ে নিয়ে ইরাক সীমান্তে নিক্ষেপ করছিল। আর তাতেই তা পাহাড়ের মত সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিণত হয়েছিল। এটি মদীনার পাশেই সমাপ্ত হয়েছিল। অথচ সেখানে ঠাণ্ডা লু হাওয়া বইছিল। এই আগুন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উথলিয়ে উঠছিল। আমার কতিপয় বন্ধু বর্ণনা করেছেন যে, আমরা পাঁচদিন যাবত এই আগুন মহাশূন্যে উড়তে দেখেছি। আমি আরো শুনেছি, এই আগুন মক্কা ও বছরার পাহাড় থেকে দেখা গিয়েছিল।[৩৫]

হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, আমার নিকট যেটা বোধগম্য হয়েছে তা হ'ল- হাদীছে উল্লেখিত আগুনটি মদীনার পাশে প্রকাশ পেয়েছে। যেমনটি কুরতুবী ও অন্যান্যরা বুঝেছেন।[৩৬] এই আগুন সেই আগুন নয় যা লোকদের তাড়িয়ে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগেও এরূপ দাবানলের উদ্ভব ঘটেছিল যা খালিদ বিন সেনান নামক গোত্রপতি নিভিয়েছিলেন।[৩৭] উল্লেখ্য যে, ক্বিয়ামতের পূর্বে আদন গুহা বা ইয়ামান থেকে আরেকটি আগুনের আবির্ভাব ঘটবে, যা সকল মানুষকে হাশরের মাঠে একত্রিত করবে।[৩৮]

৭. তাতার ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানদের জড়িয়ে পড়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। রাসূল (ছাঃ) তাদের মুখমণ্ডলের যে বিবরণ দিয়েছেন তা তাতার ও তুর্কীদের সাথে মিলে যায়। তাতার ও তুর্কীরা একই বংশোদ্ভূত দু'টি জাতি। তুর্কীদের সহায়তায় তাতাররা বিশ্বজয় করতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমান তুর্কী জাতি ও তাতাররা ইয়াজূজ-মাজূজের বংশধর ছিল। বাদশাহ যুলকারনাইনের প্রাচীরের বাইরে থাকা লোকেরাই পরে তুর্কী, তাতারী বা মোগল নামে পরিচিত হয়ে পৃথিবীতে বহু ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। তাদের ধ্বংসলীলা ভবিষ্যতে আগত ইয়াজূজ-মাজূজের ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে

২৮. *তিরমিযী হা/৩৮০০; ছহীহাহ হা/৭১০।*
২৯. *বুখারী হা/২৮১২; মুসলিম হা/২৯১৬।*
৩০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/২১৪।*
৩১. *বুখারী হা/৩৬০৯; মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪১০।*
৩২. *ফাৎহুলবারী ১৩/৮৫।*
৩৩. *বুখারী হা/৭১১৮; মুসলিম ৩৩/৪১, হা/২৯০২; আহমাদ ১৯৫৫৫; মিশকাত হা/৫৪৪৬।*
৩৪. *শারহুন নববী আলা মুসলিম ১৮২৮, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
৩৫. *আত-তাযকিরা ১/১২৩৬।*
৩৬. *ফাৎহুল বারী ১৩/৭৯-৮০।*
৩৭. *ফাৎহুল বারী ১৩/৮০।*
৩৮. *মুসলিম হা/২৯০১; মিশকাত হা/৫৪৬৪।*

দেয়। এদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে এবং শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। এদেরই একটি অংশ তাতারদের যুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করে ওছমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল'।[৩৯] যেমন বিভিন্ন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ، قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ، يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামত সংগঠিত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলিমরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ না করবে। তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের মুখমণ্ডল হবে চামড়া জড়ানো ঢালের ন্যায় (গোশতবহুল)। তারা পশমী পোষাক পরবে এবং পশমের উপর (পশমযুক্ত জুতা পায়ে) হাঁটবে।[৪০]

عَنِ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعَرِ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ–

আমর ইবনু তাগলিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমের জুতা পরিধান করবে। ক্বিয়ামতের আরেকটি আলামত এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে চওড়া, তাদের মুখমণ্ডল যেন পিটানো চামড়ার ঢাল'।[৪১]

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন তোমরা এমন তুর্কী জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্টা এবং মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত। আর ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের'।[৪২]

এই যুদ্ধ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর আমলে একবার হয়েছে এবং পরে একাধিকবার হয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বর্ণিত গুণাবলী সম্পন্ন তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ ঘটেছে।...এসব কিছু আমাদের আমলেই হয়েছে। মুসলমানগণ একাধিকবার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং এখনও যুদ্ধ চলছে।[৪৩] উল্লেখ্য যে, তাতারদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে আব্বাসীয় খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ ও শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর আমলে।

৮. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ– 'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তাহ'লে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে যে, এটা তো চিরাচরিত যাদু' *(ক্বামার ৫৪/১-২)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ঘটেছিল। যা ছহীহ সনদে মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত রয়েছে যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই ঘটেছিল এবং এটি তার প্রকাশ্য মু'জিযা।[৪৪] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ–

'আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ নিদর্শন দেখাতে বলে। তখন তিনি তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন'।[৪৫] চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে হেরা পাহাড়ের দু'পাশে পড়ে যায়। অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اشْهَدُوا–

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিনায় আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায়

৩৯. *ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৬/১০৪; ২৯২৭ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী ১৪/২০০; বুখারী হা/৭২৯১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; তাফসীরে কুরতুবী, সূরা কাহাফের ৯৪-৯৮ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

৪০. *মুসলিম হা/২৯১২; আবূদাঊদ হা/৪৩০৩; নাসাঈ হা/৩১৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৭৪২৬।*

৪১. *বুখারী হা/২৯২৭; মুসলিম হা/২৯১২; মিশকাত হা/৫৪১১।*

৪২. *বুখারী হা/২৯২৮, ২৯২৯, ৩৫৮৭, ৩৫৯০, ৩৫৯১; মুসলিম ৫২/১৮ হা/২৯১২, আহমাদ ৭২৬৭; মিশকাত হা/৫৪১২।*

৪৩. *শারহুন নববী আলা মুসলিম ১৮/৩৮, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

৪৪. *তাফসীরে ইবনু কাছীর ৭/৪৭২, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

৪৫. *বুখারী হা/৩৬৩৭; মুসলিম হা/২৮০২; আহমাদ হা/১৩১৭৭।*

অকস্মাৎ চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গেল। এক টুকরো পাহাড়ের পিছনে পতিত হ'ল এবং অপর টুকরো পাহাড়ের সামনে। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক'।[৪৬]

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَارَ فِرْقَتَيْنِ عَلَى هَذَا الْجَبَلِ وَعَلَى هَذَا الْجَبَلِ، فَقَالُوا سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ-

জুবায়ের ইবনু মুতঈম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হ'ল এবং দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে, এক অংশ এই পাহাড়ের উপর এবং অপর অংশ ঐ পাহাড়ের উপর পড়ে গেল। তারা (মক্কাবাসী কাফিররা) বলল, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যাদু করেছেন। কেউ কেউ বলল, তিনি আমাদের যাদু করে থাকলে সব মানুষকে যাদু করতে পারবেন না।[৪৭] এত বড় ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সত্ত্বেও কুরায়েশ নেতারা ঈমান আনল না। পরে বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত লোকদের কাছেও তারা একই ঘটনা শুনতে পায়। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তারা বলল, এটা আবু কাবশার পুত্রের (মুহাম্মাদের) যাদু। সে তোমাদের যাদু করেছে। অতএব তোমরা বহিরাগত লোকদের জিজ্ঞেস কর। কেননা মুহাম্মাদ একসঙ্গে সবাইকে যাদু করতে পারবে না। অতএব বহিরাগতরা বললে সেটাই ঠিক। নইলে এটা স্রেফ যাদু মাত্র। অতঃপর চারদিক থেকে আসা মুসাফিরদের জিজ্ঞেস করলেন। তারা সবাই এ দৃশ্য দেখেছে বলে সাক্ষ্য দেয়'।[৪৮]

কিন্তু যিদ ও অহংকার তাদেরকে ঈমান আনা হ'তে বিরত রাখল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَإِن يَّرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ 'তারা যদি কোন নিদর্শন (যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ) দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে যে, এটা তো চলমান যাদু মাত্র। তারা মিথ্যারোপ করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। অথচ প্রত্যেক কাজের ফলাফল (ক্বিয়ামতের দিন) স্থিরীকৃত হবে' *(ক্বামার ৫৪/২-৩)*।

'তারীখে ফিরিশতা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার এই দৃশ্য ভারতের মালাবারের জনৈক মহারাজা স্বচক্ষে দেখেন এবং তা নিজের রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করেন। পরে আরব বণিকদের মুখে ঘটনা শুনে তখনকার রাজা 'সামেরী' উক্ত রোজনামচা বের করেন। অতঃপর তাতে ঘটনার সত্যতা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান। যদিও সামরিক কর্মকর্তা ও সমাজনেতাদের ভয়ে তিনি ইসলাম গোপন রাখেন'।[৪৯] ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই চন্দ্রে প্রথম পদার্পণকারী দলের নেতা নেইল আর্মষ্ট্রং স্বচক্ষে চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভক্তি রেখা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন এবং ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের ভয়ে তিনি একথা কয়েক বছর পরে প্রকাশ করেন।[৫০]

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনায় বড় শিক্ষণীয় এই যে, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র সবই আল্লাহ্র অনুগত এবং মানুষেরই কল্যাণে সৃষ্ট ও তাদেরই সেবায় নিয়োজিত। এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানীদের জন্য অফুরন্ত চিন্তার উৎস। আর তা এই যে, মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্ররাজি কোনটাই নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়নি এবং কোনটাই নিজ ইচ্ছায় চলে না। অবশ্যই এগুলির একজন সুনিপূণ ও সুদক্ষ পরিচালক ও ব্যবস্থাপক রয়েছেন। যিনি বিশ্ব চরাচরের ধারক। *[চলবে]*

৪৬. *মুসলিম হা/২৮০০; তিরমিযী হা/৩২৮৫; আহমাদ হা/৪২৭০।*
৪৭. *তিরমিযী হা/৩২৮৯; আহমাদ হা/১৬৭৯৬, সনদ ছহীহ।*
৪৮. *তাফসীর ইবনু জারীর তাবারী হা/৩২৬৯৯; কুরতুবী হা/৫৭৩৭ প্রভৃতি, সনদ ছহীহ।*
৪৯. *মুহাম্মাদ ক্বাসেম হিন্দুশাহ ফিরিশতা, তারীখে ফিরিশতা (ফার্সী হ'তে উর্দূ অনুবাদ : লাক্ষ্ণৌ ছাপা, ১৩২৩/১৯০৫) ১১শ অধ্যায় 'মালাবারের শাসকদের ইতিহাস' ২/৪৮৮-৮৯ পৃঃ।*
৫০. *আবূদাঊদ, ত্বায়ালেসী হা/২৪৪৭, সনদ ছহীহ; কুরতুবী হা/৫৭৩৭; ইবনু কাছীর; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ১১৮ পৃঃ।*

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)
মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২
ব্যবস্থাপনায়
শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফটে-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০
খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

Contents

যে সকল কর্ম লা'নত ডেকে আনে

*আহমাদুল্লাহ**

ভূমিকা : মানুষ এমন অনেক কাজ করে থাকে যেগুলি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এই কবীরা গুনাহগুলির মধ্যে কিছু আছে যা করলে মানুষের উপর অভিশাপ নেমে আসে। অভিশাপকে আরবীতে বলা হয় 'লা'নত'। লা'নতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলা হয় 'মাল'ঊন'। নিম্নে এমন কিছু কাজের কথা উল্লেখ করা হ'ল যেগুলি করলে লা'নত বর্ষিত হয়।

(১) শিরক বা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা : শিরক বা কুফরী করার পর তওবা না করে মারা গেলে তাদের উপরে লা'নত বর্ষিত হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপরে আল্লাহ্র লা'নত এবং ফেরেশতা মণ্ডলী ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত' *(বাক্বারাহ ২/১৬১-১৬২)*।

(২) আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়া লা'নতের কারণ। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে লা'নত করেন। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি' *(আহযাব ৩৩/৫৭)*।

(৩) গায়রুল্লাহ্র নামে যবেহ করা : ছালাত-ছিয়াম, যবেহ-কুরবানী কেবল আল্লাহ্র নামে হ'তে হবে। এসব আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে করা হ'লে, সেটা লা'নতের কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ 'যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করল তার উপর আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেন'।[১]

(৪) আল্লাহ্র গ্রন্থে সংযোজন-বিয়োজন করা : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ্র কিতাব। এতে সংযোজন বিয়োজনের কোন অধিকার কারো নেই। কেউ এরূপ করতে গেলে সে অভিশপ্ত হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابِ الدَّعْوَةِ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ 'ছয়জন ব্যক্তিকে আমি লা'নত করি। আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপর লা'নত করেন। আর প্রত্যেক নবী যারা মুসতাজাবুদ দাওয়াহ, তারাও তাদের উপর লা'নত করেন। তন্মধ্যে যে আল্লাহ্র কিতাবে সংযোজন করে এবং তাক্বদীর বা ভাগ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে'।[২]

(৪) তাক্বদীরকে অস্বীকার করা : তাক্বদীর বা ভাগ্যকে অস্বীকারকারী অভিশপ্ত। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ، وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللهُ، وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللهُ، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرُمِ اللهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي 'ছয় ব্যক্তিকে আমি লা'নত করি, আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন এবং প্রত্যেক নবী লা'নত করেছেন। (তারা হচ্ছে) আল্লাহর কিতাবে সংযোজনকারী, তাক্বদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, শক্তি দ্বারা ক্ষমতা দখলকারী যে ক্ষমতার বলে সে আল্লাহ তা'আলা যাকে অপদস্থ করেছেন তাকে সম্মানিত করে এবং আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে অপদস্থ করে, আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে হালাল জ্ঞানকারী, আমার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন তাদেরকে হালাল জ্ঞানকারী ও আমার সুন্নাত পরিত্যাগকারী'।[৩]

(৫) রাসূল (ছাঃ)-এর নাফরমানী করা : যারা রাসূল (ছাঃ)-এর নাফরমানী করে তাদের উপর তিনি লা'নত করেছেন। আর তারা ক্বিয়ামত দিবসে একে অপরকে লা'নত করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا- وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا- رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

'যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! 'তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম। অতঃপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা অভিশাপ দাও' *(আহযাব ৩৩/৬৬-৬৮)*।

(৬) মদীনায় বিদ'আত প্রসার করা : মদীনায় বিদ'আতের বিস্তার ঘটানো লা'নতের কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا اَوْ اَوَي مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 'যে তথায় (মদীনায়) নতুন কিছু উদ্ভব ঘটালো (বিদ'আত করল) অথবা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দিল তার উপর আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষ লা'নত করেন'।[৪] তবে যে কোন স্থানেই বিদ'আত করা বা প্রসার করা হোক না কেন তা লা'নত ডেকে আনবে।

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. ছহীহ মুসলিম হা/১৯৭৮।
২. ইবনু বাত্তা, আল-ইবানাতুল কুবরা হা/১৫৩১, ছহীহ।
৩. তিরমিযী হা/২১৫৪, হাসান।
৪. মুসলিম হা/১৩৬৬, ১৯৭৮।

(৭) কবরকে মসজিদ তথা সিজদার স্থানে পরিণত করা : কবরের উপরে বা কবরকে সামনে রেখে সিজদা করলে লা'নত বা অভিশাপ বর্ষিত হয়। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ) উভয়েই বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ 'আল্লাহ তা'আলা ইহূদী ও নাছারাদের উপর লা'নত করেছেন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে'।[৫]

(৮) যে ব্যক্তি কিছাছ বা দিয়াত প্রদানে বাধা দেয় : হত্যার বদলে হত্যা অথবা তার বদলে রক্তমূল্য গ্রহণে বাধা দেওয়া লা'নতের কারণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে মারফূরূপে বর্ণনা করেন যে,

مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ-

'যে ব্যক্তি অন্ধ বিদ্বেষ অথবা গোত্রীয় বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে পাথর, চাবুক অথবা লাঠির আঘাতে হত্যাকাণ্ড ঘটায় তার উপর ভুলবশত হত্যার দিয়াত তথা রক্তমূল্য ধার্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার উপর ক্বিছাছ বাধ্যকর হবে। আর যে ব্যক্তি হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির মধ্যে প্রতিবন্ধক হবে তার উপরে আল্লাহর, ফেরেশতামণ্ডলীর এবং মানবজাতির অভিসম্পাত। তার নফল ও ফরয কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না'।[৬]

অর্থাৎ যারা খুনীকে বাঁচানোর চেষ্টা করে বা বিভিন্ন কৌশলে আসল খুনীর বিষয়টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চেষ্টা করে তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষ হ'তে লা'নত বর্ষিত হ'তে থাকে।

(৯) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা : আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের উপরে লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ- 'যদি তোমরা (জিহাদ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে সম্ভবতঃ তোমরা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেন। অতঃপর তাদেরকে তিনি বধির করেন ও তাদের চক্ষুগুলিকে দৃষ্টিহীন করে দেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৩)*।

যারা আত্মীয়দের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করে এবং দূরত্ব সৃষ্টি করে তাদের উপর আল্লাহ এবং তার রাসূল লা'নত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ 'পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অটুট রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাৎ এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস' *(রা'দ ১৩/২৫)*।

(১০) স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করা : যারা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে তাদের উপর রাসূল (ছাঃ) লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেন,-مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا 'যে ব্যক্তি স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে সে মাল'উন তথা অভিশপ্ত'।[৭]

(১১) সমকামীতা : পুরুষে-পুরুষে ও নারীতে-নারীতে জৈবিক চাহিদা নিবারণের জন্য লজ্জাস্থান ব্যবহার করাকে সমকামীতা বলে। যা অভিশাপের কারণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ 'যারা কওমে লূতের ন্যায় কাজ করে তাদের উপর লা'নত বর্ষিত হোক'।[৮]

(১২) নকল চুল লাগানো, ভ্রূপ্লাগ করা : নকল চুল লাগানো ও ভ্রূপ্লাগ করলে লা'নত বর্ষিত হয়। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ 'যে মহিলা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যাকে পরচুলা লাগানো হয়, আর যে মহিলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে উলকি উৎকীর্ণ করায় আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেছেন'।[৯] অনুরূপভাবে ভ্রূপ্লাগ করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটানো নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. مَا لِى لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِى كِتَابِ اللهِ 'সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য যে নারী উল্কি উৎকীর্ণ করে ও করায়, যে নারী ভ্রূ উপড়ে ফেলে এবং যে নারী দাঁত কেটে চিকন করে দাঁতের মাঝখানে ফাঁক করে- যে কাজগুলো দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রূপান্তর ঘটে, এদের উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করুন। আমি কেন তার উপর অভিশাপ করব না, যাদের উপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন এবং মহান আল্লাহর কিতাবেই তা বিদ্যমান আছে'।[১০] আল্লাহ

---

৫. বুখারী হা/৪৩৫।
৬. ইবনু মাজাহ হা/২৬৩৫; ছহীহুল জামে' হা/২১৯৫।
৭. আবূদাঊদ হা/২১৬২, হাসান।
৮. তিরমিযী হা/১৪৫৬; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯১।
৯. বুখারী হা/৫৯৩৭।
১০. বুখারী হা/৫৯৪৮; মুসলিম হা/২১২৫; আবূদাঊদ হা/৪১৬৯; মিশকাত হা/৪৪৩১।

বলেন, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ 'আমি (শয়তান) তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি পরিবর্তন করে' *(নিসা ৪/১১৯)*।

(১৩) পুরুষের বেশধারী নারী ও নারীর বেশধারী পুরুষ : যে নারী পুরুষের লেবাস গ্রহণ করে এবং যে পুরুষ নারীদের লেবাস, চাল-চলন নকল করে তাদের উপর আল্লাহ্র রাসূলের লা'নত বর্ষিত হয়। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ– 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন'।[১১]

(১৪) হিল্লা বিবাহ দেয়া ও যার জন্য দেয়া হয় : তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে শর্তসাপেক্ষে সাময়িক বিবাহ প্রদানকে 'হিল্লাহ' বিবাহ বলে। এ ধরনের কাজ লা'নতের কারণ। উকবাহ বিন আমের (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ– 'আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে পাঁঠা সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন, সে হ'ল হালালকারী। আল্লাহ হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় তাদের উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন'।[১২]

(১৫) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপর লা'নত : আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেছেন, ঘুষ আদান-প্রদান করা লা'নতের কারণ। হাদীছে এসেছে, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ 'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহীতার উপর লা'নত করেছেন'।[১৩]

(১৬) চৌর্যবৃত্তি : আল্লাহ তা'আলা চোরদের প্রতি লা'নত করেছেন। বর্তমানে যেসব বড় বড় কর্মকর্তা পুকুর চুরিতে লিপ্ত আছেন তাদের পরকালে ভয়াবহ অবস্থা হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ– 'চোরের উপর আল্লাহ্র লা'নত নিপতিত হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা যায়। আর সে একটি রশি চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা যায়'।[১৪]

হাদীছটির ব্যাখ্যায় আ'মাশ (রহঃ) বলেন, كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ– 'ডিম দ্বারা লোহার টুকরা এবং রশি দ্বারা কয়েক দিরহাম মূল্যমানের রশিকে বোঝানো হয়েছে'।[১৫]

ইমাম নববী (রাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْضَةِ بَيْضَةُ الْحَدِيدِ الَّتِي يُغَطَّى بِهَا الرَّأْسُ فِي الْحَرْبِ وَبِالْحَبْلِ الْوَاحِدِ مِنْ حِبَالِ السَّفِينَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ يَبْلُغُ دَنَانِيرَ كَثِيرَةً– 'এর দ্বারা লোহার হেলমেট উদ্দেশ্য, যা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মাথা ঢেকে রাখা হয়। আর রশি দ্বারা নৌকার বা জাহাযের রশিকে বুঝানো হয়েছে। আর এর প্রত্যেকটির মূল্যই প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের সমান'।[১৬]

(১৭) মাদকের সাথে সংশ্লিষ্টতা : মদ পান করা, মদ বহনকারী, মদ বিক্রেতা ইত্যাদি কাজে জড়িতদের উপর আল্লাহ্র লা'নত হয়। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ– 'মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ শ্রেণীর লোককে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন। মদ প্রস্তুতকারী, যে মদ প্রস্তুত করতে বলে, পানকারী, বহনকারী, যার জন্য বহন করা হয়, যে পান করায়, বিক্রয়কারী, এর মূল্য গ্রহণকারী, যে মদ ক্রয় করে এবং যার জন্য ক্রয় করা হয়'।[১৭]

উল্লেখ্য, মানুষের মস্তিষ্ককে যা আচ্ছন্ন করে তা মাদক। তা পানীয় হোক বা খাদ্য। যে সমস্ত খাদ্য ও পানীয়তে নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু রয়েছে তা বর্জন করতে হবে। গুল, জর্দা, তামাক, বিড়ি, সিগারেট, ভদকা, কোকেন ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত তথা হারাম।

(১৮) দুনিয়া স্বয়ং লা'নতপ্রাপ্ত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেখানে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا 'নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহ্র যিকর এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইলম ব্যতীত'।[১৮]

আমরা যে দুনিয়া অর্জনের জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকি, আল্লাহ ও রাসূলকে ভুলে থাকি, ইবাদত থেকে গাফেল থাকি সেই

১১. *বুখারী হা/৫৮৮৫।*
১২. *আবূদাঊদ হা/২০৭৬, হাসান।*
১৩. *আবূদাঊদ হা/৩৫৮০, ছহীহ।*
১৪. *বুখারী হা/৬৭৮৩।*
১৫. *বুখারী হা/৬৭৮৩।*
১৬. *শরহে ছহীহ মুসলিম ১/২০৮।*
১৭. *তিরমিযী হা/১২৯৫, ছহীহ।*
১৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪১১২, হাসান।*

মরিচিকাতুল্য দুনিয়া সম্পর্কে হাদীছের এই কঠিনবাণী সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমাদেরকে ভাবতে হবে।

অন্যত্র আরেকটি হাদীছে বলা হয়েছে, জাবের (রাঃ) বলেন,

مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّت، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِه، ثُمَّ قَالَ : أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ فَقَالُوا : مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ : أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا : وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيه، لِأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ : فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ-

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলিয়া (অঞ্চল) হ'তে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা নিতে আগ্রহী হবে। তখন উপস্থিত লোকেরা বলল, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা উহা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (বিনা পয়সায়) তোমরা কি উহা নিতে আগ্রহী? তারা বলল, এ যদি জীবিত থাকতো তবুও তো এটা দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ক্ষুদ্র। আর এখন তো তা মৃত, কিভাবে আমরা তা গ্রহণ করব? অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এ ছাগলটি তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, আল্লাহ্র নিকটে দুনিয়া এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ'।[১৯]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ: لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ-

'নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্ট সবুজ (সুস্বাদু দর্শনীয়), আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদের খলীফা হিসাবে পাঠিয়েছেন। অতঃপর তিনি দেখেন তোমরা কি কর? অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থাক। কেননা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে'।[২০]

উল্লেখ্য, পুরুষেরা যেমনভাবে নারীদের হ'তে বেঁচে থাকবে তেমনিভাবে নারীরাও পুরুষ হ'তে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকবে। কেননা এ হুকুমের মধ্যে উভয়েই শামিল। এরকম আরো অনেক হাদীছ রয়েছে যেখানে দুনিয়াবিমুখ হ'তে বলা হয়েছে।

(১৯) যুলুম করা : যালিমদের উপর আল্লাহ লা'নত করেন। তিনি বলেছেন, أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ 'জেনে রাখ! যালিমদের উপর আল্লাহ লা'নত করেন' *(হূদ ১১/১৮)*।

(২০) মানুষকে অস্ত্র দ্বারা ভয় দেখানো : যে ব্যক্তি মানুষকে ধারালো হাতিয়ার দ্বারা ভয় দেখায় বা ইশারা করে তার উপর ফেরেশতাগণ লা'নত করেন।

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ-

ইবনু সীরীন (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আবুল কাসিম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি (লৌহ নির্মিত) অস্ত্র উত্তোলন করে সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে লা'নত করতে থাকে যদিও তার সহোদর ভাই হয়'।[২১]

বর্তমানে যেসকল মানুষ নিজের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ছত্রছায়ায় অস্ত্রের মহড়া প্রদর্শন করে এবং যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে খারেজীদের অনুকরণে অস্ত্রধারণ করে তারা সবাই এই হাদীছের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

(চলবে)

---

১৯. মুসলিম হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৫১৫৭।
২০. মুসলিম হা/২৭৪২।
২১. মুসলিম হা/২৬১৬।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

অতি ধনীর সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে কেন?

*আলী রিয়ায**

বিশ্বে 'অতি ধনী' মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ছে বাংলাদেশে, এই খবর আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। লন্ডনভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান 'ওয়েলথ এক্স' অতি ধনী বা 'আলট্রা হাই নেট ওয়ার্থ'-সম্পর্কিত (ইউএইচএনডব্লিউ) একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য পরিবেশন করেছে। অতি ধনী বলে তাঁদেরই বিবেচনা করা হয়, যাঁদের সম্পদের পরিমাণ তিন কোটি ডলার বা তার চেয়ে বেশী। অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় যাঁদের সম্পদ ২৫০ কোটি টাকার বেশী, তাঁরাই অতি ধনী বলে বিবেচিত হয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে অতি সম্পদশালী বৃদ্ধির হার ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ। বাংলাদেশের কিছু কিছু গণমাধ্যমে এই খবরটি প্রকাশিত হ'লেও এর কারণ এবং এর রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিষয়ে এখনো আলোচনার সূত্রপাত হয়নি। এই নিয়ে আলোচনা না হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে এটা কোন নতুন খবর নয় যে, দেশে একটি নব্য ধনিকশ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। এই খবরকে অবশ্য কেউ কেউ এই বলেও বিবেচনা করতে পারেন যে যেহেতু বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তার ফলেই এই নতুন শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব; সেহেতু একে দেশের উন্নয়নের লক্ষণ বলেই তাঁদের ধারণা হ'তে পারে।

বাংলাদেশে যে একটি ধনিকশ্রেণীর বিকাশ ঘটছে এবং তাদের সম্পদ থেকে চুইয়ে পড়া সম্পদের মধ্য থেকে গড়ে উঠছে একটি 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' সেটা আমরা দেখতে পাই। এই অতি ধনিকশ্রেণী এবং কথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিষয় নয়। বর্তমানে যে ধরনের অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে এটা তার ফল। এর প্রভাব অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই পড়ছে এবং ভবিষ্যতেও পড়বে।

বাংলাদেশের এই অতি ধনিকশ্রেণীর বিকাশের আর কিছু লক্ষণ আমাদের সবার জানা। বাংলাদেশ এই ধরনের আরও কিছু সূচকেও শীর্ষ স্থান অধিকারের কৃতিত্বের দাবীদার। যেমন অর্থ পাচারের ক্ষেত্রেও স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল বাংলাদেশ। এই তথ্য ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইনটেগ্রিটি'র (জিএফআই) ২০১৭ সালের প্রতিবেদনে ছিল। মে ২০১৭-তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ৯১১ কোটি ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে। বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ ৭২ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা। গত ১০ বছরে তার পরিমাণ ছিল সাড়ে ছয় লাখ কোটি টাকা।

২০১৭ সাল শেষে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশীদের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৮ কোটি ১৩ লাখ ১৭ হাযার সুইস ফ্রাঁ। বাংলাদেশী মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৪ হাযার ৬৮ কোটি টাকা। ২০১৬ সাল শেষে এর পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ১৯ লাখ ৬১ হাযার সুইস ফ্রাঁ বা ৫ হাযার ৫৯৪ কোটি টাকা। এক বছরে সামান্য হ্রাস সত্ত্বেও এর পরিমাণ যে কত বড়, তা ভারতীয়দের সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে তুলনা করলেই খানিকটা ধারণা পাওয়া যাবে। ২০১৬ সালে ভারতীয়দের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ৪৮ লাখ সুইস ফ্রাঁ, যা প্রায় বাংলাদেশীদের সঞ্চিত অর্থের সমান।

মালয়েশিয়া সরকারের 'সেকেন্ড হোম' কর্মসূচীর আওতায় প্রায় সাড়ে তিন হাযার বাংলাদেশী সে দেশে তাদের আবাস কেনার অনুমতি পেয়েছেন। তাদের সূত্রে, জনপ্রতি খরচ ১২ কোটি টাকা হিসাবে প্রায় ৪২ হাযার ৫৫২ কোটি টাকা অবৈধ পথে মালয়েশিয়ায় চলে গেছে। এই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়, চীন ও জাপানের পরে।

অতি ধনী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বিবিসিকে বলেন 'এই তথ্য থেকে আমি মোটেও অবাক হইনি। কারণ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে যে একটা গোষ্ঠীর হাতে এ ধরনের সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা আসলে দেখাই যাচ্ছে। এই সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া তো এক দিনে তৈরি হয়নি। এটা কয়েক দশক ধরেই হয়েছে। এখন এটি আরও দ্রুততর হচ্ছে'।

এই ধরনের অস্বাভাবিক হারে সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে দুর্নীতির কোন ভূমিকা আছে কি না সেই প্রশ্নের উত্তরে ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'এশিয়া বা আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেটা হয়, যাঁদের হাতে সম্পদ আসে, সেটার পেছনে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের একটা বড় ভূমিকা থাকে। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য যাঁরা পান, বা যাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যোগাযোগ থাকে, প্রাথমিকভাবে তারাই সম্পদের মালিক হন' *(বিবিসি বাংলা, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৮)*। ফাহমিদা খাতুনের এই বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট উপাত্ত হাযির করা যায়। সেই সূত্র ধরেই আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকাতে পারি।

বাংলাদেশে যেটা সহজেই দৃশ্যমান, তা হচ্ছে সেসব খাত থেকেই এই ধরনের অর্থের সঞ্চয় ঘটানো সক্ষম হচ্ছে, যেখানে একটি বিশেষ দল বা গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের সুবিধা নিতে পারছে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে অবকাঠামো খাত। গত বছরগুলোতে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, যদিও কাজের অগ্রগতির হার সীমিত। সম্প্রতি প্রকাশিত খবরে দেখা যায় যে, একটি প্রকল্পে ছয় বছরে কাজ হয়েছে ২০ শতাংশ, কিন্তু প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে *(ডেইলি স্টার, ২৬ আগস্ট ২০১৮)*।

বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঢাকা-মাওয়া চার লেনে প্রতি কিলোমিটার ১ কোটি ১৯ লাখ ডলার ব্যয় হয়েছে। অন্যদিকে ভারতে চার লেনের এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরীতে (জমি অধিগ্রহণসহ) খরচ হয় ১১ লাখ থেকে ১৩

* *যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর।*

লাখ ডলার এবং চীনে ১৩ লাখ থেকে ১৬ লাখ ডলার। ইউরোপের দেশগুলোতে খরচ হয় ৩৫ লাখ ডলার। ইউরোপে দুই থেকে চার লেনে উন্নীত করতে প্রতি কিলোমিটারে ব্যয় ২৫ লাখ ডলার।

আমরা ব্যাংকিং খাতের অবস্থা জানি, একইভাবে বিদ্যুৎ খাতের পরিস্থিতি বিষয়েও অবহিত। এই যে ধনিকশ্রেণী তৈরি হচ্ছে, তার কি প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই? বাংলাদেশে বৈষম্য বাড়ছে এবং দরিদ্রতম মানুষের আয় কমছে। বৈষম্য মাপার সর্বজন গৃহীত পরিমাপক হচ্ছে জিনি সহগ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপের তথ্য অনুযায়ী এই সহগের মান ২০১৬ সালে শূন্য দশমিক ৪৮৩, যা ২০১০ সালে ছিল শূন্য দশমিক ৪৬৫। অর্থাৎ আয়ের বৈষম্য বাড়ছে, জিনি সহগ শূন্য দশমিক ৫ পেরিয়ে গেলে উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশের অবস্থান তা থেকে খুব দূরে নয়।

এই ঘটনাগুলো অর্থাৎ একদিকে অতি ধনী তৈরী হওয়া এবং অন্যদিকে দরিদ্রদের আরও দরিদ্র হওয়া কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এগুলো দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফসল। আর সেই পরিকল্পনার নির্দেশক হচ্ছে রাজনীতি। অতি ধনী বৃদ্ধির হারের তালিকা থেকেও এটা বোঝা যায়। বিশ্বে অতি ধনী মানুষের বৃদ্ধির তালিকা অনুযায়ী, শীর্ষে বাংলাদেশসহ যে পাঁচটি দেশ আছে সেগুলো হচ্ছে, চীন (১৩ দশমিক ৪ শতাংশ), ভিয়েতনাম (১২ দশমিক ৭ শতাংশ), কেনিয়া (১১ দশমিক ৭ শতাংশ) ও হংকং (৯ দশমিক ৩ শতাংশ)।

এই দেশগুলোর এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির অনুপস্থিতি। অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির অনুপস্থিতি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তার পরিপোষিত গোষ্ঠীর সদস্যদেরই সুবিধা প্রদান করে। এই সুবিধা যারা লাভ করেন, তারা নিশ্চয় চান না যে এই ব্যবস্থাটা বদলে যাক।

শুধু তা-ই নয়, যারাই এই সুবিধা পাচ্ছেন তারাই যত দ্রুত সম্ভব আরও ধনী হ'তে চাইবেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। রাজনীতিতে ও প্রশাসনে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা দরিদ্রদের আরও দরিদ্র হওয়া এবং এই অতি ধনিকশ্রেণীর বিকাশ বন্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ। *[সংকলিত]*

[গণতন্ত্রে ধনিক শ্রেণীরা ইলেকশন করে এবং তারাই প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়। তাই তাদের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কোনটাই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দল পরিবর্তনে কেবল শোষক পরিবর্তন হবে এবং নিত্য-নতুন শোষণের পথ বের হবে। এতে ধনিকশ্রেণী আরও ধনী হবে এবং দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র ও নিঃস্ব হবে। জাহেলী আরবদের মত তারা তখন ধনীদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হ'ল ইসলাম। যার রাজনীতি ও অর্থনীতির অবর্তমানেই পৃথিবীতে মানবতার এ পতন দশা ঘটছে। অতএব বাংলাদেশ সহ মুসলিম দেশগুলির উচিৎ অন্যদের লেজুড়বৃত্তি ছেড়ে নিজেদের দেশে ইসলামী বিধানের পূর্ণ অনুশীলন করা। এর বাইরে অন্য কোন পথ খোলা নেই (স.স.)]

হজ্জব্রত পালন শেষে ২৮ দিন পর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দেশে প্রত্যাবর্তন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** পবিত্র হজ্জ পালন শেষে গত ৩রা সেপ্টেম্বর সোমবার আল-ইতিহাদ এয়ারলাইন্সের বিমানে সঊদী আরবের জেদ্দা বিমানবন্দর হ'তে আবুধাবি হয়ে রাত সাড়ে ৮-টায় ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র 'আল-'আওন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির এবং ছোট বোন মুসাম্মাৎ হালীমা খাতুন। ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, নারায়ণগঞ্জ যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছফিউল্লাহ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মারূফ, সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর ও অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। তারা মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীদের প্রথমে পার্শ্ববর্তী হোটেলে নিয়ে যান। সেখানে তারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। অতঃপর রাত ১১-টা ৪০মিনিটে 'ধূমকেতু' এক্সপ্রেস ট্রেনে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ভোর সাড়ে ৫-টায় রাজশাহী রেল স্টেশনে পৌঁছেন। এখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান ও আবু হানীফ, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা আন্দোলন-এর সহ-সভাপতি হাজী আইয়ূব আলী সরকার, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, শিক্ষক মোফাক্ষার হোসাইন, শামসুল আলম, হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমান, ইয়াতীম বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নাজীদুল্লাহ প্রমুখ। অতঃপর সকাল ৬-টায় নওদাপাড়াস্থ দারুল ইমারতে পৌঁছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

উল্লেখ্য, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার আমীরে জামা'আতের দুই ছেলে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগে'র পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব জেদ্দা হ'তে বাংলাদেশ বিমানে রওয়ানা হয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছেন দুপুর আড়াইটায়। বিমানবন্দরে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল ও সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর ও অন্যান্যগণ। অতঃপর রাত সাড়ে ৯-টার কোচে ঢাকার কল্যাণপুর থেকে রওয়ানা হয়ে রাজশাহী পৌঁছেন পরদিন ভোর সাড়ে ৬-টায়। সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির খড়্গ : আসামের এনআরসি এবং বাংলাদেশ

জামালুদ্দীন বারী

কিশোর শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক দাবীর আন্দোলনে ঢাকাসহ সারাদেশে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছিল, ঠিক একই সময়ে ভারতের আসাম রাজ্যে নাগরিকত্ব তালিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য অনেক বড় একটি সামাজিক-রাজনৈতিক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরী করা হয়েছে। ভারতের আর কোন রাজ্যে এ ধরনের নাগরিকত্ব তালিকা না থাকলেও আসামের কথিত এনআরসি (ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার অব সিটিজেনস) এ এলাকায় বড় ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক বিতর্ক ও সংঘাতের জন্ম দিতে পারে বলে সমাজতাত্ত্বিক ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার লক্ষ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়া হয়, তার প্রধান রাজনৈতিক ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়া। বিগত রাজ্যসভা নির্বাচনে আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অসমীয় জাতিগোষ্ঠীর সমর্থন পেতে বিজেপি সেখানে অসমীয় ও বাঙ্গালীমুসলমান ইস্যু সৃষ্টি করে ভোটের ফলাফল নিজেদের অনুকূলে আনতে তা ট্রামকার্ডের মত ব্যবহার করে সফল হয়। নরেন্দ্র মোদি দিল্লীতে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই বিজেপি'র জন্য ব্যাকওয়ার্ড রাজ্যগুলোতে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক প্রোপাগান্ডা শুরু হয়। এমন সাম্প্রদায়িক প্রপাগান্ডার মাধ্যমেই দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস শাসিত আসামে ২০১৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল বিজেপির পকেটে চলে যায়। বিজেপি সরকার গঠনের আগ থেকেই দিল্লীর বিজেপি নেতাদের প্রভাবে আসামে তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। আসামে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হ'লেও তেত্রিশটি প্রশাসনিক যেলার মধ্যে অন্তত ৯টি যেলায় মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। জনসংখ্যার দিক থেকে আসামে মুসলমানরা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বিজেপি অ্যাক্টিভিস্টরা সাধারণ অসমীয়দের কাছে এই ধারণা দিতে চাইছেন যে, সেখানকার বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা বাংলাদেশ থেকে সেখানে গিয়েছিল। অতএব তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে অবিলম্বে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়ার এক উদ্ভট ভয়াবহ তৎপরতার অংশ হিসাবেই এনআরসি তালিকা প্রণয়নের প্রকল্প হাতে নেয়। হাযার কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন নাগরিকত্ব তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ৩ কোটি ২৯ লাখ মানুষ আবেদন করলেও প্রাথমিক তালিকায় প্রায় দেড়কোটি নাগরিককে তালিকার বাইরে রাখা হয়। শুধু আসাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই নয়, পুরো ভারত জুড়েই এই তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। ব্যাপক জনবিক্ষোভের মুখে এনআরসি'র চূড়ান্ত খসড়ায় মোট ২ কোটি ৮৯ লাখ মানুষ স্থান পায়। অর্থাৎ প্রায় ৪০ লাখ মানুষের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া নাগরিকত্ব শনাক্তকরণে অযৌক্তিক প্রক্রিয়া বলবৎ রেখে লাখ লাখ বাঙ্গালী মুসলমানকে (ডি-ভোটার বা ডাউটফুল ভোটার) সন্দেহজনক ভোটারের তালিকায় রাখা হয়েছে। সে সব বাদ দিলেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে একটি রাজ্যের চল্লিশ লাখ মানুষের নাগরিকত্ব বাতিলের মত ঘটনা সাম্প্রতিক ইতিহাসে নযীরবিহিন। আসামে বিজেপি সরকারের নাগরিকত্ব বাতিলের মূল টার্গেট বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা হ'লেও বাংলাভাষী হাযার হাযার লিবারেল হিন্দু পরিবারকেও এই তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে। বংশানুক্রমিকভাবে শত শত বছর ধরে আসামে বাস করে আসাম ও ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন এমন অনেক মুসলমান ও হিন্দু পরিবার এনআরসি তালিকার বাইরে থাকায় এই তালিকার সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক লক্ষ্য বা দূরভিসন্ধি সহজেই আঁচ করা যায়।

আসামের মুসলমানদের জন্য ২০১৮ সাল শুরু হয়েছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে সৃষ্ট বিপর্যয়কর দুঃসংবাদ দিয়ে। বছরের প্রথম দিন প্রকাশিত নাগরিকত্বপঞ্জির প্রথম তালিকায় আসামে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের শতকরা ৭০ জনের নাম বাদ দেয়া হয়। এই তালিকার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যাই হোক, সামাজিক প্রতিক্রিয়া অনেক গভীর ও সুবিস্তৃত। প্রথম তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে যে হতাশা, ক্ষোভ ও আতঙ্ক দেখা দেয় তা যে কোন সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টের জন্য যথেষ্ট। হতাশ ও অপমানিত নাগরিকদের মধ্যে দু'একজনের আত্মহত্যার খবরও প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রের বিভিন্ন প্রান্তে যে বৈচিত্রময় ভাষা ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, সেখানে স্রেফ ভাষা ও ধর্মের মানদণ্ডে কোন একপাক্ষিক জাতিয়তাবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'লে তাতে বড় ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। আঞ্চলিক ও ধর্মীয় রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার মেলবন্ধনের ফলে দীর্ঘদিনে আসামে এহেন পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। বরাক উপত্যকার ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আসামে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রগতির ছোঁয়া লাগেনি। ৩০ শতাংশের বেশী নাগরিককে অবমাননা, হতাশা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মধ্যে রেখে কোন সমাজে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করা যায় না। ভারতের অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর মধ্যে আসাম অন্যতম। সম্ভবত এর অন্যতম কারণই হচ্ছে সেখানকার জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও বিদ্বেষ। প্রায় ১ কোটি বাঙ্গালীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করে অসমীয় জাতিগোষ্ঠীর হীন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রত্যাশিত উন্নয়ন ও উন্নত সমাজ নির্মাণে সফল হয়নি। এনআরসি প্রণয়নে বিদ্যমান ত্রুটি ও সমস্যা সমাধানে পৌঁছতে ব্যর্থ হ'লে আসামসহ পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চল অশান্ত, অস্থিতিশীল হয়ে উঠার আশঙ্কা প্রবল। এমনটা যদি ঘটে যায়, আসাম ও বরাক উপত্যকার শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা

সুদূর পরাহত। উগ্র সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা নিয়ে অনেক দূর থেকে বিজেপি নেতারা যা বলছেন অসমীয় জাতিয়তাবাদী নেতারা তার সাথেই সুর মিলিয়ে পরিবেশ ঘোলা করে রেখেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তারা ভোটের রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অসমীয়দের সমর্থন পাওয়ার জন্য আসাম থেকে বাঙ্গালী মুসলমান খেদানোর যিকর জারী রেখেছেন। গত ৩০ জুলাই প্রকাশিত নতুন এনআরসি তালিকায় ৪০ লাখ মানুষের নাগরিকত্ব বাতিল করতে যেসব অজুহাত বা পদ্ধতি খাড়া করা হয়েছে তা নিতান্তই খোঁড়া অজুহাত মাত্র। আসামের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য যেসব প্রমাণপত্র চাওয়া হয়েছে তা শতকরা ৭০ ভাগ মানুষই দিতে পারবে না বলে মনে করেন সেখানকার সংশ্লিষ্টরা। এ কারণে প্রথমেই অসমীয়দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে IavB (অরিজিনাল ইনহেবিটেন্ট) সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, ২০১৪ সাল পর্যন্ত আসা হিন্দুরা নিশ্চিন্ত। অথচ শত শত বছর ধরে আসামে থাকা মুসলমানদেরকে এক কলমের খোঁচায় নাগরিকত্বহীন, উদ্বাস্তুতে পরিণত করে তাদের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরী করা হচ্ছে। এনআরসি'র চূড়ান্ত খসড়া তালিকা থেকে বাদ যাওয়া শতকরা ৭০ ভাগই বাঙ্গালী। আর এই বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশীরভাগই মুসলমান। এনআরসি তালিকায় বাদ পড়া লাখ লাখ পরিবারের মধ্যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি তপোধির ভট্টাচার্য, শতবর্ষী নাগরিক চন্দ্রচুর দাস, এমনকি অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (এএএসইউ) নেতা সমুজ্জ্বল দাসের পরিবারের কয়েকজন সদস্যের নামও রয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে মুসলমানদের বেলায়। লাখ লাখ মুসলমান পরিবারের মধ্যে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দীন আলী আহমাদের পরিবারও রয়েছে। এই একটি উদাহরণ থেকেই বুঝা যায়, আসামের এনআরসি তালিকা কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে, কী লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। আসাম চুক্তির দোহাই দিয়ে বলা হয়েছিল, ১৯৭১ সালের মার্চের আগে থেকে যেসব মুসলমান আসামে অবস্থান করছে তাদের কোন সমস্যা হবে না। মাঠের বাস্তবতা ভিন্ন রকম। বরপেটা যেলার নারায়ণগুড়ি গ্রামের স্কুল শিক্ষক আমজাদ আলী আসামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে ১৯৩৭ সালে তার বাবার মেট্রিক পাসের সার্টিফিকেট জমা দেয়ার পরও তার পরিবারের নাম ডি-ভোটার তালিকায় রাখা হয়েছে বলে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মাস আগস্ট। বিশেষত: আগস্টের ১৪, ১৫, ১৬ তারিখগুলো নানাবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ২শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয়েছিল ১৯৪৭ সালে যথাক্রমে ১৪ ও ১৫ই আগস্ট। আর এই দুই রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপট সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা কর্মীদের মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চলমান আন্দোলনের সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকরা বৃটিশদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেস, মুসলিমলীগ ও অন্য প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব নিয়ে সৃষ্ট মতভেদ থেকে মুসলিমলীগ এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। সেইদিন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার কর্মীরা শত শত উন্মুক্ত তরবারি হাতে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল। মাত্র ৭২ ঘন্টায় কলকাতার রাস্তায় হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল, যা ইতিহাসে কলকাতা দাঙ্গা বা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামে পরিচিত। উত্তর কলিকাতায় বসবাসরত হাযার হাযার বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মুসলমান সে সময় নৃশংসতা থেকে বাঁচতে পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) চলে এসেছিল। এদের বেশীরভাগ ছিল মূলতঃ বিহার ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে কর্মসংস্থানের জন্য আসা মুসলমান। সেই ভয়াল দাঙ্গার সময় প্রাণ বাঁচাতে কলকাতায় সহায়সম্বল সবকিছু ফেলে বাংলাদেশে আসা সেসব উর্দূভাষী বিহারী মুসলমানরাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর আটকে পড়া পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। যদিও এদের অনেকেই কোনদিন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী ছিল না। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্য ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁক পরিবর্তনের সাথে জড়িয়ে আছে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ও দাঙ্গার কলঙ্ক। কলকাতা দাঙ্গা ও গণহত্যা পরবর্তী সময়ে পুরো ভারত জুড়ে রক্তাক্ত সিরিজ দাঙ্গার অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল। আসামের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। ১৯৫০ সালে আসামে ভয়াবহ দাঙ্গায় হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। সে সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থনপুষ্ট উগ্রবাদী অসমীয় হিন্দুদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে হাযার হাযার মুসলমান পরিবার সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে (পশ্চিম পাকিস্তান) আশ্রয় নিয়েছিল। আসামের চরুয়া খেদা দাঙ্গার সময় গবেষক ভাস্কর নন্দি একটি মুসলমান গ্রামের ৮০০ মানুষকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা নিজ চোখে দেখার অভিজ্ঞতার বর্ননা দিয়েছেন। তাঁর মতে, পরবর্তীতে লিয়াকত-নেহেরু চুক্তির আওতায় এসব ভারতীয় নাগরিক আসামে ফেরত গেলেও তাদেরকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা ডক্যুমেন্টস দেয়া হয়নি। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে ফেরত যাওয়ার আগেই আসামে প্রথম এনআরসি বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তালিকা প্রকাশিত হয়ে যায়, যেখানে দাঙ্গার সময় পালিয়ে যাওয়া বাঙ্গালী মুসলমানদের নাম ছিল না। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভোটের রাজনীতির সুযোগ সন্ধানীরা বাংলাভাষী লাখ লাখ মুসলমানকে ডি-ভোটার তালিকায় ঢুকিয়ে দেয়। আর উগ্র জাতীয়তাবাদীরা গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়ে তাদেরকে নাগরিকত্বহীন করার হুমকি অব্যাহত রাখে। সেই ১৯৫১ সালের পর আসামে আর কোন নাগরিকত্বপঞ্জি হয়নি। পঞ্চাশের দাঙ্গা ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসহ গুরুত্বপূর্ণ নানা ঘটনাপ্রবাহে আসামের ডেমোগ্রাফিতে তেমন বড় ধরনের

কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তবে ভারতের অন্যান্য অংশের মত নানা রকম বঞ্চনার মধ্যেও ৬ দশকের বেশী সময়ে আসামেও মুসলমানদের সংখ্যা লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে আসামে গিয়ে অভিবাসী হওয়ার কোন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণ নেই। পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোন মুসলমান পরিবারের বাংলাদেশ ছেড়ে আসামে গিয়ে বসতি গড়ার মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লাখ লাখ ভারতীয় নাগরিক চাকুরি নিয়ে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। সীমান্তবর্তী যেলাগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান এটা সাম্প্রতিক সময়ের কোন ঘটনা নয়। আসাম, পূর্ববাংলা, পশ্চিমবঙ্গ মিলে যে গ্রেটার বেঙ্গল সেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই বিশাল বাংলাকে মুসলমানদের নেতৃত্বে ছেড়ে দিতে কলকাতা কেন্দ্রীক হিন্দুদের আপত্তির কারণেই ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হয়েছিল।

আসামে বাঙ্গালীদের মধ্যে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুত্ববাদী সংঘপরিবারের রাজনৈতিক উস্কানীতে উগ্র অসমীয়রা ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই বাঙ্গালী খেদাও আন্দোলন শুরু করলেও ভারতের প্রচলিত আইন, ন্যায়সংগত অধিকারের প্রশ্নে ওরা সফল হ'তে পারেনি। বিশেষতঃ বিজেপি যখন আসামসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি সাম্প্রদায়িক যিকর তুলে ভোটের রাজনীতিতে বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল তখন কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসসহ বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে আসামে বাঙ্গালী অসমীয় বিভাজন সৃষ্টিকারী বৈষম্যমূলক এনআরসি প্রস্তুতির সময়ও পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, আসামের বাঙ্গালী মুসলমানরা বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী নন। আসামের সাবেক কংগ্রেসদলীয় মূখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈও বলেছেন, এরা বাংলাদেশ থেকে আসেনি। আসামে মুসলমানদের ইতিহাস প্রায় হাযার বছরের। সেই ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের শুরুতে, হযরত শাহজালাল ও সফরসঙ্গীদের মাধ্যমে এবং ষোড়শ শতকে ইরাক থেকে আগত আযান ফকীর আসামে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরামেও বেশকিছু বাঙ্গালী মুসলমান বাস করেন। একই দেশের এক রাজ্যের অধিবাসী কর্মসংস্থানের জন্য অন্য রাজ্যে গমন ও স্থায়ীভাবে বসবাসের কোন বিধি নিষেধ ভারতীয় আইনে নেই। হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান ও সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠা আধুনিক উন্নয়নশীল ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে যে মানবিক রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে চলেছে তা ভারতের শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা পুরো ভারতজুড়ে একটি মুসলিমবিদ্বেষী জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাছিলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আসামসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুফল বিজেপি'র পক্ষে গেলেও এর মধ্য দিয়ে একদিকে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংস্কৃতি কলুষিত হচ্ছে অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ ধ্বংস করে ভারতকে ভেতর থেকে অস্থিতিশীল ও দুর্বল করা হচ্ছে। ৪০ লাখ মানুষকে তালিকার বাইরে রেখে করা আসামের নতুন এনআরসি সেখানকার অসমীয়দের কোন সমস্যা না হ'লেও বাঙ্গালীদের জন্য বড় সংকট সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি বাংলা ভাষী হিন্দুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলে অতি সূক্ষ্মভাবে ধর্মের ভিত্তিতে বাঙ্গালীদের মধ্যে একটি বিভাজন সৃষ্টি করতে চাইছে। বিজেপি ও আসামের রাজনৈতিক নেতাদের এহেন কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে অস্বাভাবিক ও উদ্ভট দাবী হচ্ছে, লাখ লাখ বাঙ্গালী মুসলমানকে বিদেশী বা বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অনুপ্রবেশকারী আখ্যায়িত করা। দেশভাগের পর বাংলাদেশের বাঙ্গালী মুসলমানরা যখন পাকিস্তানীদের চাপিয়ে দেয়া ঊর্দূর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বরাক উপত্যকার বাঙ্গালীরাও তাদের উপর অসমীয় ভাষা চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তবে ঘটনাক্রমের বিচারে বাংলাদেশ এবং আসামের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি সমসাময়িক। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে তারিখে আসামের শিলচরে বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষা ও তাদের অঞ্চলের দাফতরিক ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে ১০ হাযারের বেশী মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। সেদিন শিলচর রেলস্টশনে পুলিশের গুলিতে ১১জন নিহত হয়েছিলেন। এর প্রায় একদশক পর বাংলা ভাষা আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। গতে কয়েক বছর আগে আসামের শিলচর রেলস্টেশনটিকে ভাষাশহীদ স্টেশন হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত সরকার। ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বিজেপি বা আসামের নেতারা অজ্ঞ এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই। আসামের নাগরিকত্বপঞ্জী নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক জটিলতার সাথে বাংলাদেশকেও জড়ানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকার, রাজনৈতিক দলগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। তারা হয়তো ভাবছেন এটা ভারতের আভ্যন্তরীন বিষয়। একইভাবে রোহিঙ্গা সমস্যাও মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের প্রশ্নে বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিরবতার সুযোগে উগ্রবাদী বৌদ্ধ ও সামরিক জান্তার হাতে জাতিগত নির্মূলের শিকার হয়েছে। ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরাও রোহিঙ্গা ও বাঙ্গালী মুসলমানদের গুলি করে হত্যার হুমকি দিয়েছে। এহেন বাস্তবতায় ভারত ও বাংলাদেশের সরকার, সব রাজনৈতিক শক্তি ও নাগরিক সমাজকে আসামের এনআরসি এবং হিন্দুত্ববাদীদের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক সংকট সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে, ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ, ওআইসি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নযরদারীর উদ্যোগ থাকতে হবে। *[সংকলিত]*

Contents

কালোজিরার উপকারিতা

কালোজিরার বৈজ্ঞানিক নাম nigella sativa। হাদীছে একে 'হাববাতুস সাওদা' বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালোজিরা সকল রোগের ঔষধ মৃত্যু ব্যতীত' *(বুখারী হা/৫৬৮৭; মুসলিম হা/২২১৫; মিশকাত হা/৪৫২০)*। এই কালো বীজের স্বাস্থ্য উপকারিতা অপরিসীম। ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া নিধন থেকে শুরু করে শরীরের কোষ ও কলার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কালোজিরা। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের জন্যই নয় কালোজিরা চুল ও ত্বকের জন্যও অনেক উপকারী। কালোজিরার উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি : এক চা-চামচ পুদিনাপাতার রস বা কমলার রস অথবা এক কাপ রং চায়ের সাথে এক চা-চামচ কালোজিরার তেল মিশিয়ে দিনে তিনবার করে নিয়মিত সেবন করলে দুশ্চিন্তা দূর হয়। এছাড়া কালোজিরা মেধা বিকাশের জন্য কাজ করে। এটি মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্মরণ শক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

২. মাথা ব্যথা নিরাময়ে : ১/২ চা-চামচ কালোজিরার তেল মাথায় ভালোভাবে লাগাতে হবে এবং এক চা চামচ কালোজিরার তেল সমপরিমাণ মধুসহ দিনে তিনবার করে ২/৩ সপ্তাহ সেবন করলে মাথা ব্যথা দূর হবে।

৩. সর্দি সারাতে : এক চা-চামচ কালোজিরার সঙ্গে তিন চা-চামচ মধু ও দুই চা-চামচ তুলসী পাতার রস মিশিয়ে খেলে জ্বর ও সর্দি-কাশি দূর হয়। সর্দি বসে গেলে কালোজিরা বেটে কপালে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। একই সঙ্গে পাতলা পরিষ্কার কাপড়ে কালোজিরা বেঁধে শুকতে থাকলে, শ্লেষ্মা তরল হয়ে ঝরে পড়বে। আরো দ্রুত ফল পেতে বুকে ও পিঠে কালোজিরার তেল মালিশ করতে হবে।

৪. বাতের ব্যথা দূরীকরণে : আক্রান্ত স্থান ধুয়ে পরিষ্কার করে তাতে মালিশ করতে হবে। এক চা-চামচ কাঁচা হলুদের রসের সাথে সমপরিমাণ কালোজিরার তেল ও সমপরিমাণ মধু বা এক কাপ রং চায়ের সাথে দৈনিক ৩বার করে ২/৩ সপ্তাহ সেবন করলে ব্যাথা দূর হবে।

৫. বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ সারাতে : আক্রান্ত স্থান ধুয়ে পরিষ্কার করে তাতে কালোজিরার তেল মালিশ করতে হবে। সেই সাথে এক চা-চামচ কাঁচা হলুদের রসের সাথে সমপরিমাণ কালোজিরার তেল ও সমপরিমাণ মধু বা এককাপ রং চায়ের সাথে দৈনিক ৩বার করে ২/৩ সপ্তাহ সেবন করতে হবে।

৬. হার্টের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে : এক চা-চামচ কালোজিরার তেল এক কাপ দুধের সাথে দৈনিক ২বার করে ৪/৫ সপ্তাহ সেবন করতে হবে। সেই সাথে শুধু কালোজিরার তেল বুকে নিয়মিত মালিশ করতে হবে।

৭. ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখতে : প্রতিদিন সকালে রসুনের দু'টি কোষ চিবিয়ে খেয়ে এবং সমস্ত শরীরে কালোজিরার তেল মালিশ করে সূর্যের তাপে কমপক্ষে আধাঘন্টা অবস্থান করতে হবে। সেই সাথে এক চা-চামচ কালোজিরার তেল সমপরিমাণ মধুসহ প্রতি সপ্তাহে ২/৩ দিন সেবন করলে ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকে। এছাড়া কালোজিরা বা কালোজিরার তেল বহুমূত্র রোগীদের রক্তের শর্করার মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং নিম্ন রক্তচাপকে বৃদ্ধি করে ও উচ্চ রক্তচাপকে হ্রাস করে।

৮. অর্শ রোগ নিরাময়ে : এক চা-চামচ মাখন ও সমপরিমাণ তেল চুরন/তিলের তেল, এক চা-চামচ কালোজিরার তেল সহ প্রতিদিন খালি পেটে ৩/৪ সপ্তাহ সেবন করলে অর্শ দূর হবে।

৯. শ্বাস কষ্ট বা হাঁপানী রোগ সারাতে : হাঁপানী বা শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য কালোজিরা অনেক বেশী উপকারী। প্রতিদিন কালোজিরার ভর্তা খেলে হাঁপানি বা শ্বাস কষ্টজনিত সমস্যা উপশম হবে। এছাড়া এক চা-চামচ কালোজিরার তেল, এক কাপ দুধ বা রং চায়ের সাথে দৈনিক ৩বার করে নিয়মিত সেবন করলে উপকার হবে।

১০. ডায়বেটিক নিয়ন্ত্রণে : ডায়াবেটিক রোগ উপশমে বেশ কাজে লাগে কালোজিরা। এক চিমটি পরিমাণ কালোজিরা এক গ্লাস পানির সঙ্গে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া এক চা-চামচ কালোজিরার তেল, এক কাপ রং চা বা গরম ভাতের সাথে মিশিয়ে দৈনিক ২বার করে নিয়মিত সেবন করলে ডায়বেটিক নিয়ন্ত্রণে শতভাগ ফলপ্রসু হবে।

১১. জৈব শক্তি বৃদ্ধির জন্য : কালোজিরা নারী-পুরুষ উভয়ের স্নায়ুবিক ক্ষমতা বাড়ায়। প্রতিদিন কালোজিরা খাবারের সাথে খেলে পুরুষের স্পার্ম সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পুরুষত্বহীনতা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়। এক চা-চামচ মাখন, এক চা-চামচ জাইতুন তেল সমপরিমাণ কালোজিরার তেল ও মধুসহ দৈনিক ৩ বার ৪/৫ সপ্তাহ সেবন করলে উপকার হবে।

১২. অনিয়মিত মাসিক স্রাব বা মেহ/প্রমেহ রোগের ক্ষেত্রে : এক কাপ কাঁচা হলুদের রস বা সমপরিমাণ আতপ চাল ধোয়া পানির সাথে এক চা-চামচ কালোজিরার তেল মিশিয়ে দৈনিক ৩বার করে নিয়মিত সেবন করলে শত ভাগ উপকার হবে।

১৩. দুগ্ধ দানকারিনী মায়েদের দুধ বৃদ্ধির জন্য : যেসব মায়েদের বুকে পর্যাপ্ত দুধ নেই, তাদের জন্য কালোজিরা মহৌষধ। মায়েরা প্রতি রাতে শোয়ার আগে ৫-১০ গ্রাম কালোজিরা মিহি করে দুধের সঙ্গে খেলে। মাত্র ১০-১৫ দিনে দুধের প্রবাহ বেড়ে যাবে। এছাড়া এ সমস্যা সমাধানে কালোজিরা ভর্তা করে ভাতের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া এক চা-চামচ কালোজিরার তেল সমপরিমাণ মধুসহ দৈনিক ৩ বার করে নিয়মিত সেবন করলে শতভাগ ফল পাওয়া যাবে।

১৪. ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে : ত্বকের প্রভা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য কালোজিরা ফলপ্রদ। এতে লিনোলেইক ও লিনোলেনিক নামের এসেনশিয়াল ফ্যাটি এসিড থাকে, যা পরিবেশের প্রখরতা, স্ট্রেস ইত্যাদি থেকে ত্বককে রক্ষা করে এবং ত্বককে সুন্দর করে ও ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে।

মুখের ব্রণ দূর করতে সাইডার ভিনেগারের সাথে কালোজিরা মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। এভাবে নিয়মিত লাগালে ব্রণ দূর হবে। শুষ্ক ত্বকের জন্য কালোজিরার গুঁড়া ও কালোজিরার তেলের

সাথে তিলের তেল মিশিয়ে ত্বকে লাগালে এক সপ্তাহের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন আসবে।

১৫. গ্যাষ্ট্রিক ও আমাশয় নিরাময়ে : এক চা-চামচ তেল সমপরিমাণ মধু সহ দিনে ৩বার করে ২/৩ সপ্তাহ সেবন করলে উপকার হবে।

১৬. জন্ডিস বা লিভারের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে : এক গ্লাস ত্রিফলার শরবতের সাথে এক চা-চামচ কালোজিরার তেল দিনে ৩বার করে ৪/৫ সপ্তাহ সেবন করলে ফল পাওয়া যাবে।

১৭. রিউমেটিক ও পিঠে ব্যথা দূর করার জন্য : কালোজিরার তেল আমাদের দেহে বাসা বাঁধা দীর্ঘ মেয়াদী রিউমেটিক এবং পিঠে ব্যথা কমাতে বেশ সাহায্য করে।

১৮. শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি করতে কালোজিরা : দুই বছরের অধিক বয়সী শিশুদের কালোজিরা খাওয়ানোর অভ্যাস করলে দ্রুত শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ঘটে। শিশুর মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেও অনেক কাজ করে কালোজিরা।

১৯. মাথা ব্যথা দূর করতে : মাথা ব্যথায় কপালের উভয় চিবুকে ও কানের পার্শ্ববর্তী স্থানে দৈনিক ৩/৪ বার কালোজিরা তেল মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়।

২০. স্বাস্থ্য ভাল রাখতে : মধুসহ প্রতিদিন সকালে কালোজিরা সেবনে স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও সকল মহামারী রোগ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়।

২১. হজমের সমস্যা দূরীকরণে : হজমের সমস্যায় এক-দুই চা-চামচ কালোজিরা বেটে পানির সঙ্গে খেতে থাকুন। এভাবে প্রতিদিন দু'তিনবার খেলে এক মাসের মধ্যে হজমশক্তি বেড়ে যাবে। পাশাপাশি পেট ফাঁপাভাবও দূর হবে।

২২. লিভারের সুরক্ষায় : লিভারের সুরক্ষায় ভেষজটি অনন্য। লিভার ক্যান্সারের জন্য দায়ী আফলাটক্সিন নামক বিষ ধ্বংস করে কালোজিরা।

২৩. চুল পড়া বন্ধ করতে : কালোজিরা খেলে চুল পর্যাপ্ত পুষ্টি পাবে। ফলে চুল পড়া বন্ধ হবে। আরো ফল পেতে চুলের গোড়ায় এর তেল মালিশ করা যেতে পারে।

২৪. দেহের সাধারণ উন্নতি : নিয়মিত কালোজিরা সেবনে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সতেজ করে ও সার্বিকভাবে স্বস্থ্যের উন্নতি সাধন করে। এটি মূত্র বর্ধক ও উচ্চরক্তচাপ হ্রাসকারক, গ্যাসট্রিক আলসার প্রতিরোধক, ভাইরাস প্রতিরোধক, টিউমার ও ক্যান্সার প্রতিরোধক, ব্যাকটেরিয়া এবং কৃমিনাষক, রক্তের স্বাভাবিকতা রক্ষাকারক, যকৃতের বিষক্রিয়ানাসক, এলার্জি প্রতিরোধক। অরুচি, উদরাময় নিরাময়ে কালোজিরা সহায়তা করে। মাথা ঝিমঝিম করা, মুখশ্রী ও সৌন্দর্য রক্ষা, অবসন্নতা-দুর্বলতা, নিষ্ক্রিয়তা ও অলসতা, আহারে অরুচি দূর করতে কালোজিরা উপযোগী। দেহের কাটা-ছেঁড়া শুকানোর জন্য কাজ করে। এছাড়া কালোজিরা নিয়মিত খেলে শরীরে সহজে ঘা, ফোড়া, সংক্রামক রোগ হয় না। তিলের তেলের সঙ্গে কালোজিরা বাঁটা বা কালোজিরার তেল মিশিয়ে ফোড়াতে লাগালে ফোড়া উপশম হয়।

২৫. দাঁত ব্যথা দূরীকরণে : দাঁতে ব্যথা হ'লে কুসুম গরম পানিতে কালোজিরা গুড়া বা তেল দিয়ে কুলি করলে ব্যথা কমে যাবে এবং জিহ্বা, তালু, দাঁতের মাড়ির জীবাণু মরে যায়।

২৬. শান্তিপূর্ণ ঘুমের প্রয়োজনে : কালোজিরার তেল ব্যবহারে রাতভর শান্তিপূর্ণ নিদ্রা হয়।

২৭. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে : কালোজিরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। নিয়মিত কালোজিরা খেলে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতেজ থাকে। এতে করে যে কোন জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেহকে প্রস্তুত করে তোলে এবং সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। ১ চামচ কালোজিরা অথবা কয়েক ফোটা কালোজিরার তেল ১ চামচ মধুসহ প্রতিদিন সেবন করলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

২৮. পারকিনসন্স রোগের প্রতিকারে : কালোজিরায় থাইমোকুইনিন থাকে যা পারকিনসন্স ও ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত দের দেহে উৎপন্ন টক্সিনের প্রভাব থেকে নিউরনের সুরক্ষায় কাজ করে।

২৯. চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে : কালোজিরার তেল চুলের কোষ ও ফলিকলকে চাঙ্গা করে ও শক্তিশালী করে, যার ফলে নতুন চুল সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কালোজিরার তেল চুলের গোড়া শক্ত করে ও চুল পড়া কমায়।

৩০. কিডনির পাথর ও ব্লাডার : কালোজিরা উত্তমরূপে গুঁড়ো করে মধুর সাথে মিশ্রিত করে দুই চামচ মিশ্রণ আধাকাপ গরম পানিতে মিশিয়ে প্রতিদিন আধাকাপ তেল সহ পান করতে হবে। কালোজিরার টীংচার মধুসহ দিনে ৩/৪ বার ১৫ ফোঁটা সেবন করা যেতে পারে।

৩১. চোখের ব্যথা দূর করতে : রাতে ঘুমাবার আগে চোখের উভয়পাশে ও ভ্রূতে কালোজিরার তেল মালিশ করতে হবে। এককাপ গাজরের রসের সাথে একমাস কালোজিরা তেল সেবন করলে ব্যথা দূর হবে। নিয়মিত গাজর খেলে এবং কালোজিরা টীংচার সেবন ও তেল মালিশে উপকার হবে।

৩২. ডায়রিয়া : মুখে খাবার স্যালাইন ও হোমিও ওষুধের পাশাপাশি ১ কাপ দই ও বড় একচামচ কালোজিরা তেল দিনে ২ বার সেবন করলে ডায়রিয়া কমে যাবে।

৩৩. জ্বর : সকাল-সন্ধ্যায় লেবুর রসের সাথে ১ চামচ কালোজিরা তেল পান করলে জ্বর কমবে। কালোজিরা ও লেবুর টীংচার (অ্যাসেটিক অ্যাসিড) মিশ্রণ করে সেবন করা যেতে পারে।

৩৪. আঁচিল : হেলেঞ্চা দিয়ে ঘষে কালোজিরার তেল লাগানো যায়। হেলেঞ্চা মূল আরক মিশিয়ে নিলেও হবে।

সতর্কতা : গর্ভাবস্থায় ও দুই বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের কালোজিরার তেল সেবন করা উচিত নয়। তবে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা যাবে। পুরাতন কালোজিরার তেল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

॥ সংকলিত ॥

কালোজিরা চাষ পদ্ধতি

কালোজিরা মাঝারী জাতীয় নরম মৌসুমী গাছ। একবার ফুল ও ফল হয়ে মরে যায়। উচ্চতায় ২০-৩০ সেমি (৮-১২ ইঞ্চি), পাতা সরু ও চিকন, সবুজের মধ্যে ছাই রং মেশানো। জোড়া ধরে সোজা হয়ে পাতা জন্মায়। কালোজিরার গাছে স্ত্রী, পুরুষ দুই ধরনের ফুল হয়। নীলচে সাদা (জাত বিশেষ হলুদাভ) রঙ। এতে পাঁচটি পাঁপড়ি থাকে। এর ফল গোলাকার, কিনারায় আঁকর্শির মত বাড়তি অংশ থাকে। কালো রঙের প্রায় তিন কোণা আকৃতির বীজ। বীজকোষ খাঁজ আকারে ফলের সাথে লম্বালম্বিভাবে থাকে। প্রতিটি ফলে ২০-২৫ টি বীজ থাকতে পারে।

সময়কাল ও জমি : শুকনা ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া কালোজিরা আবাদের জন্য উপযুক্ত। ফুল ফোটার সময় বৃষ্টি হ'লে কালোজিরার ফলন কমে যায়। বীজ বপনের জন্য ৩ থেকে ৪টি চাষ ও আড়াআড়ি মই দিয়ে মাটি ঝুরাঝুরা করতে হয়। এরপর আগাছা পরিষ্কার করে জমি সমতল করে বীজ বপন করতে হয়। অল্প পরিমাণ এক বিঘা বা তার কম জমিতে চাষ করলে ৫ সেন্টিমিটার বা ২ ইঞ্চি উঁচু খণ্ডিত বেড তৈরি করা ভালো।

বপন : অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজ বপন করা যায়। তবে নভেম্বর মাসের প্রথম-দ্বিতীয় সপ্তাহ বীজ বপন করার উত্তম সময়। অগ্রহায়ণের শেষ থেকেই বীজ বপন করা যায়। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে পৌষের প্রথমে বপন করা ভালো। সফলভাবে কালোজিরা উৎপাদনের জন্য ১৫ঃ১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে লাইনে বীজ বপন করলে ভালো হয়। ১-৪ ইঞ্চি গর্ত করে প্রতি গর্তে ২-৩টি করে বীজ বপণ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে বীজ যেন বেশী গভীরে না যায়। বীজ বপনের আগে আলাদা করে শোধনের দরকার নেই। তবে বোনার আগে ভালো করে ধুয়ে ধুলাবালি ও চিটা বীজ সরিয়ে নেয়া ভালো। ভেজা বীজ বপন করা উচিত নয়। ১ বিঘা জমিতে ১ কেজি থেকে ১.৫ কেজি বীজ লাগে। আর হেক্টরপ্রতি ৪ থেকে ৬ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। তবে লাইনে লাগালে ৩.৫ কেজি থেকে ৪.৫ কেজি বীজই যথেষ্ট।

সার প্রয়োগ : জমি তৈরির সময় ছাড়া পরে আর সার দেওয়ার তেমন প্রয়োজন নেই। জৈব ও অজৈব সারের সমন্বয়ে হেক্টরপ্রতি সারের পরিমাণ হ'ল পচা গোবর ৫ থেকে ১০ মেট্রিক টন, ইউরিয়া ১২৫ কেজি, টিএসপি ৯৫ থেকে ১০০ কেজি, এমওপি ৭৫ কেজি। জমি তৈরি ও শেষ চাষের সময় জৈবসার, অর্ধেক ইউরিয়া, পুরো টিএসপি ও এমওপি মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপনের ৪০ দিন পর বাকী ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ হিসাবে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। কেউ কেউ ভালো ফলনের জন্য খৈল ব্যবহার করেন।

পরিচর্যা : বীজ লাগানোর পরই হালকা করে মাটি দিয়ে গর্ত ঢেকে দিতে হবে। পাখিতে যেন বীজ খেতে না পারে, সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া প্রয়োজন হ'লে আগাছা পরিষ্কার, গাছ পাতলাকরণ কাজ নিয়মিত ও পরিমিতভাবে করতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন : সাধারণত সেচের প্রয়োজন নেই। তবে নতুন চারা লাগানোর পর রোদ বেশী হ'লে ছিটিয়ে পানি দেয়া যায়। সন্ধ্যায় পানি ছিটিয়ে দেয়া ভালো। জমিতে রস না থাকলে বীজ বপনের পর হালকা সেচ দিতে হবে। তবে প্লাবন সেচ দিলে বীজ এক জায়গায় জমা হয়ে যেতে পারে। মাটির ধরন ও বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে পুরো জীবনকালে ২-৩ বার সেচ দিতে হবে। কোন কারণে জমিতে পানি জমলে দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা : কালোজিরা সহজে তেমন কোন পোকামাকড়ে আক্রমণ করে না। বরং এর স্বাভাবিক পোকামাকড় ধ্বংসের ক্ষমতা আছে। রোগবালাইও তেমন হয় না। মাঝে মাঝে কিছু ছত্রাক আক্রমণ দেখা দিলে রিডোমিল গোল্ড বা ডাইথেন এম ৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ২-৩ বার ১০ দিন পরপর ছিটিয়ে দিতে হবে।

জীবনকাল : অংকুরোদগম-চারা গজাবে- ১২-১৬ দিনে; গাছের বৃদ্ধি পাবে ৩০-৪০ দিনে; ফুল আসবে ৩৫-৪২ দিনে; ফল আসবে ৪২-৫৫ দিনে; ফল পাকবে- ৬০ থেকে ৮৫ দিনে। বীজ বপনের পর সর্বমোট ১৩৫ থেকে ১৪৫ দিনে গাছ হলদে বর্ণ ধারণ করে মরে যায়। ১৫-২০ সপ্তাহের মধ্যে ফসল পাকবে ও তোলার সময় হবে। অর্থাৎ পৌষের প্রথমে চাষ করলে ফাল্গুন-চৈত্রে ফসল তোলা যাবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন : ১ বিঘা জমিতে চাষ করলে গড়ে ৯০ থেকে ১১০ কেজি কালোজিরা পাওয়া যাবে। একরপ্রতি ৩০০ কেজি থেকে ৩৪০ কেজি পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। বারি কালোজিরা-১ সঠিক পরিচর্যায় হেক্টরপ্রতি ১ মেট্রিক টন পর্যন্ত ফলন দেয়। ফাল্গুন-চৈত্রে গাছ মরে গেলে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে ২ দিন রোদে শুকিয়ে নিয়ে হাতে সাবধানে আঘাত করে মাড়াই করে বা লাঠি দিয়ে বীজ সংগ্রহ করা যায়। গাছে সামান্য রস থাকতেই ফল সংগ্রহ করা উচিত। অন্যথা বীজ জমিতে ঝরে পড়তে পারে। বীজ রোদে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে কুলা দিয়ে পরিষ্কার করে চটের বস্তায় বা মাটির পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে অন্তত এক বছর পর্যন্ত বীজ ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। মানসম্মত বীজ সংরক্ষণে পাত্র শুকনো, ঠাণ্ডা, অন্ধকার জায়গায় রাখতে হবে।

বাণিজ্যিক বা পারিবারিক প্রয়োজনে সামান্য এক টুকরো জমিতে পরিকল্পিতভাবে কালোজিরা চাষ করে নিজেদের বার্ষিক প্রয়োজন মেটানো যায়। সুতরাং সুন্দর সুস্থ সবল সুস্বাস্থ্যের জন্য কম দামি দাওয়াই, পথ্য, ভেষজ উপাদান আর পুষ্টি উপাদান হিসাবে নিয়মিত ও পরিমিত কালোজিরার চাষ করে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। তখন লাভ হবে নিজেদের, লাভ হবে জাতির। সমৃদ্ধ হবে কৃষি ভাণ্ডার।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

ভিক্ষুক

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ভিক্ষুক কে তুই খেদাসনে বাপ
তিক্ত কথার ধাক্কা দে,
পেটটিতে তার খুব ক্ষুধা বাপ
তাকে এক মুঠা ভিক্ষা দে।
করুণ সুরে কাতর হয়ে
হাতটি বাড়ায় তোর দ্বারে
শক্ত কথার তিক্ত বাণে
তাকে তাড়াতে কেউ পারে?
চিন্তা করিস ভর দিনে তোর
পকেট খরচ হয় কত?
তোর খরচের এক সিকিটা
ভিক্ষা করে নেয় না তো!
সন্ত্রাসী আর ডাকাত যারা
বাগিয়ে ছোরা সম্মুখে,
চাইলে টাকা পকেট হ'তে
যা থাকে সব দিস তাকে।
অর্থ যত ব্যর্থ কাজে
রাত্রি দিনে যায় চলে,
দুঃখ শুধু ঐখানেতে
ফকীরটাকে ভিখ দিলে!
নির্বাচনে যিদ ধরে তোর
কত টাকা হয় খরচ?
চা, পান, আর বিস্কুটেতে
কতই চলে যাচ্ছে রোজ?
বন্ধু যে কেউ থাকলে পাশে
তার পাছে তো খরচ হয়
তবু মুখে হাসি তোমার
এসব কাজে দুঃখ নেই।
খেদাস নে আর তাড়াস নে বাপ
ফকীরটাকে ভিক্ষা দে,
মিষ্টি কথায় ভালোবেসে
পারিস তাকে শিক্ষা দে।

***

গরীবের হক

হোসনে আরা সুলতানা
শিক্ষিকা, মাধবদী ওয়েস্টার্ন স্কুল, নরসিংদী।

গরীবের হক মেরে,
ধনীরা পেট ভরে।
শান্তিতে ফ্যাট বাড়ে,
বয়ে নিতে হয় তারে।
যেতে হবে পরপারে,
ভাবনা-চিন্তা নাহি করে।
কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব হবে,
খেয়েছে যা লুটেপুটে।
ধনীদের অর্জিত সম্পদে
সুবিধা বঞ্চিতদের হক আছে।
কর না গৌরব দিয়ে যাকাত,
গরীবের হক দিলেই
হালাল হবে সম্পদ।

***

স্বাধীনতা

আয়েশা আখতার
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।

আমি চাইনা চাইনা সে স্বাধীনতা
যে স্বাধীনতার নামে চলে
নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।
আমি চাইনা চাইনাকো সেই স্বাধীনতা
যে স্বাধীনতার নামে পরকীয়ায়
জড়িয়ে নিজ সন্তানকে করে হত্যা।
আমি চাইনা সেই স্বাধীনতা
যে স্বাধীনতার ফলে
নাম-পরিচয়হীন অবুঝ শিশু
পড়ে থাকে ডাষ্টবিনে।
আমি চাইনা সেই স্বাধীনতা
স্বাধীনতার নামে
মদ, সূদ-ঘুষ ও পতিতার চলে বৈধতা।
আমি চাইনা সে স্বাধীনতা
সংস্কৃতির নামে যেখানে চলে নির্লজ্জতা,
প্রেম-ভালোবাসার নামে চলে অবাধ যৌনতা।
আমি চাইনা চাইনা সে স্বাধীনতা
যাতে অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যায়,
নির্দোষ থাকে কারাগারে।
আমি চাইনা চাইনা সে স্বাধীনতা
যে স্বাধীনতার নামে
গুম, খুন, হত্যা, ধর্ষণ চলে দিন-রাত
স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি থাকে না
চলে সদা জাহেলিয়াত?

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা হজ্জে (১৮ ও ৭৭ নং আয়াত)। ২. ৫৭ বার।
৩. ১৩৯ বার (একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন শব্দে)।
৪. ৭৭ বার। ৫. ১২৬ বার। ৬. ৬ বার।
৭. সূরা ফাতাহ-এর ২৯ নং আয়াতে।
৮. মাগযূবি আলাইহিম বলতে ইহুদীদেরকে এবং যাল্লীন বলতে খ্রিষ্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে।
৯. সূরা কাওছার।
১০. সূরা কুরায়শ, ফালাক্ব ও আছর।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. জেনারেল এমএজি ওছমানী।
২. শিল্পাচার্য যয়নুল আবেদীন।
৩. বি এন এস পদ্মা।
৪. ২রা মার্চ ১৯৭১।
৫. ৪ঠা মার্চ ১৯৭২।
৬. ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।
৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২১ খ্রিঃ)।
৮. বিচারপতি মুহাম্মাদ ইদ্রীস।
৯. একে খন্দকার।
১০. কানিজ ফাতেমা রোকসানা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. পবিত্র কুরআনের কোন সূরায় দু'বার 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' রয়েছে?
২. কুরআনের কোন সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' নেই?
৩. পবিত্র কুরআনে মোট কতবার 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' রয়েছে?
৪. কোন সূরা সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ বলেন, 'মানুষের জন্য এ সূরাটি ব্যতীত অন্য সূরা নাযিল না হ'লেও যথেষ্ট ছিল'?
৫. পবিত্র কুরআনে কতজন নবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে?
৬. মাক্কী সূরা ও মাদানী সূরা বলতে কি বুঝায়?
৭. মাক্কী সূরার মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি কি?
৮. মাদানী সূরার মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি কি?
৯. মাদানী সূরা চেনার উপায় কি?
১০. মাক্কী সূরার সংখ্যা কত?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)

১. দেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত যেলা কোনটি?
২. দেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম কোনটি?
৩. দেশের প্রথম বাণিজ্য জাহাযের নাম কি?
৪. দেশের প্রথম নারী উপাচার্যের নাম কি?
৫. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রথম নারী শহীদ কে?
৬. এভারেস্ট জয়ী দেশের প্রথম নারী কে?
৭. দেশের প্রথম নারী স্পিকার কে?
৮. দেশের প্রথম এভারেস্ট জয়ী কে?
৯. বাংলাদেশের ১ম আদম শুমারী হয় কত সালে?
১০. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

বাজে-ধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ ২৯শে আগষ্ট বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় যেলার আত্রাই উপযেলাধীন বাজে-ধনেশ্বর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম।

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহমখদুম থানাধীন সন্তোষপুর-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

টেমা, মোহনপুর, রাজশাহী ৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন টেমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ পারভেয হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান।

গাহি সাম্যের গান

নাছির ফরহাদ
ধর্মদহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

আমরা নবীন আনবো সুদিন
কুরআনের জয়গান,
শান্ত হ'লেও তীক্ষ্ম মোরা
গতিশীল বেগবান।

ভয়-শঙ্কা নেই যে মোদের
মোরা বীর নওজোয়ান,
সাহসী বুকে এগিয়ে চলি
গাহি সাম্যের গান।

এই পৃথিবী আসবে একদিন
ইসলামের কব্জায়,
আলেম-ওলামা যাবে না আর
যালেমের দরজায়।

জাগবে আবার নতুন ধরা
হৃদয় করে স্নান,
বিশ্ব হৃদয় ফিরে পাবে
মুসলিমের সম্মান।

***

Contents

স্বদেশ

হালাল পণ্য রফতানীতে বাংলাদেশ পিছিয়ে

বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্য ও সেবার বাজার নিয়মিত বাড়ছে। খাদ্য, ওষুধ, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধনী, আর্থিক লেনদেন, পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর হালাল পণ্য ও সেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর বাজার বড় হচ্ছে। থমসন রয়টার্সের দ্য স্টেট অব দ্য গ্লোবাল ইসলামিক ইকোনমি রিপোর্টে (২০১৭-১৮) বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে বিশ্বে ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের হালাল পণ্য ব্যবহৃত হয়েছে। ২০১৫ সালে এ অঙ্ক ছিল ১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০২২ সালে এ বাজারের আকার বেড়ে ৩ ট্রিলিয়নে দাঁড়াবে। হালাল পণ্যের বিশাল বাজারে মালয়েশিয়া শীর্ষে। আর বাংলাদেশের অবস্থান ১৫তম।

হালাল পণ্যের বাজারের আকার বোঝা যায় মালয়েশিয়ার আন্ত র্জাতিক হালাল পণ্য প্রদর্শনীর তথ্য থেকে। এ বছর দেশটি ১৫তম প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ৪-৭ই এপ্রিল কুয়ালালামপুরে। গত বছর কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এ মেলায় মোট ৮০টি দেশের ২২ হাযার ৭৪৪ জন ক্রেতা-দর্শনার্থীর অংশগ্রহণে এ প্রদর্শনীতে ২৬ কোটি ৫০ লাখ ডলারের সরাসরি বাণিজ্য হয়েছে।

ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

গত ২৯শে জুলাই রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে জাবালে নূর পরিবহনের বাস চাপায় দুই কলেজ শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার পর নিরাপদ সড়কের দাবীতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ‘সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮’ এর খসড়া ৬ই আগষ্ট মন্ত্রীসভার বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। গত বছরের ২৭শে মার্চ ‘সড়ক পরিবহন আইন’-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রীসভা। খসড়া আইনে পরিবহন খাতে বিভিন্ন অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়।

আইনানুযায়ী গাড়ি চালানোর সময় কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে সর্বোচ্চ এক মাসের কারাদণ্ড বা ৫ হাযার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডের বিধান রয়েছে। সড়কের ফুটপাতের ওপর দিয়ে কোন ধরনের মোটরযান চলাচল করতে পারবে না। করলে তিন মাসের কারাদণ্ড বা ৩৫ হাযার টাকা জরিমানা গুনতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য গাড়ি চালককে কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পাস হ’তে হবে। কন্ডাক্টর বা চালকের সহযোগীকে কমপক্ষে লেখার ও পড়ার সক্ষমতাসহ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া থাকতে হবে। কেউ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালালে সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫০ হাযার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। চালকের সহকারীর লাইসেন্স লাগবে। কন্ডাক্টরের লাইসেন্স না থাকলে এক মাসের কারাদণ্ড বা ২৫ হাযার টাকা জরিমানা হবে। জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড বা ৩ লাখ টাকা জরিমানা। ফিটনেস বিহীন মোটরযান চালালে সর্বোচ্চ ১ বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে। দুর্ঘটনার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষ হত্যা করলে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। হত্যা না হ’লে ৩০৪ ধারায় শাস্তি হবে যাবজ্জীবন। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে ৩০৪ (বি) ধারা অনুযায়ী ৩ বছরের কারাদণ্ড হ’তে পারে। গাড়ি ওযনসীমা অতিক্রম করলে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড বা ৩ লাখ টাকা জরিমানা হবে।

সঊদী আরবে ১০৫ জন বাংলাদেশী হজ্জ পালনকারীর মৃত্যু

এবারের পবিত্র হজ্জ পালন করার সময় সঊদী আরবে পৌঁছার পর পৃথক পাঁচটি স্থানে ১০৫ জন বাংলাদেশী মৃত্যুবরণ করেছেন। এদের মধ্যে ৮৭ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী রয়েছেন। যে ১০৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে মক্কায় ৬৮ জন, মদীনায় ৭ জন, জেদ্দায় ২ জন, মিনায় ১৮ জন ও আরাফাতে ১০ জন। চলতি বছর এক লাখ ২৭ হাযার ৭৯৮ জন বাংলাদেশী হজ্জ করতে যান। এর মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সাত হাযার ১৯৮ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এক লাখ ২০ হাযার জন হজ্জ করতে গেছেন।

মোবাইলের নতুন কলরেটে খরচ বেড়েছে ৮০ শতাংশ

সব অপারেটরে অভিন্ন কলরেট চালু করার কথা বলে মোবাইল ফোন গ্রাহকদের খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে সরকার। গত ১৩ই আগষ্ট মোবাইল ফোন অপারেটরদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে কলরেট বাড়ানোর নির্দেশনা দেয় টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী অননেটে (একই অপারেটরের নম্বরে) পূর্বের ২৫ পয়সা থেকে ২০ পয়সা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয় ৪৫ পয়সা। অন্যদিকে অফনেটে (ভিন্ন অপারেটরের নম্বরে) কথা বলার জন্য ১৫ পয়সা কমিয়ে প্রতি মিনিট নির্ধারণ করা হয় ৪৫ পয়সা। এর আগে একই অপারেটরে ফোন করলে এই চার্জ ছিল মিনিট প্রতি ২৫ পয়সা। আর অন্য অপারেটরে সর্বনিম্ন কলচার্জ ছিল মিনিট প্রতি ৬০ পয়সা। আগে ১০ মিনিটের টকটাইম কেনা যেত ৩ টাকা ৮৫ পয়সায়। কিন্তু ১৩ই আগস্টের পর থেকে তা কিনতে হচ্ছে ৫ টাকা ৭০ পয়সায়। আগে অননেটে কথা বলার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন কলরেট ছিল ২৫ পয়সা। এখন একটি কলের সর্বনিম্ন চার্জ যদি ৪৫ পয়সা হয় তাহ’লে তা ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক ও সারচার্জসহ গিয়ে দাঁড়ায় ৫৫ পয়সায়। বিটিআরসির এই সিদ্ধান্তের ফলে অনেকে এখন মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে ইন্টারনেট কলের মাধ্যমে কথা সেরে নিচ্ছেন। গ্রাহকরা প্রায় ৯০ শতাংশ ফোন কল করছেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

বিটিআরসির হিসাব মতে, গত জুন’১৮ পর্যন্ত দেশে সচল ফোন সংযোগ রয়েছে ১৫ কোটি নয় লাখ। এর মধ্যে গ্রামীণ ফোনের রয়েছে ছয় কোটি ৯২ লাখ, রবির চার কোটি ৪৭ লাখ, বাংলালিংকের তিন কোটি ৩৩ লাখ এবং টেলিটকের ৩৭ লাখ ৪৬ হাযার। মোবাইল ফোন অপারেটরদের কাছে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে গ্রামীণফোন থেকে ৯০ শতাংশ কল হয় অননেটে, ১০ শতাংশ কল অফনেটে হয়। অন্যদিকে, সরকারের মালিকানাধীন অপারেটর টেলিটকের ১০ শতাংশ কল অননেটে ও ৯০ শতাংশ কল অফনেটে হচ্ছে। রবি ও বাংলালিংকের অননেট-অফনেট কলের পরিমাণ ৭০ ও ৩০ শতাংশ।

বিদেশ

মদ্যপানের কোন নিরাপদ মাত্রা নেই

মদ্যপানের কোন নিরাপদ মাত্রা নেই। যে কোন পরিমাণ মদপানই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ইনস্টিটিউট ফর হেলথ ম্যাট্রিকসে’ ‘গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজ’ নামের বৈশ্বিক উদ্যোগের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মদপান ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিষয়ক জার্নাল ল্যানসেটে এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বিশ্বে প্রতি তিনজনে একজন মদ পান করে। অপরিণত বয়সে মৃত্যু ও প্রতিবন্ধিতার জন্য সপ্তম ঝুঁকিপূর্ণ অভ্যাস মদ্যপান। প্রতিবছর ২৮ লাখ মানুষ মারা যায় মদের কারণে। গবেষকেরা বলেছেন, মদের কোন নিরাপদ মাত্রা নেই।

প্রবন্ধে বলা হয়, ডেনমার্কের মানুষ সবচেয়ে বেশী মদ পান করে। দেশটির ৯১ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ এবং ৯৫ দশমিক ৩ শতাংশ নারী মদ পান করে। সবচেয়ে কম মদ পান করা দেশগুলোর তালিকায় আছে মুসলিম দেশগুলো। আর সবচেয়ে কমসংখ্যক নারী

মদ পান করে বাংলাদেশে। এদেশের শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ নারী মদপান করে বলে প্রতিবেদনটিতে জানানো হয়েছে। *[রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার অধিক মাত্রায় মাদকতা আনে, তার কম মাত্রাও হারাম' (তিরমিযী হা/১৮২৫ প্রভৃতি)]*

বায়ুদূষণে বুদ্ধিমত্তা হ্রাস পায়

বায়ুদূষণের কারণে ব্যাপক হারে বুদ্ধিমত্তা হ্রাস পায়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের এক যৌথ গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, বয়স বাড়ার সাথে সাথে বায়ুদূষণের কারণে মানুষের দেহের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বাড়তে থাকে এবং স্বল্পশিক্ষিত মানুষের ওপর এর প্রভাবটা সবচেয়ে বেশী হয়। গবেষণায় চার বছরে চীনের প্রায় ২০ হাযার মানুষের গাণিতিক ও বাচনিক দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষকদের বিশ্বাস এই ফলাফলে বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। বিশ্বের নগরগুলোর ৮০ শতাংশের বেশী বাসিন্দা অনিরাপদ মাত্রার বাতাস নিঃশ্বাসে গ্রহণ করে থাকে। বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ও ১০ মাইক্রোমিটারের ছোট বস্তুকণার উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

গবেষক দলের সদস্য শি চেন বলেন, দূষিত বায়ু এক বছরে প্রত্যেকের শিক্ষার মাত্রা কমিয়ে দেয়। তিনি বলেন, তবে আমরা জানতে পেরেছি প্রভাবটা সবচেয়ে বেশী পড়ে বয়স্ক মানুষদের বিশেষ করে যাদের বয়স ৬৪-এর বেশী ও পুরুষ এবং যারা স্বল্প শিক্ষিত তাদের ওপর। আমরা যদি এর হিসাব করি তাহ'লে এটা কয়েক বছরের শিক্ষার সমপরিমাণ হবে। প্রসঙ্গত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে অদৃশ্য হত্যাকারী হিসাবে বায়ুদূষণের কারণে প্রতি বছর ৭০ লাখ লোকের মৃত্যু হয়।

বসবাসযোগ্য শীর্ষ শহর ভিয়েনা

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নকে হটিয়ে বিশ্বের বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা। বিভিন্ন দেশের ১৪০টি শহরের ওপর জরিপ চালিয়ে ইকোনমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) এ 'গ্লোবাল লিভেবলিটি ইনডেক্স' প্রস্তুত করেছে। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন শহরে সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি কমায় ও অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে অপরাধ সংঘটনের নিম্নহার এবারের বার্ষিক জরিপে ভিয়েনাকে শীর্ষে এনেছে। বসবাসযোগ্য শহরের তালিকার সর্বনিম্নে আছে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। বসবাস যোগ্যতায় নিচের দিকে থাকা দশটি শহর নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপরাধ, নাগরিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদ ও যুদ্ধ জোরালো ভূমিকা পালন করেছে বলে জানিয়েছে ইকোনমিস্ট ইন্টিলিজেন্স।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম মুসলিম নারী সিনেটর

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবারের মতো মুসলিম নারী সিনেটর মনোনীত হয়েছেন মেহরুন ফারুকী। গত ১৫ই আগষ্ট বুধবার তাকে সিনেটের একটি শূন্য পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ২০১৩ সালে তিনি নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে গ্রীন পার্টির সাংসদ নির্বাচিত হন। পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত পরিবেশ প্রকৌশলী মুসলিম নারী মেহরুন ফারুকী নারীবাদী হিসাবেও বেশ পরিচিত। মেহরুনকে সিনেটের যে শূন্য আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, ঐ আসনের সিনেটর ছিলেন গ্রীন পার্টির নেতা লি রিয়ানন। মেহরুন বিবিসিকে বলেন, তার কাজ হবে একটি ইতিবাচক অস্ট্রেলিয়া গড়ার পক্ষে, যেখানে ধর্ম-বর্ণের বিচিত্রতা থাকবে। তাঁর মতে, এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ আরও শক্তিশালী হ'তে যাচ্ছে।

স্মার্টফোন কিনতে সন্তান বিক্রি

সামান্য একটি স্মার্টফোনের জন্য নিজের গর্ভের সন্তানকে বিক্রি করতে পারেন, এমন মা পৃথিবীতে বিরল। মিরাকল জনসন (২৩) নামে নাইজেরিয়ার এক নারী এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে। স্থানীয় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। ২ লাখ নাইজেরিয়ান মুদ্রায় একটি অনাথ আশ্রমের কাছে সন্তান বিক্রির এই অর্থ দ্বারা মিরাকল স্বামীর ব্যবসার কাজ করবেন অথবা নিজের জন্য দামী স্মার্টফোন কিনবেন বলে জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের পর সন্তানকে বিক্রি করায় অনুতপ্ত হয়ে মিরাকল জনসন বলেন, হতাশা থেকে তিনি সন্তানকে বিক্রি করেছেন। তার স্বামী কাজ করে না, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ পোষণে ব্যর্থ। এমনকি তিনি স্মার্টফোনও কিনতে চাননি। জনসনের স্বামী জানান, তিনি জনসনকে সন্তান বিক্রি করতে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু জনসন সে কথা শোনেনি।

শরণার্থী কেন্দ্রের ৪০ লাখ শিশু শিক্ষা বঞ্চিত

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শরণার্থী কেন্দ্রের ৪০ লাখের বেশী শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। গত ২৯শে আগষ্ট বুধবার জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিবছর বিভিন্ন শরণার্থী কেন্দ্রের ৫ লাখ করে শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ২০১৭ সালে আড়াই কোটির বেশী মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছে। এরমধ্যে প্রায় ৭৫ লাখ শিশু। উল্লেখ্য, সারাবিশ্বে ৯২ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেলেও মোট শরণার্থী শিশুর ৬১ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে।

ক্ষুধার্ত শিশুকে বুকের দুধ দিয়ে মানবিকতার নযীর সৃষ্টি করল আর্জেন্টিনার নারী পুলিশ

কর্তব্যরত অবস্থায় ক্ষুধার্ত শিশুকে বুকের দুধ খাইয়ে শান্ত করে মানবিকতার নতুন নযীর সৃষ্টি করেছেন আর্জেন্টিনার এক নারী পুলিশ অফিসার। বিষয়টি জানতে পেরে ঐ পুলিশকর্মীর পদোন্নতির সিদ্ধান্তও নিয়েছে আর্জেন্টিনা পুলিশ। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সের একটি শিশু হাসপাতালের সামনে নিয়ম মাফিক টহল দিচ্ছিলেন পুলিশ অফিসার সেলেস্তে জ্যাকেলিন আয়ালা। মারিয়া লুডোভিকা নামের এই হাসপাতালটির নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তিনিই। টহল দেয়ার সময়ই তার নযরে আসে অপুষ্টিতে ভোগা একটি শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় শিশুটি ভীষণ চিৎকার করছে। বাচ্চাটি মুখে বুড়ো আঙুল চুষছে দেখেই সেলেস্তে জ্যাকেলিন বুঝতে পারেন শিশুটি ক্ষুধার্ত। তিনি নিজে কিছুদিন আগেই মা হয়েছেন। তাই সহজেই বুঝে যান তাকে কী করতে হবে। হাসপাতালের কর্মীদের অনুমতি নিয়ে ক্ষুধার্ত বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়াতে শুরু করেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয় শিশুটি। এরপর চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যান কর্মীরা। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেলেস্তে জ্যাকেলিনের কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা আর কৃতজ্ঞতার অসংখ্য মেসেজ আসতে থাকে।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম রোবটিক রেস্টুরেন্ট বানালো নেপাল

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম রোবটিক রেস্টুরেন্ট বানালো নেপাল। দেশীয় প্রযুক্তিতে এমন রেস্টুরেন্ট দক্ষিণ এশিয়াতে এটাই প্রথম। ভারতের চেন্নাইয়ের একটি রেস্টুরেন্টে রোবট ওয়েটার থাকলেও সেটি ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি নয়। নেপালের ঐ রেস্টুরেন্টের নাম নাওলো। যার অর্থ নতুন। জিঞ্জার ও ফেরি নামের মাত্র পাঁচটি রোবট দিয়ে চালানো হচ্ছে এই রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্টের ব্লু প্রিন্ট বানিয়েছে 'পাইলা টেকনোলজি' নামের একটি সংস্থা। মাত্র ৬ জন ইঞ্জিনিয়ার মিলে এই পুরো রোবটিক রেস্টুরেন্টটি বানিয়েছেন। খাবার পরিবেশনে ডিজিটাল প্রযুক্তির পাশাপাশি রেস্টুরেন্টের প্রতিটি কোণেই প্রযুক্তির ছাপ স্পষ্ট। প্রতিটি টেবিলে আলাদা করে

ডিজিটাল স্ক্রিনের মেনুর অপশন রয়েছে অনেকটা মোবাইলের টাচ স্ক্রিনের মতো। সেই অপশন থেকে নিজের পসন্দের খাবার বেছে নেয়া যায়। জায়গায় বসে সুইচ টিপলেই সরাসরি অর্ডার চলে যাবে রান্নাঘরে। খাবার তৈরী হয়ে গেলে রান্নাঘর থেকে টেবিলে তা পৌঁছে দিয়ে যাবে রোবট।

পাশ্চাত্য ১০০ প্রকার রাসায়নিক গ্যাস তৈরী করেছে

রাশিয়া অভিযোগ করেছে, দেশটিতে এক সময় উৎপাদিত 'নোভিচক' রাসায়নিক গ্যাসের মতো বিষাক্ত কার্যকারিতাসম্পন্ন অন্তত ১০০ ধরনের রাসায়নিক অস্ত্র তৈরী করেছে পাশ্চাত্য। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পশ্চিমা দেশগুলো এসব গ্যাস উৎপাদন শুরু করে বলে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। ঐ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ১৯৯২ সালে রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন গঠিত হওয়ার পরপরই ১৯৯৩ সালের ১৩ই জানুয়ারী রাশিয়া ঐ কনভেনশনে যোগ দেয়। তখন থেকে রাশিয়ার পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করা শুরু হয়। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ২০১৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর দেশটির পরমাণু অস্ত্র পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায়। যা আন্তর্জাতিক রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা বা ওপিসিডাব্লিউ নিশ্চিত করে।

গত মার্চ মাসে ব্রিটেনে একজন রুশ দ্বৈত গুপ্তচর ও তার কন্যার ওপর 'নোভিচক' রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করে হামলা চালানো হয় বলে লন্ডনসহ পশ্চিমা দেশগুলো ব্যাপক অভিযোগ করার পর রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ধরনের গ্যাস সংরক্ষণের জন্য উল্টো পাশ্চাত্যকে দায়ী করল।

আযানের উচ্চৈঃস্বরে আপত্তি, চীনা নারীর দেড় বছরের জেল

চীনা বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান নারী মেইলিয়ানা মসজিদ থেকে ভেসে আসা আযানের উচ্চৈঃস্বর নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। এ কারণেই ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার একটি আদালত বিচারে ঐ নারীকে দেড় বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। আযান ইস্যুতে ২০১৬ সালে মেইলিয়ানার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। গত ২১শে আগষ্ট মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে সুখ কমছে

এক দশকের মধ্যে বিশ্বে সুখের মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর বুধবার প্রকাশিত এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্যালাপের পরিচালিত জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে তাঁদের মধ্যে চাপ ও উদ্বেগ বেড়ে গেছে। সংঘাতের কারণে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়াই এর কারণ।

গ্যালাপের জনমত জরিপের বিশ্লেষকেরা বলেছেন, গত বছর বিশ্বের সবচেয়ে অসুখী স্থান ছিল সংঘাতপূর্ণ মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র (সিএআর)। এই তালিকায় ইরাকের অবস্থান দ্বিতীয়। গবেষণা প্রবন্ধের ভূমিকা লেখক গ্যালাপের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মুহাম্মদ ইউনুস বলেছেন, সমষ্টিগতভাবে বিশ্বের মানুষ আজ খুব চাপে, উদ্বেগে ও দুঃখ-বেদনায় রয়েছেন, যা আগে কখনো দেখা যায়নি।

১৪৬টি দেশের ১ লাখ ৫৪ হাযারের বেশী মানুষের ওপর এই জরিপ চালানো হয়। আগের দিনগুলাতে কতটা চাপ, উদ্বেগ, দুঃখ-কষ্ট, রাগ বা বিষণ্নতায় ছিলেন জরিপে এমন প্রশ্ন করা হয় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের। গবেষণায় দেখা গেছে, এসব ক্ষেত্রে ২০০৬ সালের পর বিশ্বে বর্তমানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বিরাজ করছে। সাব-সাহারা আফ্রিকার ৩৫টি দেশের ২৪টিতে ১০ বছরের মধ্যে ২০১৭ সালে সুখের মাত্রা সবচেয়ে কম পর্যায়ে রয়েছে। এই অঞ্চলে সুখের মাত্রা কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, গৃহযুদ্ধের ফলে অস্থির অবস্থায় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ভেঙে পড়া এবং ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া।

গবেষণায় বলা হয়েছে, শুধু আফ্রিকায় নয়, বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও সুখের মাত্রা এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। অর্থ-বৈভব সুখের মাত্রা বাড়ানারে ক্ষেত্রে খুব একটা প্রভাব ফেলেনি।

[সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি আল্লাহ ভীরুতা এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি ব্যতীত এ সমস্যার কোন সমাধান নেই। অতএব জান্নাতে সুখ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা আবশ্যক (স.স.)]

জাতিসংঘের প্রতিবেদন

ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে

বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। শুধু তা-ই নয়, তিন বছর ধরে এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। জাতিসংঘের ঐ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সারা বিশ্বে প্রায় ৮২ কোটি ১০ লাখ মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। অর্থাৎ প্রতি নয়জনে একজন মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। এছাড়া বিশ্বে পাঁচ বছরের নিচে বয়স এমন শিশুর ২২ শতাংশ ১৫ কোটি ১০ লাখ শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি থেমে আছে অপুষ্টির কারণে। গবেষকেরা বলছেন, মারাত্মক আবহাওয়া পরিবর্তন এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। জাতিসংঘ এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছে। 'দ্য স্টেট ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বিশ্বে স্থূল মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। এই সংখ্যাও নেহাত কম নয়। প্রতি আটজনে একজন মানুষ স্থূল হচ্ছে পুষ্টিহীনতার কারণে। এমন স্থূল মানুষের সংখ্যা ৬৭ কোটি ২০ লাখ।

ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯০ সালের পর থেকে বন্যা, দাবদাহ, খরা ও ঝড়ের পরিমাণ ভয়ানকভাবে বেড়েছে। এই আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে খাবারের প্রতুলতা কমে যাচ্ছে। এই সংকট সবচেয়ে বেশী কৃষিনির্ভর দেশগুলোতে। বিশেষ করে যেসব দেশে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃষ্টি ও তাপমাত্রার পরিবর্তন সংবেদনশীল ভূমিকায় থাকে, সেসব দেশে এমন ক্ষতি বেশী হচ্ছে।

এছাড়া গবেষকেরা বলেছেন, আবহাওয়া পরিবর্তন ছাড়াও বিভিন্ন দেশে দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

[সৃষ্টিজগতের সকলের জন্য আল্লাহ প্রয়োজনীয় খাদ্য মওজুদ রেখেছেন এ পৃথিবীতে। অতএব মানুষের উচিত তাঁর দেওয়া বিধান অনুযায়ী পরস্পরে সমঝোতার মাধ্যমে সে খাদ্য সম্ভার ভোগ করা। একাই সবকিছু ভোগ করার এই মানসিকতা অবশ্যই পরিত্যাজ্য (স.স.)]

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবের বড় ধরনের আয় হজ্জ থেকে

তেল বিক্রি করে সঊদী আরবের যা আয় হয়, তার থেকেও বেশী আয় হয় হজ্জ থেকে। গত বছর হজ্জ থেকে সঊদী আরবের সরাসরি আয় হয়েছিল প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার। সঊদী আরবে গমনকারীরা মোট ২৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছিলেন সেখানে গিয়ে। এই অর্থের একটা বড় অংশ সঊদী অর্থনীতিতেই যোগ হচ্ছে। মক্কার চেম্বার অব কমার্সের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বহিরাগত মুসলমানরা মাথাপিছু ব্যয় করেন ৪ হাযার ৬শ' ডলার। আর স্থানীয়রা মাথাপিছু প্রায় ১ হাযার ৫শ' ডলার ব্যয় করেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি দেশ থেকে কত মানুষ হজ্জে আসবেন, তার একটা কোটা নির্ধারণ করে দেয় সঊদী সরকার। সঊদী আরবের পর বিভিন্ন দেশের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার কোটাই সর্বাধিক। সেখান থেকে ২ লাখ ২০ হাযার মুসলমান প্রতি বছর হজ্জে যান। এটা মোট

হজযাত্রী সংখ্যার প্রায় ১৪ শতাংশ। এরপরেই রয়েছে পাকিস্তান (১১%), ভারত (১১%) ও বাংলাদেশ (৮%)। নাইজেরিয়া, ইরান, তুরস্ক, মিসরের কোটাও মোটামুটি একই রকম।

হজ্জ নির্দিষ্ট সময়ে হ'লেও সারা বছর ধরে ওমরাহ করা যায়। গত বছর প্রায় ৬০ লাখ মানুষ ওমরাহ করতে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে সউদী আরবে গমনকারীদের প্রায় ৮০ শতাংশই ওমরাহ করতে যান। সাত বছর আগে ওমরাহকারীদের সংখ্যা ছিল ৪০ লাখের কাছাকাছি।

ইয়েমেনে ৮৪ লাখ মানুষ অনাহারের সম্মুখীন

জাতিসংঘ ইয়েমেনের যুদ্ধকে বর্তমান সময়ে বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় বলে আখ্যায়িত করেছে। এ যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৌলিক দ্রব্যসামগ্রী প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। পার্শ্ববর্তী জিবুতি থেকে আল-জাজিরার সংবাদদাতা জানান, ৮৪ লাখ ইয়েমেনী অনাহারের সম্মুখীন। তার বাইরে বহু লোক একবেলা সামান্য খাদ্যে দিন অতিবাহিত করছেন। তারা জানেন না যে এর পরে তারা কি খাবেন বা কিভাবে খাবার পাবেন। তিনি আরো জানান, ১ কোটি ৮০ লাখ ইয়েমেনবাসী ভালো ও পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত।

রকেট উৎপাদন করে তুরস্কের রেকর্ড

সামরিক সক্ষমতার দিক দিয়ে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে তুরস্ক। বিশ্বের সর্ববৃহৎ রকেট আর্টিলারিতে বিশ্বরেকর্ড করে গিনেস বুকে নাম লিখিয়েছে তুরস্ক। দেশটির শীর্ষস্থানীয় রকেট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'রকেটসান' এই রেকর্ড করেছে বলে গত ২৬শে আগষ্ট রবিবার খবর প্রকাশ করেছে ইয়ানি শাফাক। প্রতিষ্ঠানটি এক বিবৃতিতে বলেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য জোবারিয়া নামে বহুমুখী ক্রাশ রকেট লাঞ্চার সিস্টেম তৈরি করে এই রেকর্ড করেছে। বিশ্বে এ যাবৎ যত রকেট সিস্টেম রয়েছে তদপেক্ষা জোবারিয়া রকেট সিস্টেমে রকেটের ব্যারেলের সংখ্যা সর্বাধিক। জোবারিয়াকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ১২২ মিলিমিটার আর্টিলারি রকেট সিস্টেম হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। রকেট লাঞ্চারটিতে ১০ চাকার সেমিট্রেইলার ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি ট্রেইলারেই একটি করে ১২২ মিলিমিটার রকেট রয়েছে। নতুন এই রকেট সিস্টেম হ'তে ৩৭ কিলোমিটার দূরত্বের যেকোন লক্ষ্যবস্তুতে ২৪০টি রকেট নিক্ষেপ করা সম্ভব। লক্ষ্যবস্তুর চতুর্দিকে ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা এই রকেটের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, গত বছর তুরস্কের শীর্ষস্থানীয় এই প্রতিষ্ঠানটি ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। যা এর পূর্বের বছরের তুলনায় প্রায় ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বেশী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রেডিও টেলিস্কোপ নির্মাণ করলো চীন

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রেডিও টেলিস্কোপ নির্মাণ করেছে চীন। এই টেলিস্কোপটি প্রায় ৩০টি ফুটবল মাঠের সমান। চীনের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকার একটি প্রদেশে এর অবস্থান। ১৯৯৪ সালে চীনে এমন বৃহৎ আকৃতির একটি টেলিস্কোপ নির্মাণের জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং ২০০৭ সালে জাতীয়ভাবে তার অনুমোদন দেয়া হয়। ২০১১ সালে Five hundred meter Aperture Spherical Telescope বা সংক্ষেপে FAST এর নির্মাণকাজ শুরু হয়। এ বছর জুলাইয়ে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় এবং এবছরের সেপ্টেম্বরেই এটিকে ব্যবহার করা হবে।

মহাবিশ্বের অমীমাংসিত ও রহস্যময় ব্যাপারগুলো নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহার করা হবে এই টেলিস্কোপটিকে। যেমন ব্ল্যাকহোল, পালসার, বহির্জাগতিক বুদ্ধিমান প্রাণী ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হবে এটিকে ব্যবহার করে।

১৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই টেলিস্কোপটি মহাশূন্য থেকে আসা বিভিন্ন রেডিও তরঙ্গ শনাক্ত করবে এবং এর শনাক্তকরণ এতটাই নিখুঁত হবে যা এর আগে পৃথিবীতে নির্মিত কোন রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে সম্ভব হয়নি। এটি মহাবিশ্বের একদম শুরুর দিকে এর উৎপত্তির রহস্য উদঘাটনেও ব্যবহার করা হবে। উৎপত্তির শুরুর দিকে মৌলিক কণার অবস্থা এবং সেই ধারা অনুযায়ী বর্তমান মহাবিশ্বের অবস্থা ইত্যাদি নিয়েও গবেষণা করা হবে এখানে। এই টেলিস্কোপ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে মোট ৪ হাযার ৬০০টি ত্রিভুজ আকৃতির প্যানেল।

বিশ্বের প্রথম চালকহীন ট্যাক্সি

জাপানের রাজধানী টোকিও'র ব্যস্ত সড়কে প্রথমবারের মতো সফলভাবে স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্সি চলাচল করেছে। ২০২০ সালে টোকিও'য় গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের সময় অ্যাথলেট ও পর্যটকদের বহনের জন্য এই চালকবিহীন ট্যাক্সি পুরোপুরি ব্যবহার উপযোগী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। স্বচালিত ড্রাইভিং প্রযুক্তির ডেভেলপার জেএমপি এবং ট্যাক্সি কোম্পানি হিনোমারু কোতসু চলতি সপ্তাহে টোকিও'র রাস্তায় এটির পরীক্ষা চালিয়েছে। তারা দাবী করেছে, এই পরীক্ষা শতভাগ সফল হয়েছে। গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টয়োটা এবং উবার যৌথভাবে স্বচালিত গাড়ি তৈরির ব্যাপারে তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করার ঘোষণা দেয়ার পরই জেএমপি এবং হিনোমারু কোতসু এই পরীক্ষা চালালো। তবে কোন ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়ির ভেতর একজন চালক ও একজন অ্যাসিস্টেন্ট ছিল। যাত্রীরা নিজেরাই গাড়ির দরজা খুলেছেন এবং তাদের একমুখী যাত্রার জন্য স্মার্টফোনের অ্যাপের সাহায্যে দেড় হাযার ইয়েন ভাড়া পরিশোধ করেছেন। ২০২১ সাল নাগাদ এই স্বচালিত গাড়ির বাজারজাত শুরুর কথা ভাবছে তারা।

জৈব জ্বালানীর বিমান উড়েছে

বিমান ভাড়ার একটা বড় অংশই তেল খরচ। বিমানের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত তেলের দাম অনেকটাই বেশী। যার সরাসরি প্রভাব পড়ে ভাড়ায়। বাড়তি ভাড়া যাত্রীদের পাশাপাশি বিমান সংস্থাকেও সমস্যায় ফেলে। এ থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা চলছে বহুদিন ধরেই। নানা রকম পরীক্ষাও চলছে। তারই অংশ হিসাবে আংশিক জৈব জ্বালানী ও সাধারণ জ্বালানীর সাহায্যে উড়ল বিমান। ভারতের উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদূনের জলি গ্র্যান্ট বিমানবন্দর থেকে উড়ে দিল্লী পৌঁছে বিমানটি। স্পাইসজেটের এই বিমান সফলভাবে অবতরণ করার পর অনেকেই আশা করছেন আগামী দিনগুলোতে জৈব জ্বালানী ব্যবহারের পথ আরও সুগম হবে। ৭২ আসনের এই বিমানের ডান দিকের ইঞ্জিনে জৈবজ্বালানি প্রয়োগ করা হয়েছিল। কৃষি কাজে ব্যবহার হয় এমন কিছু জিনিসের সঙ্গে আরও কয়েকটি সামগ্রীর সংমিশ্রণে তৈরি হয় এই তেল। বিমানের জন্য এই জৈব জ্বালানী প্রস্তুত করেছিল দেরাদূনের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব পেট্রোলিয়াম। কয়েকটি রাজ্যের প্রায় পাঁচশো পরিবার বিমান তৈরির এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। যাত্রার সূচনা করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত। ২৫ মিনিটে দিল্লী বিমান বন্দরে অবতরণ করে বিমানটি। সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন নীতীন গডকরি, ধর্মেন্দ্র প্রধান, হর্ষ বর্ধন এবং জয়ন্ত সিনহার মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

প্রশিক্ষণ ও অডিট

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ ও বার্ষিক অডিট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন যেলা সফর করছেন। দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ ও অডিটের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ১৫ই আগষ্ট বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ১৭ই আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার হাশীমুদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

চালা শাহবাজপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২৪শে আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কামারখন্দ থানাধীন চালা শাহবাজপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম আহমাদ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ওয়াসিম।

কালদিয়া, বাগেরহাট ২৭শে আগষ্ট সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের ঢালী।

গোবরচাকা, নবীনগর, খুলনা ২৭শে আগষ্ট সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব মহানগরীর গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুযযাম্মিল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির।

জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা ৩০শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

কুঠিবাড়ী, কমলাপুর, ফরিদপুর ৩১শে আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর শহরের কুঠিবাড়ী কমলাপুরে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের বাড়ীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

নাগড়া, মুহাম্মাদপুর, মাগুরা ৩১শে আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন নাগড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মাগুরা যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ।

সুধী সমাবেশ

বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া ১০ই আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য দুপুর ২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বৃহত্তর কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার অন্তর্গত বাঞ্ছারামপুর উপযেলার দশদোনা গ্রামে জনাব আহমাদ হাসান নো'মানীর বাড়ীতে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। জনাব আহমাদ হাসান নো'মানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আমজাদ হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সঊদী প্রবাসী মুহাম্মাদ আল-আমীন। বৈঠক শেষে বাঞ্ছারামপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত দায়িত্বশীল ও স্থানীয় কর্মীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় মেহমান দশদোনার তাওহীদ ট্রাস্ট নির্মিত পুরাতন জীর্ণশীর্ণ আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদরাসার জন্য নতুনভাবে ভরাটকৃত ১৫ শতাংশ জমি পরিদর্শন করেন।

Contents

মাগুরা যেলা সহ-সভাপতির পাশে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল

গত ৩০শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম মাগুরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ফরিদপুর সরকারী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুহাম্মাদ নূরুয্যামানকে দেখতে যান। এ সময় তাদের সাথে ছিলেন ফরিদপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ। তারা তার চিকিৎসার সার্বিক খোঁজ-খবর নেন ও দ্রুত সুস্থতার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

উত্তর নওদাপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ১৫ই আগষ্ট বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব মহানগরীর উত্তর নওদাপাড়া (নতুন) আহলেহাদীছ মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল হক প্রমুখ।

যুবসংঘ

যুবসমাবেশ

নূরুল হুদা, দিনাজপুর-পশ্চিম ২৫শে আগষ্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পার্বতীপুর থানাধীন নূরুল হুদা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শীর বসত বাড়ীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি সাজ্জাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম আহমাদ, রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুন নূর প্রমুখ।

পার্বতীপুর, দিনাজপুর ২৬শে আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ এশা যেলার পার্বতীপুর থানাধীন বশীর বানিয়ার হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পার্বতীপুর উপযেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম আহমাদ।

বিশ্বনাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩১শে আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল, সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাছীরুদ্দীন প্রমুখ।

মহিলা সমাবেশ

বানাইপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২০শে আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা উপযেলাধীন বানাইপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাস্টার এস.এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুস সালাম।

আল-'আওন

নারায়ণগঞ্জ ৪ঠা আগষ্ট শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় নারায়ণগঞ্জ যেলার আড়াইহাযার থানাধীন পুরিন্দা টেকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আল-'আওন-এর সদস্য সংগ্রহ ও ব্লাড গ্রুপিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওন-এর সভাপতি ডাঃ আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা আল-'আওন-এর সাধারণ সম্পাদক আযীযুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইনামুল্লাহ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রাসেল মিঞা প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৪০ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৩৬ জন রক্ত দাতা সদস্য (ডোনর) তালিকাভুক্ত হন।

রংপুর ১০ই আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শহরের খামার রোড, মুসলিম পাড়া শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদে রংপুর যেলা আল-'আওন-এর উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর যেলা আল-'আওন-এর সভাপতি আবুল বাশার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম, অর্থ সম্পাদক লুৎফর রহমান প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৮ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ২০ জন রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) তালিকাভুক্ত হন।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষায় মারকাযের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি লাভ : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ৭ জন ছাত্র 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৭ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী 'সাধারণ গ্রেড'-এ বৃত্তি পেয়েছে।

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা হ'ল : আল-ছাবাহ (গাইবান্ধা), আবু রায়হান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), আল-আমীন (কুষ্টিয়া), নাজমুন নাঈম (সাতক্ষীরা), মুহাম্মাদ কাওছার (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ওমর ফারূক (রাজশাহী), আফছারুদ্দীন (সিলেট)।

সাধারণ গ্রেডে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা হ'ল : ফারহান আহমাদ (রাজশাহী), আব্দুল কাদের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মুহাম্মাদ কাওছারুযযামান (ঝিনাইদহ), মুহাম্মাদ আইয়ূব হোসাইন (রাজশাহী), মুহাম্মাদ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মুহাম্মাদ সারওয়ার জাহান (রাজশাহী), মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (সাতক্ষীরা) ও শাম্মী আখতার (রাজশাহী)।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : ব্যবসায় রিযিকের ১০ ভাগের ৯ ভাগ রয়েছে মর্মে প্রচলিত হাদীছটির সত্যতা আছে কি?

-হান্নান মিয়া
ইন্দিরা রোড, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, যঈফাহ হা/৩৪০২; যঈফুল জামে' হা/২৪৩৪)*। তবে ব্যবসার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন হ'ল, যা মানুষ নিজ হাতে করে এবং সৎ (প্রতারণা ও খেয়ানতমুক্ত) ব্যবসার মাধ্যমে করা হয়' *(আহমাদ হা/১৭৩০৪; মিশকাত হা/২৭৮৩; ছহীহাহ হা/৬০৭)*। এছাড়া সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী ক্বিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে' *(তিরমিযী হা/১২০৯; মিশকাত হা/২৭৯৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৮২)*।

প্রশ্ন (২/২) : প্রাপ্তবয়স্ক জনৈক ছেলের নিজস্ব কোন আয় নেই। পিতার উপার্জনের বড় অংশ হারাম পদ্ধতিতে অর্জিত। এক্ষণে উক্ত ছেলের জন্য পিতার সম্পদ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুন নূর শামীম
বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : বাধ্যগত অবস্থায় জায়েয হবে ইনশাআল্লাহ। তবে উক্ত সম্পদ মৌলিকভাবে হারাম হ'লে তা সন্তানের জন্য গ্রহণ করা জায়েয নয়। যেমন চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই ও ঘুষ ইত্যাদির টাকা *(উছায়মীন, আল-ক্বাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ ২/৩৫২)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : সূদী অর্থ দিয়ে ক্রয়কৃত জনৈক ব্যক্তির জমি ফসল ভাগাভাগির চুক্তিতে লিজ নেওয়া যাবে কি?

-কাওছার মাহমূদ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। কেননা এখানে লিজ গ্রহীতা মালিক নয়। আর আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(নাজম ৫৩/৫৫; আন'আম ৬/১৬৪)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : আমাদের ৩০ বছর পূর্বের সংস্কারহীন জরাজীর্ণ মসজিদটি ভেঙ্গে বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন ঐ মসজিদের নীচ তলায় মার্কেট ও উপর তলায় মসজিদ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন, রাজবাড়ী।

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মাল চুরি হ'লে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত করা হয় এবং পূর্বের স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় *(ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৮৯৪৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১০৬৫৪; হায়ছামী বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২১৬-২১৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/২৯০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : সিজদারত অবস্থায় দুই পায়ের আঙ্গুল কি অবস্থায় রাখতে হবে?

-তানযীলুর রহমান
ঝিকাতলা, ঢাকা।

উত্তর : এসময় দুই পা খাড়া ও আঙ্গুলগুলি সাধ্যমত কেবলামুখী থাকবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৩, 'সিজদা ও সিজদার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মুস্তাদরাক হাকেম ১/৩৪০ পৃঃ, হা/৮৩২; ইবনু হিব্বান হা/১৯৩৩; মির'আত ৩/২০৪)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : আমার কাছে অনেক গল্প-উপন্যাসের বই আছে, শরী'আত মোতাবেক যা পাঠ করা হারাম। এক্ষণে তা বিক্রি করে টাকা নেওয়া যাবে কি?

-ছাদ্দাম হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : এগুলি পুড়িয়ে বা মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে। যাতে অন্য কেউ তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন তার মূল্য গ্রহণও হারাম করেন' *(আহমাদ হা/২৬৭৮; ইবনু হিব্বান হা/৪৯৩৮, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইহূদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের জন্য মৃতের চর্বি হারাম করে দেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে' *(বুখারী হা/২২৩৬; মুসলিম হা/১৫৮১; মিশকাত হা/২৭৬৬)*।

প্রশ্ন (৭/৭) : রাসূল (ছাঃ) থেকে নির্দেশনা না থাকলেও অনেক সময় কোন ছাহাবী কোন আমল করেছেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার ফযীলত বর্ণনা করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন। যেমন প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করা, রব্বানা লাকাল হামদ-এর পর হামদান কাছীরান... ইত্যাদি। একইভাবে নেকীর আশায় ফরয ছালাতের পর হাত তুলে মুনাজাত করায় বাধা কোথায়?

-মনযূর হোসাইন
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : বাধা হ'ল এই যে, কাজটি রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় করা হয়নি বা তিনি সমর্থনও করেননি। এ ব্যাপারে রাসূলের নির্দেশনা বা অনুমোদন না থাকাটাই তা বিদ'আত হওয়ার বড় প্রমাণ। মালেক বিন আনাস (রহঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, 'রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব

বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমানকালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না *(শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১/৫৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যারা আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করবে, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে যা ছিল না তা বর্তমান যুগেও আমলযোগ্য নয়, যদিও তা বাহ্যিকভাবে নেক আমল মনে হয়।

প্রশ্ন (৮/৮) : সমাজে দেখা যায়, খুশীর সংবাদে অনেকেই মিষ্টি বিতরণ করে। এটা জায়েয হবে কি?

-শরীফ আহমাদ
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : যেকোন খুশীর সংবাদে মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ প্রকাশ করায় কোন দোষ নেই *(উছায়মীন, আল-ফাতাওয়াছ ছুলাছিয়া ১/৫৬)*। এছাড়া খুশীর কারণে শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ্র রাস্তায় ছাদাক্বা করার একাধিক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়। কা'ব বিন মালেক (রাঃ) স্বীয় তওবা কবুলের সংবাদ পেয়ে সিজদা করেছিলেন ও তাঁর সম্পদসমূহ আল্লাহ্র রাস্তায় রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে পেশ করেছিলেন *(বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/২৭৬৯)*। তবে খুশী প্রকাশের নামে অপচয় করা যাবে না।

প্রশ্ন (৯/৯) : রামাযান ব্যতীত অন্য সময়ে বিতর ছালাত জামা'আতে আদায় করা যাবে কি?

-মাসঊদ রাণা, রাজশাহী।

উত্তর : যেকোন মাসে বিতর ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়। কারণ এটি নফল ছালাত। আর ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নফল ছালাত রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জামা'আতে আদায় করেছেন। তাছাড়া সালমান ও আবুদ্দারদা (রাঃ) জামা'আতে নফল ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী হা/৬৮, ১১৭; মুসলিম হা/৭৬৯, ৭৭২, ৭৭৩)*। তবে নিয়মিত করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবীগণ কেউ এরূপ আমল নিয়মিত করেননি *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১/১৭৪)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : আমরা জানি যে, পিতার অনুমতি ছাড়া নারীদের বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। এক্ষণে মুওয়াত্ত্বা মালিকের (হা/২০৪০) একটি হাদীছ হ'তে জানা যায় যে, আয়েশা (রাঃ) তাঁর আপন ভাইয়ের মেয়ে হাফছাকে পিতার অনুমতি ছাড়াই নিজ দায়িত্বে বিবাহ দিয়েছেন। মেয়ের পিতা সেসময় সিরিয়া সফরে থাকায় তিনি বিষয়টি পরে জানতে পারেন। এক্ষণে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফীযুর রহমান
খিলগাঁও, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত আছারটি ছহীহ। কিন্তু এর ব্যাখ্যা ভুল হয়েছে। আছারটির দু'টি অর্থ হ'তে পারে। ১. আয়েশা (রাঃ) উক্ত বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বাধিক পরিচিত ও নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে বর্ণনাকারী ওলী হওয়ার বিষয়টি তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। ঈসা বিন দীনার বলেন, মদীনায় এমন কোন প্রচলন ছিল না। কেননা ইমাম মালেক ও মদীনার ফকীহগণ নারী কর্তৃক বিবাহ সম্পাদনকে বৈধ মনে করতেন না। এরূপ বিবাহ হ'লে বাসরের পূর্বেই বা পরে হ'লেও ভেঙ্গে দেওয়া হ'ত। ২. আয়েশা (রাঃ) বিবাহের মোহর ও দিনক্ষণ ধার্য করে দিয়েছিলেন। অতঃপর বিবাহের সময় তার একজন নিকটাত্মীয়কে ওলী বানিয়ে বলেন, তোমরা বিবাহ সম্পন্ন কর। কারণ নারী কারো বিবাহে ওলী হ'তে পারে না। আর এ প্রথা ছাহাবীগণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, নারী নিজে বিবাহ করতে পারে না এবং অন্যের বিবাহ দিতে পারে না *(আল-মুনতাক্বা শারহুল মুওয়াত্ত্বা ৪/২৪)*। উক্ত আছারের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, বিবাহ দিয়ে দেওয়ার অর্থ হ'ল- বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া, মোহর নির্ধারণ করা এবং তাতে সম্মত হওয়া। এর অর্থ বিবাহে ওলী হওয়া নয়। এরপর তিনি নিম্নের আছারটি বর্ণনা করেন *(আল-ইস্তিযকার ৬/৩২)*।-

ইবনু জুরাইজ বলেন, আয়েশা (রাঃ) যখন তার গোত্রের কোন মেয়ের বিয়ে দিতে ইচ্ছা করতেন, তখন তাদের একদল লোককে ডেকে আলোচনা করতেন। যখন বিবাহ ঠিক হয়ে যেত তখন তাদের একজনকে বলতেন, হে অমুক! তার বিবাহ দিয়ে দাও। কারণ নারীরা কারো বিবাহ দিতে পারে না *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১০৪৯৯; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৫৯৫৯ ফাৎহুল বারী ৯/১৮৬-৯০, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : একটি হাদীছে (আবূদাঊদ হা/৫৬০) এসেছে যে, কেউ খোলা মাঠে ছালাত আদায় করলে ৫০ গুণ নেকী পাবে। উক্ত ছালাত বলতে কোন ছালাতকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া একাকী পড়লেও কি উক্ত নেকী অর্জিত হবে?

-কামরুল হাসান
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত ছালাত বলতে খোলা মাঠে মুসাফিরের ছালাতকে বুঝানো হয়েছে। আর অতিরিক্ত ফযীলতের কারণ হ'ল এই যে, মুসাফির অধিক ক্লান্তি ও অবসাদ থাকা সত্ত্বেও রুকূ ও সিজদা সুন্দর ও পূর্ণভাবে আদায় করায় আল্লাহ তাকে ৫০ গুণ বেশী পুরস্কার দিবেন। এক্ষণে একাকী ছালাত আদায় করলেও এই বিশেষ মর্যাদা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ হাদীছে জামা'আত বা একাকী হওয়ার উল্লেখ করা হয়নি *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৩/১৫৫)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে খোলা মাঠে একাকী ইক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করবে তার সাথে দু'জন ফেরেশতা অংশগ্রহণ করবে। আর যে আযান ও ইক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করবে সাথে আল্লাহ্র অসংখ্য ফেরেশতা যোগদান করবে *(মু'জামুল কাবীর হা/৬১২০; ছহীহুত তারগীব হা/২৪৯, ৪১৪)*। স্মর্তব্য যে, জামা'আতে ছালাতের ফযীলত সবসময়ের জন্য প্রযোজ্য। তাই উক্ত ফযীলত লাভের আশায় জামা'আত ছেড়ে খোলা ময়দানে ছালাত আদায় করতে যাওয়া নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় *(ফয়যুল বারী শারহু ছহীহিল বুখারী ২/২০৯)*।

প্রশ্ন (১২/১২) : গণকের নিকটে প্রশ্ন করলে ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না। এক্ষণে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাশিফলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তা পাঠ করলে কি উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে? আর কেউ গণকের নিকটে ভবিষ্যৎ জেনে পরে ভুল বুঝতে পারলে তাকে ৪০ দিনের ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-মাসঊদ, রাজবাড়ী।

উত্তর : বিশ্বাস নিয়ে এসকল বানোয়াট রাশিফল পাঠ করলে কেবল উক্ত বিধানই নয়, বরং তা কুফরী হিসাবে গণ্য হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৯৯, সনদ ছহীহ)*। এক্ষণে তওবা করার পর চল্লিশ দিনের ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ তওবা পূর্বের পাপকে মিটিয়ে দেয় *(যুমার ৩৯/৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, ছালাতের শেষ বৈঠকে আল্লাহ্র নাম আসলে আঙ্গুল উঠাতে হবে এবং রাসূল(ছাঃ)-এর নাম আসলে আঙ্গুল নামাতে হবে। একথার সত্যতা আছে কি?

-ফারূক হোসাইন, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। বরং তাশাহহুদে বসার পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত আঙ্গুল নাড়াতে থাকবে। এসময়ে দৃষ্টি আঙ্গুলের দিকে থাকবে *(আবুদাঊদ হা/৯৮৮, ৯৯০; নাসাঈ হা/১২৭৫; মিশকাত হা/৯১২, ৯১৭)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : চিকিৎসার মাধ্যমে উঁচু দাঁত সমান করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : দাঁতের দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য এমন কাজ করা যাবে। তবে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য করা যাবে না। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক সেসব নারীদের উপর... যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে' *(বুখারী হা/৪৮৮৬; মুসলিম হা/২১২৫; মিশকাত হা/৪৪৩১)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীছে সৌন্দর্যের জন্য দাঁতে কিছু করা হারাম হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। তবে কেউ ত্রুটি দূরীকরণের জন্য বা চিকিৎসার প্রয়োজনে এরূপ করলে কোন দোষ নেই *(নববী, শরহ মুসলিম ১৪/১০৭, ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা, মিরক্বাত হা/৪৪৩১; উছায়মীন, মাজমূউল ফাতাওয়া ১৭/০৭)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : আমি সরকারী চাকুরীজীবি। আমাদের অফিস থেকে মসজিদ, কবরস্থান, মন্দির, শ্মশান ইত্যাদির ধর্মীয় অবকাঠামো নির্মাণ করার নির্দেশনা ও ব্যয়ভার বহন করতে হয়। যার জন্য আমাকে ফাইলে স্বাক্ষর করতে হয়। এক্ষেত্রে আমি গোনাহগার হব কি?

-শফীকুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : গুনাহগার হ'তে হবে। কারণ মন্দির ও শ্মশান নির্মাণে সহযোগিতা করার অর্থই হ'ল শিরকী কাজে সহযোগিতা করা, যা হারাম *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৪/৪৮২)*। ওমর (রাঃ) সিরিয়ার খৃষ্টানদের সাথে সন্ধি করার সময় শর্তারোপ করেছিলেন যে, সেখানে গির্জা বা মন্দির নির্মাণ করা যাবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৬৫২; জামেউর রাসায়েল ১/১০৪; ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুসতাক্বীম ১/১৯৯)*। ছালেহ আল-ফাওযান বলেন, গির্জা-মন্দির ও অনুরূপ শিরকপূর্ণ ও গায়রুল্লাহ্র ইবাদত করা হয় এমন স্থানে কাজ করা মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। কেননা এতে বাতিলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তাদের সহযোগিতা করা হয় *(আল-মুনতাকা ৫/৪০)*। এছাড়াও ইমাম শাফেঈ, ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনু কুদামা (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ এসব স্থানে কোনভাবে সম্পৃক্ত হওয়াকে হারাম বলেছেন *(কিতাবুল উম্ম ৪/২২৫; সুবকী ২/৩৬৯)*। অতএব এমন চাকুরী পরিত্যাগ করতে হবে।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : হাই কমোডে বসে পেশাব-পায়খানা করা জায়েয হবে কি?

-মীযান
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : হাই কমোড ব্যবহার করায় বাধা নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কাপড়ে অপবিত্রতা না লাগে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : জুম'আর দিন ফজরের পর থেকে জুম'আর ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত মসজিদের ভিতরে কোন ইসলামী আলোচনা বৈঠক করা যাবে কি?

-আলে-ইমরান
গ্রীণ ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী আলোচনা বৈঠকসহ যে কোন বৈধ আলোচনায় কোন বাধা নেই। তবে তা জুম'আর ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে সাধারণ মুছল্লীদের প্রবেশের পূর্বেই শেষ করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন ছালাতের পূর্বে মসজিদে খুৎবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে একত্রিত হ'তে নিষেধ করেছেন *(আবূদাঊদ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৭৩২, সনদ হাসান)*। খাত্ত্বাবী বলেন, জুম'আর দিনে ইলম ও পারস্পরিক আলোচনাকে অপসন্দনীয় বলা হয়েছে। আর নফল ছালাত ও খুৎবা শ্রবণের জন্য চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(আওনুল মা'বূদ ৩/২৯৪)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : কুরআন মজীদ হাত থেকে পড়ে গেলে কুরআনের ওযনে ফকীর-মিসকীনকে চাউল দিতে হবে। একথার সত্যতা আছে কি?

-তারেক
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এ কথার কোন ভিত্তি নেই। তবে কুরআন সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র গ্রন্থ *(বুরূজ ২২)*। অনিচ্ছাকৃতভাবে

Contents

কুরআন পড়ে গেলে কিংবা পা লাগলে ভীতি ও শ্রদ্ধার সাথে তওবার মন নিয়ে 'ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন' পাঠ করবে *(বাক্বারাহ ২/১৫৬; উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮ 'জানায়েয' অধ্যায়)*। কুরআনের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে এবং কোনভাবেই যেন এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতেও নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯৭, 'কুরআন পাঠের আদব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : জনৈক ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী ছিল। এক্ষণে প্রথমা স্ত্রীর ছেলের সাথে দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাতনীর বিয়ে দেওয়া যাবে কি?

-শহীদুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এরূপ বিবাহ জায়েয হবে না। কারণ এ অবস্থায় আপন ভাগ্নীকে বিবাহ করা হবে, যা শরী'আতে হারাম। তবে দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাতনী যদি পূর্বের স্বামীর সন্তানের ছেলে বা মেয়ে হয়, তাহ'লে এরূপ বিবাহ জায়েয *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৭/১২৮)*।

প্রশ্ন (২০/২০) : জনৈক আলেম বলেন, আল্লাহ নিরাকার নন তা যেমন বলা যাবে না, তেমনি তাঁর আকার আছে একথাও বলা যাবে না। একথার সত্যতা আছে কি?

-মুখতারুল ইসলাম
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ নিরাকার সত্তা নন। বরং তাঁর নিজস্ব আকার রয়েছে। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা। এতে কোন কল্পিত ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ নেই। কেননা কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীছে আল্লাহ্র হাত, পা, চেহারা তথা আকার-আকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তা সৃষ্টিজগতের কোন কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। আল্লাহ বলেন, 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : হজ্জে তামাত্তু ও ক্বিরান পালনকারীগণ একই পরিবারের হ'লে সকলের পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা দুম্বা কুরবানী দিলে যথেষ্ট হবে, না মাথাপ্রতি পৃথকভাবে দিতে হবে?

-আবুল হুসাইন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : হজ্জে তামাত্তু ও ক্বিরান পালনকারীগণ একই পরিবারভুক্ত হ'লেও প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথকভাবে কুরবানী করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ওমরাহ্র সাথে হজ্জ পালন করতে চাও, সে যা সহজলভ্য তাই কুরবানী করবে। তবে কেউ যদি কুরবানী না পায়, সে হজ্জের দিনগুলির মধ্যে তিনটি এবং বাড়ীতে ফিরে সাতটি ছিয়াম পালন করবে। এভাবে দশটি (ছিয়াম) পূর্ণ হবে' *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : উপহার সামগ্রী বিক্রয় বা অন্যকে উপহার হিসাবে দেওয়া যাবে কি?

-জাহিদ হাসান মা'ছূম
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কারো নিকট থেকে পাওয়া উপহার সামগ্রী বিক্রয় করা যাবে এবং সেটি অন্যকে উপহার হিসাবেও দেওয়া যাবে। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, দুমা নিবাসী উকায়দির নবী করীম (ছাঃ)-কে একটি রেশমী কাপড় উপঢৌকন দিলে তিনি সেটি আলী (রাঃ)-কে দিয়ে বললেন, তুমি এটি ফেড়ে ফাতিমাদের মধ্যে ভাগ করে দাও। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মহিলাদের মধ্যে ভাগ করে দাও *(বুখারী হা/২৪৭২; মুসলিম হা/২০৭১)*। ওমর (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) একটি জুব্বা উপহার দিয়েছিলেন। তিনি সেটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৯০৬; মুসলিম হা/২০৬৮)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : বিতর ছালাত আদায়কারীর সাথে কোন মুছল্লী ফরয ছালাতের নিয়তে জামা'আতে দাঁড়ালে তার ছালাত হবে কি?

-যাকির মোল্লা
দক্ষিণ বরগুনা, বরগুনা।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় তথা নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায়কারীর ছালাত আদায় হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে বিতর আদায়কারীর জন্য তা বিতর হিসাবে গণ্য হবে আর ফরয আদায়কারীর জন্য ফরয হিসাবে গণ্য হবে। আর ইমাম যতক্ষণ ছালাতে থাকবে মুছল্লী তার অনুসরণ করবে। এরপর নিজে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/৫৭৫৫; মুসলিম হা/৪৬৫; নববী, শারহু মুসলিম ৪১/১৮১; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ ফাতাওয়া ২২/২৫৮; আশ-শারহুল মুমতে' ২/৩০৪)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : রাসূল (ছাঃ) হজ্জের সময় জাবালে রহমতে খুৎবা প্রদান করেছিলেন। অথচ বর্তমানে মসজিদে নামিরায় কেন খুৎবা দেওয়া হচ্ছে?

-আসমাউল আলম
হরিমোহন সরকারী স্কুল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : জাবালে রহমত ও মসজিদে নামিরা উভয়টি আরাফার অন্তর্ভুক্ত। আর আরাফার যেকোন স্থানে খুৎবা দেওয়ায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি এখানে কুরবানী করছি এবং মিনার গোটা এলাকা কুরবানীর স্থান। অতএব তোমরা যার যার অবস্থানে কুরবানী কর। আর আমি এখানে অবস্থান করছি এবং গোটা আরাফাতই অবস্থানস্থল। মুযদালিফার সবই অবস্থানস্থল এবং আমি এখানে অবস্থান করছি *(মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৯৩)*। রাসূল (ছাঃ) সম্ভবত উঁচু স্থান হওয়ায় জাবালে রহমত পাহাড়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন।

আর মসজিদে নামিরাহ সর্বপ্রথম নির্মিত হয় প্রথম হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এর অবস্থান আরাফা ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে আরাফাহ ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে। রাসূল (ছাঃ) মিনা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে এই নামিরা উপত্যাকায় অবতরণ করেন। বর্তমানে হজ্জের সময় প্রায় চার লক্ষ মুছল্লী এই মসজিদে যোহর ও আছরের ছালাত জমা' ও কছর সহকারে আদায় করে থাকেন। এটি মসজিদে আরাফাহ, মসজিদে ইবরাহীম খলীল প্রভৃতি নামেও পরিচিত। উল্লেখ্য যে, জাবালে রহমত আরাফাহ ময়দানের বিশেষ কোন ইবাদত স্থান নয়। কেউ যদি জাবালে রহমতে ইবাদত মনে করে আরোহণ করে, তবে তা সুস্পষ্ট বিদ'আত হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/২০৬-২০৮; উছায়মীন, মাজমূ ফাতাওয়া ২৩/৩২)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : ফজরের ছালাতের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলে মিলে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করা কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল লতীফ

বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ হওয়ায় আমলযোগ্য নয় *(তিরমিযী হা/২৯২২; মিশকাত হা/২১৫৭; যঈফুত তারগীব হা/৩৭৯)*। এর সনদে খালিদ বিন ত্বাহমান নামে একজন শী'আ রাবী রয়েছে *(তাকরীবুত তাহযীব ১৬৪৯, ১/২৫৯)*। উল্লেখ্য যে, ঘুমানোর পূর্বে সূরা হাশর পাঠের বিশেষ ফযীলত ও শেষ ছয় আয়াতকে ইসমে আযম বলে যে বর্ণনাগুলো রয়েছে তার সবগুলো জাল ও যঈফ *(যঈফাহ হা/২৭৭৩, ২২১৭; যঈফুল জামে' হা/৩০৭)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : হজ্জব্রত পালনকালে কিছু কিছু মু'আল্লিম হাজীদের নিকট থেকে কুরবানীর জন্য অর্থ গ্রহণ করেন কিন্তু কুরবানী করেন না। হজ্জপালন শেষে তা জানতে পারলে উক্ত হাজীদের করণীয় কি?

-মুজাহিদ, খুলনা।

উত্তর : এমতাবস্থায় হজ্জ আদায় হয়ে যাবে এবং এর জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না *(নাজম ৩৮)*। তবে অভিযুক্ত মু'আল্লিমগণ কঠিন গুনাহের ভাগিদার হবেন। এটা একদিকে যেমন প্রতারণা, অন্যদিকে হজ্জের একটি ওয়াজিব বিধান লঙ্ঘন। যার গুনাহ পুরোপুরি মু'আল্লিমদের উপর বর্তাবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে এরূপ প্রতারণা থেকে বাঁচার সর্বোত্তম উপায় হ'ল, সরকারী বুথে কুরবানীর জন্য রসিদ নিয়ে নির্ধারিত ফী জমা দেওয়া।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : জুম'আর ছালাতের আগে ও পরে কত রাক'আত ছালাত আদায় করা যায়?

-আমীনুল ইসলাম

আশুগঞ্জ, বি.বাড়িয়া।

উত্তর : জুম'আর দিন খুৎবার পূর্বে নির্দিষ্ট সংখ্যক সুন্নাত ছালাত নেই। সময় পেলে খুৎবার আগ পর্যন্ত যত খুশী নফল ছালাত আদায় করবে *(বুখারী, হা/৮৮৩; মিশকাত হা/১৩৮১-৮২)*। অন্যথায় মুছল্লী কেবল 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত পড়ে বসবে।

আর জুম'আর পর দুই, চার বা ছয় রাক'আত সুন্নাত পড়বে *(মুসলিম হা/৮৮১; আবুদাউদ হা/১১৩২; তিরমিযী হা/৫২৩; মিশকাত হা/১১৮৭, ১১৬৬)*। উল্লেখ্য যে, জুম'আর পূর্বে চার ও পরে চার রাক'আত সুন্নাত পড়ার ব্যাপারে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা মুনকার ও বাতিল *(যঈফাহ হা/১০০১, ১০১৬,৫২৯০; যঈফুল জামে' হা/৪৫৫০)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : জনৈক মহিলার প্রথম স্বামী একটি পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। তার দ্বিতীয় স্বামীর পূর্বের স্ত্রীর গর্ভজাত একটি মেয়ে আছে। এক্ষণে এই দুই ছেলে মেয়ের বিবাহ জায়েয হবে কি?

-ইবাতারুল ইসলাম

গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : এদের মধ্যে বিবাহ জায়েয। কুরআনে যে ১৪ জন মাহরাম নারীর কথা বলা হয়েছে এরা তাদের অর্ন্তভুক্ত নয় *(নিসা ৪/২৩)*। ইবনু কুদামা বলেন, পিতার স্ত্রীর অন্য স্বামীর কন্যারা হারাম নয়। পিতার কন্যারা এজন্য হারাম যে তারা পিতার ঔরসজাত। কিন্তু তাদের মেয়েদের হারাম হওয়ার কোন কারণ নেই। এর মধ্যে এমন কোন কারণও নেই যা তাদের কন্যাদের হারাম করে। ফলে এরা নিম্নের আয়াতের আওতাভুক্ত হবে, যেখানে আল্লাহ বলেন, 'এদের ব্যতীত তোমাদের জন্য সকল নারী হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে মালের বিনিময়ে কামনা করবে বিবাহের উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়' *(নিসা ৪/২৪; মুগনী ৭/১১৭)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : অসুস্থ অবস্থায় স্বপ্নদোষ হ'লে কাপড় ও শরীরে বীর্য লাগা অবস্থায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

পবা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় গোসলের কারণে রোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৩১)*। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। অসুস্থ হবার আশংকায় গোসল না করে তায়াম্মুম করে ফজরের ছালাতে ইমামতি করলাম। পরে সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি অপবিত্রাবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি গোসল না করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম আল্লাহ বলেছেন,

'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন এবং চুপ থাকলেন *(আবুদাঊদ হা/৩৩৪, 'ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকলে অপবিত্র ব্যক্তি কি করবে' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : মসজিদে ২জন একসাথে প্রবেশ করে দেখি সামনের কাতারে ১জন দাঁড়ানোর জায়গা আছে। এমতাবস্থায় আমরা কাতার ফাঁকা রেখেই পেছনের কাতারে দাঁড়াবো কি?

-মুহাম্মাদ

ধানমন্ডি, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় সামনের কাতারে একজন এবং পিছনে একজন একাকী দাঁড়াবে। একাকী পিছনের কাতারে দাঁড়িয়ে ছালাত হবে না মর্মে যে হাদীছ রয়েছে *(আবুদাউদ হা/৬৮২; তিরমিযী হা/২৩১; মিশকাত হা/১১০৫)* তা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন সামনের কাতার অপূর্ণ থাকবে। অতএব এরূপ অবস্থায় মুছল্লী কাতারে একাকী দাঁড়ালে তার ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ একাকী পেছনের কাতারে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে তার ছালাত হবে না *(ইরওয়া হা/৫৪১-এর আলোচনা দ্রঃ ২/৩২৯)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : আমাদের অফিসে হিন্দু বাবুর্চি রান্না করে। তাদের হাতের রান্না খাওয়া যাবে কি ?

-মাজেদুল ইসলাম

উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : অমুসলিমের রান্না করা খাবার খাওয়ায় কোন বাধা নেই *(বুখারী হা/৩৪৪; মুসলিম হা/২৪৯১; আবুদাউদ হা/৪৫১০; মিশকাত হা/৫৮৮৪, ৫৮৯৫, ৫৯৩১)*। তবে তাদের যবহকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(আন'আম ৬/১২১)*। এক্ষেত্রে কোন মুসলিম বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে দিলে এবং তারা রান্না করলে তা খাওয়ায় বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : আমাদের সমাজে দোকানগুলিতে দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি বাকিতে করা হয় না এবং এসময় বিক্রিত মাল ফেরৎও নেওয়া হয় না। তাদের ধারণা হল এসময় বাকীতে বিক্রি করলে সারাদিন ব্যবসা মন্দা যাবে। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-হাসান

ধীরগঞ্জ, হরিপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এটা ভিত্তিহীন কুসংস্কার মাত্র। বরং কারো প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বাকীতে মাল দেওয়া নেকীর কাজ। কেননা এটা ঋণ প্রদানের ন্যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দানের নেকী ১০ গুণ। আর ঋণদানের নেকী ১৮ গুণ *(বায়হাক্বী, ছহীহাহ হা/৩৪০৭)*। এছাড়া পণ্য বিক্রয়ের পর চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন লজ্জিত ক্রেতার সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করল, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিবেন' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫০২৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : সূরা মুদাছছিরের ৬ আয়াতে বলা হয়েছে, 'অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না'। এর ব্যাখ্যা কি?

-আখতারুল ইসলাম

গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। মুফাস্সিরগণ এই আয়াতের বিভিন্ন তাফসীর করেছেন, যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, দুনিয়ায় বেশী পাওয়ার আশায় তুমি দান করো না। মুজাহিদ বলেন, নিজের আমলকে তুমি এমনভাবে বড় করে দেখ না যে, তুমি অনেক ভাল কাজ করছ। কারও মতে, তুমি লোক দেখানোর জন্য কোন ভাল কাজ করো না *(কুরতুবী, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। নাছের সা'দী বলেন, কোন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করার পর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট তার প্রতিদান কামনা করো না *(তাফসীর নাছের সা'দী)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : এক ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। আর তার আরেকজনকে হজ্জ করানোর সামর্থ্য রয়েছে। এক্ষণে সে প্রথমে স্ত্রীকে না মাকে হজ্জ করাবে?

-আহমাদুল্লাহ

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এক্ষেত্রে মাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ যত ছাহাবী অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে অনুমতি চেয়েছেন তাদের অধিকাংশই মাতা-পিতার পক্ষ থেকে। যেমন বিগত যুগে পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়া তিন যুবকের মধ্যে একজন এমন ছিলেন, যিনি ছাগলের দুধ দোহন করে এনে স্ত্রী ও সন্তানাদির উপরে মাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ফলে এই একটিমাত্র পূণ্যের কারণে আল্লাহ তাকে কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি দেন *(বুখারী হা/২২৭২; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : আক্দ হয়েছে মিলন হয়নি এমন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার মাকে বিবাহ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

নীলফামারী।

উত্তর : আক্দ হওয়ার অর্থই হ'ল বিবাহ হওয়া। সুতরাং মিলন হৌক বা না হৌক উক্ত স্ত্রীর মাকে কোন অবস্থায় বিবাহ করা যাবে না। কেননা বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীর মা স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল- তোমাদের মা, মেয়ে, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়ী, দুধ-মা, দুধ-বোন, শ্বাশুড়ী, সহবাসকৃত স্ত্রীদের (অন্য স্বামীর) কন্যা' *(নিসা ৪/২৩)*।

ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১৩-২৩ হি.) ইরাকের কূফায় খেলাফতের পক্ষ হ'তে রাষ্ট্রীয় শিক্ষক ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বশীল থাকা অবস্থায় দু'টি বিষয়ে তিনি স্বীয় রায় অনুযায়ী ফৎওয়া দেন। একটি হ'ল (ক) জনৈক

ব্যক্তি বিয়ের পরে তার শ্বাশুড়ীকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার জন্য (মিলনের পূর্বেই) স্ত্রীকে তালাক দেয়। এই সিদ্ধ হবে কি-না জিজ্ঞেস করা হ'লে ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'এতে আর দোষ কি (لاَ بَأْسَ) একথা শোনার পর লোকটি উক্ত মহিলাকে (পূর্বতন শ্বাশুড়ীকে) বিয়ে করে এবং কয়েকটি সন্তান লাভ করে'।

অতঃপর ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মদীনায় এলে তিনি উক্ত বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বিয়ে সিদ্ধ না হওয়ার কথা বললেন। তখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং (কূফায়) ফিরে এসে উক্ত ব্যক্তিকে খোঁজ করলেন। কিন্তু না পেয়ে অবশেষে তার গোত্রের নিকটে গেলেন ও তাদেরকে ডেকে বললেন 'আমি যে ব্যক্তিকে তার পূর্বতন শ্বাশুড়ী বিয়ে করার ফৎওয়া দিয়েছিলাম ঐ বিয়ে সিদ্ধ হয়নি' *(দ্রঃ থিসিস ১৩৯-৪০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : যেকোন কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে পরে মনে পড়লে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালুহু ওয়া আখিরুহু' সর্বক্ষেত্রে বলা যাবে কি?

-ওয়াহীদুয্যামান
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : খাওয়ার সময় ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' বললেই যথেষ্ট হবে। কারণ খাওয়ার সময়ের ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীছ এসেছে *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; মিশকাত হা/৪২০২; ছহীহুত তারগীব হা/২১০৭)*। অতএব কেউ কোন কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে যখন মনে পড়বে তখনই শুধু বিসমিল্লাহ কিংবা বিসমিল্লাহি আওয়ালুহু ওয়া আখিরুহু বলবে *(নববী, আল-মাজমূ' ১/৩৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : মেয়ের অভিভাবক অশিক্ষিত হওয়ায় ছেলে পক্ষের জনৈক ব্যক্তিকে উকীল বানিয়ে বিবাহ পড়ানো হয়েছে। উক্ত বিবাহ সঠিক হয়েছে কি?

-আব্দুস সালাম
ইসলামপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মেয়ের পিতার পক্ষ থেকে উকীল নিযুক্ত করায় উক্ত বিবাহ সঠিক হয়েছে। মেয়ের পিতা যে কাউকে ওলী নিযুক্ত করে বিবাহ পড়ানোর ব্যবস্থা করলে তা জায়েয *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৭/১৯; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৩৭, ৯৩)*। অতএব এজন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ পড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যে, ওলী নিকটাত্মীয়দের মধ্যে হওয়াটা সর্বোত্তম। উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরী'আতে 'উকীল বাপ' বলে কিছু নেই, যা বর্তমান সমাজে চালু রয়েছে।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : মিনায় অবস্থিত মসজিদে খায়ফের নামকরণের কারণ কি? এই মসজিদের বিশেষ কোন মর্যাদা আছে কি?

-মীর কাসেম আলী
মুরাদপুর, ফেনী।

উত্তর : খায়েফ বলা হয় এমন স্থানকে যা পাহাড়ের ঢালু অংশে এবং পানির প্রবাহ থেকে উঁচুতে অবস্থিত *(আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল আছার ২/১৯৪)*। মিনার দক্ষিণে ছোট জামরার নিকটে এই প্রাচীন মসজিদটি অবস্থিত। উক্ত মসজিদের মর্যাদা হ'ল এখানে মূসা (আঃ) সহ ৭০ জন নবী-রাসূল ছালাত আদায় করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) মিনায় অবস্থান কালে এই মসজিদে ছালাত আদায় করতেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৫৪০৭; ছহীহাহ হা/২০২৩; ছহীহুত তারগীব হা/১১২৭)*। বর্তমানে বৃহদাকারে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে এবং একসঙ্গে এখানে প্রায় ৪৫ হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : আহলে ছহীহ হাদীছ বলা যাবে কি? কোন ইমাম কি এরূপ নাম ব্যবহার করেছেন?

-রূহুল আমীন
বোঁচাগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : 'আহলে ছহীহ হাদীছ' নাম সালাফে ছালেহীন থেকে বর্ণিত হয়নি। তার কোন প্রয়োজনও নেই। কেননা আহলে হাদীছ তথা হাদীছের অনুসারী বলতে ছহীহ হাদীছের অনুসারীকেই বুঝানো হয়। তাছাড়া আহলেহাদীছ শব্দটি কুরআন ও হাদীছ উভয়কে শামিল করে।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : গ্রামে গেলে বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকা ব্যক্তি মালিকানাধীন ফল আমরা খেয়ে থাকি। এটা কতটুকু জায়েয হবে?

-সোহেল রানা
তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : খোলা বাগানে বৃক্ষের নীচে পড়ে থাকা ফল কুড়িয়ে খাওয়া জায়েয। আর যদি বাগান প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকে তাহ'লে মালিক বা তার প্রতিনিধিকে ডেকে অনুমতি নিবে। মালিক না থাকলে ফল কুড়িয়ে বা পেড়ে খাওয়া যাবে। তবে ফল বেঁধে বাড়ি নেওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ কোন বাগানের কাছ দিয়ে গেলে সে ইচ্ছা করলে ফল খাবে, কিন্তু কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যাবে না *(ইবনু মাজাহ হা/২৩০১, তিরমিযী হা/১২৮৭; মিশকাত হা/ ২৯৫৪; ইরওয়া হা/২৫১৭)*। তিনি আরো বলেন, 'তুমি গবাদিপশুর পালের নিকট পৌঁছে তার রাখালকে উচ্চৈঃস্বরে তিনবার ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি তার দুধ পান কর, ক্ষতিসাধন না করে। আর তুমি কোন ফলের বাগানে পৌঁছে বাগানের মালিককে তিনবার ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি ক্ষতি না করে তা থেকে পেড়ে খাও *(ইবনু মাজাহ হা/২৩০০; ছহীহুল জামে' হা/২৭৪)*। উল্লেখ্য যে, কোন এলাকায় গাছের নীচে পড়ে থাকা ফল বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যদি সাধারণ নিয়ম থাকে তাহ'লে তা বেঁধে নিয়ে যাওয়াতে দোষ নেই *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৯/৪১৭; নববী, আল মাজমূ ৯/৫৪; উছায়মীন, আশ শারহুল মুমতে' ৬/৩৩৯)*।

গোবারা বংশের জনৈক ছাহাবী ক্ষুধার্ত অবস্থায় মদীনার এক বাগানে গিয়ে ফল ছিঁড়ে কিছু খান এবং কিছু কাপড়ে বেঁধে নেন। এ সময় বাগানের মালিক এসে তাকে প্রহার করে এবং তার কাপড় কেড়ে নেয়। অতঃপর তিনি বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) কে অবহিত করলে তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি তাকে খেতে দাওনি যখন সে ক্ষুধার্ত। তুমি তাকে শিখিয়ে দাওনি যখন সে অজ্ঞ। তিনি তাকে কাপড় ফেরত দিতে বললেন এবং এক ওয়াসাক্ব (৬০ ছা') অথবা আধা ওয়াসাক্ব খাদ্য প্রদানের আদেশ দিলেন *(ইবনু মাজাহ হা/২২৯৮)*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

এন্ড্রয়েড এ্যাপ

https://play.google.com/HFB bangla Islamic lectures

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

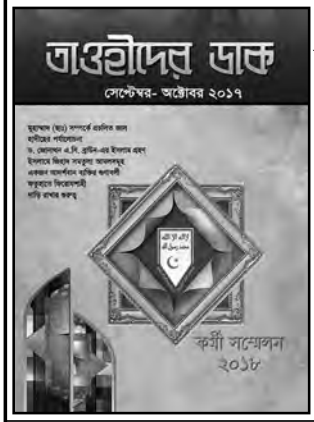

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি নিয়মিত সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ সকল যেলা কার্যালয়সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক অফিস, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭৬৬-২০১৩৫৩।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

Contents

YEAR TABLE (21st Vol.) বর্ষসূচী-২১ (Oct. 2017 to Sept. 2018)

(২১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৭ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :**

১. মানবতা ভাসছে নাফ নদীতে! *(অক্টোবর'১৭)* ২. অস্ত্র ব্যবসা বনাম মানবিক কূটনীতি *(নভেম্বর'১৭)* ৩. ওয়াহ্হাবী সংস্কার আন্দোলন *(ডিসেম্বর'১৭)* ৪. যেরুসালেমকে ইস্রাঈলের রাজধানী ঘোষণা *(জানুয়ারী'১৮)* ৫. অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারই সুখী সমাজের চাবিকাঠি *(ফেব্রুয়ারী'১৮)* ৬. প্রশ্ন ফাঁস *(মার্চ'১৮)* ৭. পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২০ বছর পর *(এপ্রিল'১৮)* ৮. সালাফীবাদ নয় সালাফী পথ *(মে'১৮)* ৯. জেরুযালেম দখলে ট্রাম্প *(জুন'১৮)* ১০. আহলেহাদীছের বৈশিষ্ট্য সমূহ *(জুলাই'১৮)* ১১. হজ্জ *(আগস্ট'১৮)* ১২. বিদায় হজ্জের ভাষণ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য *(সেপ্টেম্বর'১৮)*।

*** দরসে কুরআন :**

১. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী *(২১/৩-৪)* ২. ইবাদতের স্বাদ বৃদ্ধির উপায় *(মার্চ'১৮)*। *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

*** প্রবন্ধ :**

অক্টোবর'১৭ :

১. ইসলামী বাড়ীর বৈশিষ্ট্য-*ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্বের সমালোচনার জবাব *(২১/১-৫, ১০)-অনুবাদ: আহমাদুল্লাহ* ৩. ধ্বংসলীলা *-রফীক আহমাদ*।

নভেম্বর'১৭ :

১. আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ-*ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২. মুমিন কিভাবে দিন অতিবাহিত করবে *(২১/২-৪)-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩. আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা *(২১/২-৫, ৭-৯, ১১-১২)-অনুবাদ : তানযীলুর রহমান* ৪. আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন-*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* ৫. ঈদে মীলাদুন্নবী-*আত-তাহরীক ডেস্ক*।

ডিসেম্বর'১৭ : *এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলো পূর্বের সংখ্যা থেকে চলমান হওয়ায় এখানে সেগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করা হ'ল না।*

জানুয়ারী'১৮ : *এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলো পূর্বের সংখ্যা থেকে চলমান হওয়ায় এখানে সেগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করা হ'ল না।*

ফেব্রুয়ারী'১৮ : ১. সফরের আদব *(২১/৫, ৭)-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ২. মানবসম্পদ উন্নয়নে ইমামদের ভূমিকা-*জামীলুর রহমান*।

মার্চ'১৮ :

১. তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল- *(২১/৬-১১)-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ২. আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(২১/৬-১২)-অনুবাদ : মীযানুর রহমান* ৩. সৃজনশীল প্রশ্ন, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস-*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর উপর নির্যাতন-*আহমাদুল্লাহ* ৫. বিদ'আতে হাসানার উদাহরণ : একটি পর্যালোচনা *(২১/৬-৭)-ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* ৬. মিথ্যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব-*মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম*।

এপ্রিল'১৮ : ইসলাম ও গণতন্ত্র-*ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হাফীয*।

মে'১৮ : ১. নেতার প্রতি আনুগত্যের স্বরূপ-*অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম* ২. *লায়লাতুল ক্বদর : ফযীলত ও করণীয়-আহমাদুল্লাহ* ৩. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল-*আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. যাকাত ও ছাদাক্বা-*আত-তাহরীক ডেস্ক* ।

জুন'১৮ :

১. হকিং তত্ত্ব ও শাশ্বত সত্য-*মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান* ২. *কিয়ামত আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ৩. ঈদের ছয় তাকবীরের পক্ষে উপস্থাপিত দলীল সমূহ পর্যালোচনা-*আহমাদুল্লাহ* ৪. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল-*আত-তাহরীক ডেস্ক*।

জুলাই'১৮ : ১. শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার উপায় *(২১/১০-১২)-মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম*।

আগস্ট'১৮ : ১. ইসলামে শিষ্টাচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা-*ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. কুরবানীর মাসায়েল-*আত-তাহরীক ডেস্ক*।

সেপ্টেম্বর'১৮ :

১. ইসলামে পানাহারের আদব বা শিষ্টাচার-*ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. সিজদায় গমনকালে আগে হাঁটু রাখতে হবে নাকি হাত?-*আহমাদুল্লাহ* ৩. আশূরায়ে মুহাররম-*আত-তাহরীক ডেস্ক*।

অর্থনীতির পাতা : ১. জীবন ও জীবিকার বরকত লাভ *(ফেব্রুয়ারী'১৮)-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* ২. জীবিকা থেকে বরকত দূরীভূত হওয়ার কারণ-*ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*।

সাক্ষাৎকার : ১. বাম দলগুলোতে লেনিনের সংখ্যা বেশী হয়ে গেছে *(অক্টোবর'১৭)-বদরুদ্দীন উমর* ২. সুচি-কে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না *(নভেম্বর'১৭)-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. শায়খ তালেবুর রহমান শাহ *(মার্চ'১৮)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*।

দিশারী : ১. মুসলিম জাতির বয়সসীমা ও ইমাম মাহদী প্রসঙ্গ *(মার্চ'১৮)-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ২. মক্কা-মদীনার বাইরে আলেম নেই? *(আগষ্ট'১৮)- আহমাদুল্লাহ*।

Contents

হক-এর পথে যত বাঁধা : ১. থাপড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব *(এপ্রিল'১৮)- আব্দুল্লাহ* ২. (ক) ভ্রান্ত আক্বীদার বেড়াজাল ছিন্ন হ'ল যেভাবে (খ) মাযহাবীদের চাপে নিজের মসজিদ ছাড়তে হ'ল *(জুলাই'১৮)* ৩. মাযহাব না মানার কারণে আশ্রয় হারাতে হ'ল *(আগষ্ট'১৮)*।

সাময়িক প্রসঙ্গ :

১. আরাকানে পুনরায় বিপন্ন মানবতা *(অক্টোবর'১৭)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ২. অক্টোবর বিপ্লব : গর্বাচেভ কি বিশ্বাসঘাতক? *(জানুয়ারী'১৮)-মশিউল আলম* ৩. রোহিঙ্গা ফেরৎ চুক্তি : তবে... *(ফেব্রুয়ারী'১৮)-শামসুল আলম* ৪. ফিলিস্তীনীদের কান্না কবে থামবে? *(এপ্রিল'১৮)-ঐ* ৫. কেমন আছে মিয়ানমারের অন্য মুসলমানরা *(জুন'১৮)-আলতাফ পারভেজ* ৬. কুরআন ও বাইবেলের আলোকে যাবীহুল্লাহ কে? *(সেপ্টেম্বর'১৮)-রূহুল হোসাইন।*

সরেযমীন প্রতিবেদন : ১. টেকনাফের পথে-ঘাটে মানবতার করুণ আর্তনাদ! *(অক্টোবর'১৭)-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২. রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের বিষণ্ন সময়গুলো *(নভেম্বর'১৭)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৩. নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের পাশে *(ডিসেম্বর'১৭)-ড. নূরুল ইসলাম* ৪. তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ : ফিরে দেখা *(মার্চ'১৮)-মুহাম্মাদ বেলাল বিন ক্বাসেম* ।

ভ্রমণস্মৃতি : ১. তাওহীদের এক চারণগাহ তাওহীদাবাদে *(মার্চ'১৮)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ২. আমীরে জামা'আতের নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে শিক্ষা সফর *(মে'১৮)- ড. নূরুল ইসলাম* ৩. ইতিহাস-ঐতিহ্য বিধৌত লাহোরে *(আগষ্ট'১৮)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*।

নবীনদের পাতা : ১. অশ্লীলতা প্রসার ও সমাজে এর কুপ্রভাব *(মার্চ'১৮)-রবীউল ইসলাম* ২. আকাশের দরজাগুলো কখন ও কেন খোলা হয়? *(জুন'১৮)-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

ছাহাবী চরিত : আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ) *(মার্চ'১৮)-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*।

মনীষী চরিত : ১. মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ) *(২১/১-৪)-ড. নূরুল ইসলাম* ২. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) *(২১/৮, ১০)-ঐ*।

ইতিহাসের পাতা থেকে : ১. খলীফা হারূনুর রশীদের নিকটে প্রেরিত ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক চিঠি *(২১/১, ১২)-অনুবাদ : ইহসান ইলাহী যহীর* ২. ধৈর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত *(মার্চ'১৮)-আবু রাযিয়া* ৩. তাতারদের আদ্যোপান্ত *(জুলাই'১৮)-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*।

অমর বাণী : *(মার্চ'১৮)-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*।

হাদীছের গল্প :

১. জন্মভূমি থেকে আবুবকর (রাঃ)-কে বহিষ্কার ও তাঁর অসীম ধৈর্য *(ডিসেম্বর'১৭)-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ২. হাদীছে বর্ণিত কিছু উপমা *(জানুয়ারী'১৮)-মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার* ৩. হাদীছের উপরে আবূ বকর (রাঃ)-এর দৃঢ়তা *(ফেব্রুয়ারী'১৮)-ঐ* ৪. যে পানি পান করায় সে পরেই পান করে *(মার্চ'১৮)-ঐ* ৫. উপকারীকে প্রতিদান দেওয়া *(এপ্রিল'১৮)-ঐ* ৬. রাসূল (ছাঃ) ও মুজাহিদদের সম্পদের বরকত *(মে'১৮)-ঐ* ৭. লি'আনের বিধান প্রবর্তনের ঘটনা *(জুলাই'১৮)-ঐ* ৮. দ্বীনের আসমানী প্রশিক্ষণ *(সেপ্টেম্বর'১৮)-ঐ*।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :

১. (ক) দরদিনী *(এপ্রিল'১৮)-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (খ) যেমন পিতা তেমনি সন্তান *(এপ্রিল'১৮)-হাফেয মুহাম্মাদ সাইফুয্যামান* ২. লোভের কারণে সর্বনাশ *(সেপ্টেম্বর'১৮)-বেলাল বিন ক্বাসেম।*

চিকিৎসা জগত :

১. (ক) সাইনোসাইটিস (খ) পলিপাস চিকিৎসা *(ডিসেম্বর'১৭)* ২. (ক) উচ্চ রক্তচাপের ১০ কারণ (খ) মুখে দুর্গন্ধের কারণ (গ) মুখে দুর্গন্ধ দূর করার উপায় *(জানুয়ারী'১৮)* ৩. (ক) দাঁড়িয়ে পানি পান করা ক্ষতিকর (খ) শীতের শাক-সবজির নানা গুণাগুণ *(ফেব্রুয়ারী'১৮)* ৪. (ক) পুষ্টির অভাবে যেসব রোগ হয় (খ) হার্টের অসুখ বোঝার উপায় *(এপ্রিল'১৮)* ৫. কোল্ড ড্রিঙ্কসে ১১ সমস্যা *(জুন'১৮)* ৬. (ক) তুলসী পাতার গুণাগুণ (খ) থানকুনি পাতার ঔষধিগুণ *(আগষ্ট'১৮)* ৭. পেয়ারার উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ *(সেপ্টেম্বর'১৮)*।

ক্ষেত-খামার :

১. আখ চাষ পদ্ধতি *(ডিসেম্বর'১৭)* ২. বারান্দায় বা ছাদের টবে ব্রোকলি চাষ পদ্ধতি *(জানুয়ারী'১৮)* ৩. ছাদে টবে বা ড্রামে লাউ চাষ পদ্ধতি *(ফেব্রুয়ারী'১৮)* ৪. হলুদ চাষ *(এপ্রিল'১৮)* ৫. আল-কুরআনের আলোকে ধান চাষ : সমস্যা ও সম্ভাবনা *(জুলাই'১৮)* ৬. মরিচ চাষ *(আগষ্ট'১৮)* ৭. পটল চাষ *(সেপ্টেম্বর'১৮)*।

বিশেষ সংবাদ :

১. মাওলানা আছগার আলী ইমাম মাহদী সালাফী মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দের নতুন আমীর নির্বাচিত *(নভেম্বর'১৭)* ২. ড. মুছত্বফা আ'যমীর মৃত্যু *(মার্চ'১৮)* ৩. চলে গেলেন মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দের সাবেক সেক্রেটারী আব্দুল ওয়াহ্হাব খালজী *(মে'১৮)* ৪. প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ফুয়াদ সেযগীনের মৃত্যু *(আগষ্ট'১৮)* ৫. হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সঊদী আরব গমন *(সেপ্টেম্বর'১৮)*।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি **২.** দরসে কুরআন ২টি **৩.** প্রবন্ধ ৩১টি **৪.** অর্থনীতির পাতা ২টি **৫.** সাক্ষাৎকার ৩টি **৬.** দিশারী ২টি **৭.** হক-এর পথে যত বাঁধা ৪টি **৮.** সাময়িক প্রসঙ্গ ৬টি **১০.** মনীষী চরিত ২টি **১১.** ছাহাবী চরিত ১টি **১২.** ভ্রমণস্মৃতি ৩টি **১৩.** নবীনদের পাতা ২টি **১৪.** সরেযমীন প্রতিবেদন ৪টি **১৫.** ইতিহাসের পাতা থেকে ৩টি **১৬.** হাদীছের গল্প ৮টি **১৭.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩টি **১৮.** চিকিৎসা জগৎ ১৪টি **১৯.** ক্ষেত-খামার ৬টি **২০.** কবিতা ৪৩টি **২১.** প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।